

२-२

# भारतीय संगीत-ताल और रस

आम्नाय-ग्रन्थालय,

नरतर्क, करौली

वाराणसी-५

लेखक - सुखीय नन्दी

प्रकाशक - सुखीय नन्दी

१६/१ ए अटारणी -  
हैमन्त कुमारी - प्रीत

कलकत्ता - ४

प्रकाश - वज्राक्ष - १३६९

-ग्रन्थालय

गौदी, वाराणसी-५







ভারতীয় সঙ্গীতে

15/2/53..

তাল ও ছন্দ

শ্রীসুবোধ বন্দী

অধ্যাপক : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ( সঙ্গীত বিভাগ ), পশ্চিমবঙ্গ



প্রকাশ আষাঢ় ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

গ্রন্থকার-কর্তৃক প্রকাশিত

১৬/১এ মহারানী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৪

মুদ্রাকর : শ্রীঅশোক কুমার মল্লিক

মিন্টেকো প্রিন্টার্স

১৪ কৃষ্ণরাম বোস ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৪

প্রাপ্তিস্থান :

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

আব্দ. বি. দাস

৮সি লালবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১

এস. চন্দ্র এণ্ড কোং

৪ ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১৩

মূল্য চারি টাকা



Shankar & Co.  
EVERYTHING MUSICAL  
A. WELLSLEY ST.  
POST BOX 9973, CALCUTTA 73.

आम्नाय-ग्रन्थालय,  
भरतनिधि, करौली  
वाराणसी-5

उत्सर्ग  
परम पूजनीया मातृदेवी  
श्रीचरणे







ग्राम्नाय-ग्रन्थालय,  
भारतनिधि, करौली  
वाराणसी-5

ভূমিকা

পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান সুবোধ নন্দী প্রণীত “ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ” গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অভিশয় প্রীত হইলাম। সঙ্গীতের ক্রিয়াপদ্ধতি অংশে দক্ষতা অর্জন করিতে হইলে সুর তাল ও ছন্দে সম্যক ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন। এই গ্রন্থে প্রচুর উদাহরণ সহ আলোচনার সাহায্যে তাল ও ছন্দকে অটলতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া সঙ্গীতশিক্ষার্থীর পক্ষে বোধগম্য করা হইয়াছে। কাব্য-ছন্দ, সঙ্গীত-ছন্দ এবং কবিশঙ্কর রবীন্দ্র-সৃষ্ট তাল বিষয়ক অধ্যায়গুলি ও স্বকায়ের প্রগাঢ় গবেষণা ব্যাপক সংগ্রহের ও সর্বোপরি তাল ও ছন্দে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও শিল্পীসুলভ উপলব্ধির পরিচয় বহন করে। প্রাচীন তাল-পদ্ধতি ব্যতীত, বিরাট ঐতিহ্য সম্পন্ন হিন্দুস্থানী মনিপুরী দক্ষিণ ভারতীয় (কর্ণাটক) এবং কীর্ত্তিনাদ তালের আলোচনা ও ঠেকা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি বর্তমান যুগের সঙ্গীতশিক্ষার পক্ষে অশেষ সহায়ক হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, লেখকের পরিশ্রম সার্থক হউক এবং তাঁহার পূর্ব-প্রকাশিত “তবলার কথা”র ত্রায় ইহাও বিদগ্ধসমাজে সমাদৃত হউক।

৮ই আষাঢ় ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ  
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়







**স্বাশ্রয়-গ্রন্থালয়,**  
**মহর্ষি, করৌ**  
**বারানসী-৫**

## নিবেদন

মানবমনের পক্ষে শ্রীতিপ্রদ স্মৃতিশাস্ত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ভাবোদ্দীপক ধ্বনিপ্রবাহ হইতেই শ্রেষ্ঠ ললিতকলা সঙ্গীতের সৃষ্টি। এই সঙ্গীতের শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য ইত্যাদি নির্ভর করে একমাত্র তাল ও ছন্দের ব্যবহারে এবং তালের মধ্যই উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। ছন্দ ও তালকে যথাযথ আয়ত্ত করিতে হইলে উহার ক্রিয়াময় সাধনার সঙ্গে ঔপপত্তিক জ্ঞানও যুক্ত হওয়া একান্ত অপরিহার্য।

সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থাদিতে ছন্দ ও তাল সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু উহা সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজবোধ্য নহে। এই অসুবিধা কিঞ্চিৎ দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন এবং অধুনা-প্রচলিত বিভিন্ন ভারতীয় তাল-পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

প্রাচীন তাল-পদ্ধতির বিষয়বস্তু কিরূপ বিরাট এবং জটিল ছিল এবং বিদগ্ধ সঙ্গীতজগৎ উহার কিভাবে সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু, কালক্রমে নানা ঘট-প্রতিঘাতে ঐ তাল-পদ্ধতি যে ভাবে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইয়া বিভিন্ন তাল-পদ্ধতির মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছে, তাহার ইতিহাস আজ লুপ্ত। আমি অবশ্য ঐ ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করি নাই। কারণ উহা বর্তমান গ্রন্থের বিষয়সূচীর বহির্ভূত। তথাপি উৎসাহী পাঠক আমার আলোচনায় উহার কিছু কিছু উপকরণের সম্বন্ধ পাইতে পারেন।

ছন্দ, তাল এবং লয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। অধুনা সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের অগ্রাগ্রহ বিষয় অপেক্ষা তাল ও লয়ে অধিক অজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়। ইহার অগ্রতম কারণ, যে হস্তক্রিয়া (হস্ত দ্বারা তালী ও ফাঁক প্রদর্শন) তাল ও লয়ের উপর সম্যক অধিকার অর্জনে সহায়তা করে, সঙ্গীত শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য ও সাধনা সাপেক্ষ সেই প্রক্রিয়াটি অধুনা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রায় লুপ্ত। তৎপরিবর্তে শিক্ষার্থীকে প্রথম হইতেই একমাত্র তবলার ঠেকার উপর নির্ভরশীল হইবার শিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু এই প্রকার শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর তাল ও লয় সম্বন্ধে নিজস্ব জ্ঞান কতখানি হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদিও অধুনা কোন কোন গানের গায়কীতে তালী ও ফাঁক প্রদর্শন করা সম্ভব নহে, তথাপি ছন্দ তাল ও লয় সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জন করিতে হইলে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হইতেই তালী ও ফাঁক প্রদর্শনের বিজ্ঞানসম্মত রীতিগুলি অঙ্গসরণ করা অত্যাবশ্যক। অনেকের মতে তাল লয় ইত্যাদি রক্ষার দায়িত্ব একমাত্র তবলা বা ঐ জাতীয় বাস্তশিল্পীর। ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা, কারণ সঙ্গীতে ব্যবহার্য্য সহযোগী যন্ত্রাদি সঙ্গীতের সুর ও ছন্দের অনুগামী মাত্র, তাল প্রদর্শনকারী নহে। অবশ্য সঙ্গীতে ব্যবহার্য্য চারি প্রকার যন্ত্র, যেমন তত (তারমুক্ত), গুবির (বংশী), আনন্দ (চর্ম্মাচ্ছাদিত), ঘন (করতাল) ইহার মধ্যে ঘন যন্ত্র প্রাচীনকালে তালবাস্ত হিসাবে পরিচিত ছিল, তাহার প্রমাণ নাট্যশাস্ত্রের একটি শ্লোকাংশে পাওয়া যায়।



“স্বনং তালবিভেদঃ”— ইহা হইতেই বুঝা যায় প্রাচীন সঙ্গীতে করতাল জাতীয় বাস্তব তাল প্রদর্শনের কালে ব্যয়িত হইত, বর্তমানে কোন কোন সঙ্গীতে এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। তৎব্যাতীত শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে— তাল লয় সম্পর্কে প্রত্যেক শিল্পীরই সমান দক্ষতা থাকা প্রয়োজন, এবিষয়ে একে অস্থির উপরে নির্ভরশীল থাকা উচিত নহে। আরও বলা হইয়াছে যাহার তাল সম্বন্ধে জ্ঞান নাই তাহাকে গায়ক বা বাদক আখ্যা দেওয়া যায় না।

“স্বস্ত্য তালং ন জানাতি ন স গাতা ন বাদকঃ”

—নাট্যশাস্ত্র

যাহা হউক, এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মনে করি, কারণ প্রত্যেকেই জানেন সঙ্গীতের অধ্যয়ন বা চর্চার ক্ষেত্রে তাল-লয়ের অভ্যাস ও তাহার দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন আছে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি হইতে সাহায্য লইয়াছি— সঙ্গীতরত্নাকর, সঙ্গীতদর্পণ, সঙ্গীতদামোদর, সঙ্গীততরঙ্গ, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, সঙ্গীতসমীক্ষা, মৈতৈজ্ঞগোই, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ছন্দোমঞ্জরী, ছন্দোবিজ্ঞান ও শ্রুতবোধ।

উক্ত গ্রন্থ প্রণেতাগণকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। পরম শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতনায়ক ত্রিগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ব্যক্তিগতভাবে সঙ্গীতরত্নাকর ত্রিরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিভূষণ বসু এবং ত্রীপ্রফুল্লকুমার দাস এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছেন। ত্রীতরুণকুমার দাস প্রচ্ছদপটের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।

ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, ত্রীটি. কে. নারায়ণা পিল্লাই, ত্রীটি. নদীয়া সিং, ত্রীএন. পাণ্ডারী নাথন, ত্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, ত্রীমতী সিন্ধা সেন, ত্রীদেবনারায়ণ নন্দী, ত্রীপ্রাণেশ ভট্টাচার্য্য, ত্রীব্রজ-রাখাল দাস ও ত্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্তী বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদের ধন অপরিশোধনীয়।

সর্বশেষে জানাই, যদি এই গ্রন্থখানি দ্বারা শিক্ষার্থীরা উপকৃত হন, তবে আমার এ প্রয়াস সার্থক মনে করিব।

১২ই আষাঢ় ১৩৬২ বঙ্গাব্দ

কলিকাতা

ত্রীসুভোধ নন্দী



## সূচী

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| সঙ্গীতে তালের প্রয়োজনীয়তা    | ১   |
| তাল শব্দের ব্যুৎপত্তি          | ২   |
| তালের সংজ্ঞা                   | ৩   |
| ভারতীয় তাল-পদ্ধতি             | ৪   |
| মার্গতালের রূপ                 | ৩২  |
| দেশী অথবা শাস্ত্রীয় তালের রূপ | ৩৩  |
| মতান্তরে দেশী তাল              | ৪২  |
| কর্ণাটক ঠেকা                   | ৪৬  |
| মনিপুরী ঠেকা                   | ৫২  |
| কীর্ত্তনাদ ঠেকা                | ৫৪  |
| হিন্দুস্থানী ঠেকা              | ৬৭  |
| রাবীন্দ্রিক ঠেকা               | ৮৪  |
| ছন্দ ও কাব্যছন্দ               | ৮৬  |
| সঙ্গীত-ছন্দ                    | ৯৪  |
| শুদ্ধিপত্র                     | ১১২ |

## বিস্তারিত সূচী

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| মাত্রা                          | ৪   |
| কাল                             | ৬   |
| মার্গ                           | ৭   |
| ক্রিয়া                         | ৯   |
| অঙ্গ                            | ১০  |
| গ্রহ                            | ১১  |
| ভাতি                            | ১৩  |
| কলা                             | ১৪  |
| লয়                             | ১৫  |
| যতি                             | ১৬  |
| প্রস্তার                        | ১৭  |
| কর্ণাটক্ ( তাল-পদ্ধতি )         | ১৮  |
| মৈতৈ ( মনিপুরী ) ,,             | ২২  |
| কীর্ত্তনাদ ,,                   | ২৪  |
| হিন্দুস্থানী ,,                 | ২৫  |
| রাবীন্দ্রিক ,,                  | ২৯  |
| সংস্কৃত ছন্দের রূপ              | ৯১  |
| ছন্দ-বৈচিত্র্য                  | ৯৪  |
| মিশ্র গতির ছন্দ                 | ১০০ |
| দম্ভার ( বিরাম ) ছন্দ           | ১০৩ |
| মিশ্রিত বিরাম ছন্দ              | ১০৫ |
| প্রস্বনযুক্ত ছন্দ               | ১০৬ |
| দম্ভার ও বে-দম্ভার মিশ্রিত ছন্দ | ১০৯ |





ঋক্ষোঃ সংপদ্যতে বাদো বাদাদ্ব্যংপদ্যতে মনঃ ।  
মনসোজায়তে কালঃ স কালস্তালসংজিতঃ ॥

ভরতমঞ্জরী



## সঙ্গীতে তালের প্রয়োজনীয়তা

গীত বাস্তব নৃত্য—এই তিনের সমন্বয়কে বলা হয় ‘সঙ্গীত’। এই সঙ্গীত একমাত্র তালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, বা তালই ইহার ভিত্তিস্থানীয়। অবশ্য নিবন্ধ ও অনিবন্ধ ভেদে সঙ্গীত দুই প্রকার—যাহা তালযুক্ত তাহা নিবন্ধ এবং যাহা তালহীন তাহা অনিবন্ধ। অনিবন্ধ সঙ্গীতকে বলা হয় আরণ্যক সঙ্গীত, যাহা ঋষিগণের সাধনায় ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে আলাপ ও কথকতাকে বুঝায়। এই সঙ্গীতে তালের বন্ধন নাই অর্থাৎ ইহার ক্রিয়া কোন নিয়মান্বদ্ধ বা নিবন্ধ সময়ে হইয়া থাকে না। এই জন্য এই সঙ্গীতের উত্থান পতন ইত্যাদির কোন আভাসও শ্রোতবর্গ উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু নিবন্ধ সঙ্গীতের পরে কি হইবে শ্রোতা পূর্ব হইতেই তাহার আভাস পাইয়া থাকেন। ইহার একমাত্র কারণ এই যে তালযুক্ত সঙ্গীতের প্রতিটি ক্রিয়া অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাত্রা, নির্দিষ্ট ক্রিয়া, সমতার ব্যবধান, ধ্বনি-প্রবাহের বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিশেষ নিয়মানুসারে করা হয়, এই জন্যই নিবন্ধ তালযুক্ত সঙ্গীত সমাজের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে ও লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছে। তালযুক্ত সঙ্গীত সামাজিক সঙ্গীত বলিয়াও পরিচিত।

সঙ্গীতে প্রধান হইল সুর, ছন্দ ও তাল, কিন্তু শ্রোতবর্গের মনের উল্লাস ও উৎফুল্লতা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা একমাত্র তাল ও ছন্দের। ইহার প্রমাণ বর্তমান রূপদ সঙ্গীতের আলাপ; ইহা যখন শ্রোতবর্গ শ্রবণ করেন তখন শুধু সুর উপভোগ করিয়াই মগ্ন থাকেন, কিন্তু এই মগ্নতায় শ্রোতবর্গের মধ্যে কোন উৎফুল্লতা বা উল্লাস প্রকাশ পায় না, শুধু মনকে উদাসীন ভাবাপন্ন করে। কিন্তু যখন তালযুক্ত হইয়া পাখোয়াজ বা তবলা সহযোগে গান আরম্ভ হয় তখন আপনা হইতেই মাথা নড়ে এবং অনভ্যাস সত্ত্বেও হস্তে তাল দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়।

প্রশ্ন :—সঙ্গীতে তালের সার্থকতা কি ?

উত্তর :—১) তাল সঙ্গীতকে একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম বা সময়ের মধ্যে বন্ধন করে।

২) তাল সঙ্গীতের চলন ভঙ্গীর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে।

৩) তাল সঙ্গীতের সংযম রক্ষা করে।

৪) তাল সঙ্গীতের শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

৫) তাল সঙ্গীতের শাসনার্থে ব্যবহৃত হয়।

৬) তাল সঙ্গীতের সুগঠিত রূপ, স্থায়িত্ব আর চমৎকারিত্ব প্রকাশ করে।

৭) তালের জন্যই সঙ্গীতকে স্বরলিপি, বোললিপি ইত্যাদির সাহায্যে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

৮) নিয়মবদ্ধ তাল রহিয়াছে বলিয়া সঙ্গীতের সময় পরিমাপে, উত্থানে পতনে বিরামে, একীভূত হইয়া গায়ক বাদক ও শ্রোতাকে উল্লসিত করে।

৯) সঙ্গীতে বিভিন্ন রস ও ভাব পরিবেশিত হয়; যেমন করুণরস শৃঙ্গাররস ভয়ঙ্কর ও বিভৎস রস ইহাদের প্রকৃতরূপ প্রকাশিত হয় তালের গতি ভেদানুযায়ী।

১০) তাল সঙ্গীতের মাধুর্য্য সৃষ্টি করিবার প্রধান সহায়ক।

১১) তাল সঙ্গীতের নিস্তেজভাবে সতেজ করে।



## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

এতদ্ব্যতীত তাল বিনা সঙ্গীতের কি অবস্থা হয়, শাস্ত্রগ্রন্থের কয়েকটি উদাহরণে তাহা বুঝা যাইবে।

মুখ প্রধান দেহস্ত নাসিকা মুখমধ্যকে।

তালহীনং তথাগীতং নাসাহীনং মুখং যথা ॥

( সঙ্গীত-রত্নাকর, নারদার্থ রাগমালা )

অর্থাৎ, দেহের মধ্যে প্রধান হইল মুখ; এই মুখমণ্ডল নাসিকাবিহীন হইলে যে অবস্থা হয়, তালবিহীন সঙ্গীতেরও ঠিক একই অবস্থা।

সঙ্গীত-দর্পণে গীত বাস্তব নৃত্যকে মত্তগন্ধের সঙ্গে এবং তালকে অক্ষ শের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

ভৌর্যাত্মিকং চ মত্তে ভস্তালে স্তম্ভকুণ্ডলবিহুঃ

( সঙ্গীত দর্পণ—দামোদর গিশ্র )

ভক্তি-রত্নাকর প্রণেতা শ্রদ্ধেয় নরহরি চক্রবর্তী মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন— তাল বিনা গীত শুদ্ধ নয়, এবং আরও বলিয়াছেন, দাঁড় ও কাণ্ডারী-বিহীন নৌকা এবং তালবিহীন গীত একই বস্তু।

গীতে তালযুক্ত তালবিনা শুদ্ধি নয়।

যেদে কর্ণধার বিনা নৌকা তৈজে হয়।

( ভক্তি-রত্নাকর )

## তাল শব্দের ব্যুৎপত্তি

সংস্কৃত যুগের পণ্ডিতগণ বিভিন্ন বর্ণের দ্বারা বিভিন্ন শব্দের অর্থ করিতেন। এই সকল বর্ণকে বলা হইত 'ধাতু'। যেমন পরিমাণবোধক 'মা' ধাতু হইতে মাত্রা শব্দের উদ্ভব, মনোরঞ্জনকারক 'চন্দ' ধাতু হইতে ছন্দ শব্দের উদ্ভব, সেই প্রকার প্রতিষ্ঠাবাচক 'তল' ধাতু 'মঞ্চ' প্রত্যয় করিয়া তাল শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। গীত বাস্তব নৃত্যের সমন্বয়কে সঙ্গীত বলা হয় এবং এই সঙ্গীত তালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই শব্দ প্রতিষ্ঠাবাচক ধাতু হইতে গঠিত।

তালস্তল প্রতিষ্ঠায়ামিতি ধাতোর্থপ্রি স্মৃতঃ।

গীতং বাস্তবং তথা নৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

(সঙ্গীত-রত্নাকর)

কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে তাণ্ডব (পুরুষ) নৃত্যের 'তা', লাস্য (স্ত্রী) নৃত্যের 'ল', এই দুই বর্ণ সংযোগে তাল শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। ভরতকোষের মতে—

তকারঃ শঙ্করঃ প্রোক্তো লকারঃ শক্তিরূচ্যাতে।

শিবশক্তি সমাযোগান্তাল নামাভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ, তকারে শঙ্কর বা শিব, লকারে শক্তি, এই দুই দেবতার যোগ থেকে 'তাল' নাম হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থসকলে আরও বহুভাবে তাল শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখা যায়।



## তালের সংজ্ঞা .

সঙ্গীতে বাহা তাল বলিয়া পরিচিত, তাহা কোন নিবদ্ধ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ছন্দের সমাবেশে গঠিত। এই তাল সঙ্গীতের ব্যবহারিক প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে রচিত হইয়াছে ; কিন্তু ছন্দ মানুষের দৃষ্টি বা মনের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই অল্পভূত হয়। মানুষ প্রথমে ছন্দকে উপলব্ধি করে গতি-শীল বস্তুর মধ্যে ; যেমন, প্রাণী বিশেষের চলনভঙ্গী, নদী-তরঙ্গ ইত্যাদি। কোন কিছুই গতিপ্রবাহের মধ্যে কিছু-না-কিছু ছন্দের আভাস আমরা পাইয়া থাকি। অবশ্য ইহা ছন্দোযুক্ত বা ছন্দোহীন ভাবে। ছন্দহীন বলিতে বাহার কোন নিয়ম নাই বা অনিবদ্ধ এবং বাহার নিয়ম আছে বা নিবদ্ধ তাহাকে ছন্দোযুক্ত বুঝায়। ছন্দশাস্ত্রকারদিগের মতে ভাষা-স্রষ্টি ও কবিতাদি রচনার সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দ-নিয়নের প্রচলন হয়। এই নিয়মবদ্ধ ছন্দ সকলই পরবর্তীকালে সঙ্গীতে—তাল ও কাব্যে ছন্দ বলিয়া পরিচিত। সঙ্গীতে যেমন বিভিন্ন প্রকার তালের নাম আছে, কাব্যেও সেই প্রকার বিভিন্ন ছন্দের নাম পাওয়া যায়।

তাল সম্বন্ধে কোন কোন পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞের অভিমত এই যে, সঙ্গীতে বাহা তাল তাহা মানুষের দৈহিকক্রিয়া হইতে প্রকাশ পাইয়াছে ; তাঁহারা বলেন, আদিম যুগের মানুষ প্রথম তাহার মনের উল্লাস প্রকাশ করে নৃত্যে এবং এই নৃত্যে যে ছন্দ প্রকাশ পায় তাহাকে শব্দানুগভাবে অনুভব করিবার জন্ত হস্তের তালাম্বাৎ দ্বারা প্রদর্শন করা হয় ; এবং ইহাই সঙ্গীতরূপে তাল বলিয়া পরিচিত।

তালকে আরও ভালোভাবে বুঝিতে হইলে, আলোচনার মাধ্যমে এই বলা যায় যে কোন নিবদ্ধ সময়ের মধ্যে নিয়মিত ক্রিয়া করা। সময় অখণ্ড, মানুষ তাহার ব্যবহারিক প্রয়োজনে এই অখণ্ড সময়কে যেমন দিন, ঘণ্টা, পক্ষ, মাস, বৎসর ইত্যাদিতে বিভক্ত করিয়াছেন সেই প্রকার সঙ্গীতেও মাত্রা, পদ ও আবর্তন যুক্ত করিয়া সময়কে নিবদ্ধ করা হইয়াছে, এই নিবদ্ধ সময়ই হইল সঙ্গীতে তাল। এই তাল-নিয়ম যে শুধু সঙ্গীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, জগতের সবকিছুই ইহাকে মানিয়া চলে। এইজন্ত শ্রদ্ধেয় সম্মতি তাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন সমস্ত বিশ্বজগৎও একমাত্র তালের মধ্যেই আবদ্ধ। একথা খুবই সত্য যে মানুষ পশুপক্ষী-সবই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার কর্ম সকল করিয়া থাকে, এমন কি প্রাকৃতিক বস্তু সকলেরও ব্যতিক্রম হয় না। যেমন পৃথিবী সূর্যকে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ করে, গঙ্গার জোয়ার ভাটার সময় নির্দিষ্ট থাকে। ইহাও এক প্রকার তাল-নিয়ম, সঙ্গীতে ইহা পারিভাষিক শব্দ মাত্র।

উৎপত্তাদি ত্রয়ঃ লোকে যতস্তালেন জায়তে ।

কীটকাদি পশুনাঞ্চ তালেনৈব গতির্ভবেৎ ॥

যানি কানি চ কৰ্ম্মানি লোকে তালান্শ্রিতানি চ ।

আদিত্যাদি গ্রহানাঞ্চ তালেনৈব গতির্ভবেৎ ॥

রাগকল্পক্রমঃ



## ভারতীয় তাল পদ্ধতি

প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষ রীতি অনুযায়ী তাল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অবশ্য পরপর ইহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। প্রাচীন সঙ্গীতালোচনার আমরা দুই প্রকার সঙ্গীতের উল্লেখ পাই, যথা—মার্গসঙ্গীত ও দেশীসঙ্গীত। মার্গসঙ্গীতে যে রীতি অনুযায়ী তাল ব্যবহৃত হইত তাহাকে মার্গতাল, এবং দেশীসঙ্গীতে যে রীতি অনুযায়ী তাল ব্যবহৃত হইত তাহাকে দেশী তাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শাস্ত্র গ্রন্থ সকলে এই দেশী তাল শাস্ত্রীয় তাল বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা সাধারণত পাঁচটি মার্গ তালের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা—১. চচ্চৎপুট: ৮ মাত্রা ২. চাচপুট: ৬ মাত্রা ৩. ঘটপিভা-পুত্রক: ১২ মাত্রা ৪. উদঘট ৬ মাত্রা ৫. সম্পর্কেষ্টাক: ১২ মাত্রা। শাস্ত্রকারদিগের মতে এই পাঁচটি তাল মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে বাহির বা সৃষ্ট হইয়াছে। যথা—সম্ভ্রাজাত:, বাসদেবো:, অধোর:, তৎপুরুষ: ও ঈসানো:। শাস্ত্রকারদের ইহা কল্পনামাত্র, বস্তুত: মার্গসঙ্গীতে ব্যবহারের জন্য কোন সঙ্গীতজ্ঞ উক্ত পাঁচটি তাল রচনা করিয়া থাকিবেন। এই পাঁচটি তাল গন্ধর্ব তাল নামেও পরিচিত। সঙ্গীত রত্নাকর প্রবন্ধ অধ্যায়ে এক শ্রেণীর প্রবন্ধগীতি পঞ্চতালেশ্বর নামে উল্লেখিত হইয়াছে। পঞ্চতালেশ্বর বলিবার উদ্দেশ্য এই যে এই প্রবন্ধগীতি একই সঙ্গে পাঁচটি মার্গ তালের মধ্যে পরিবেশন করা হইত।

## মাত্রা

মাত্রা—তালকে পরিমাপ করিবার জন্য মাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে, পরিমাণবোধক ‘মা’ ধাতু হইতে মাত্রা শব্দের উদ্ভব। এইজন্য ইহার অপর নাম মান। প্রত্যেক বস্তুই পরিমাপ করিবার জন্য কিছু-না-কিছু পরিমাণবোধক বস্তু স্থির করা আছে, যেমন, বস্ত্রাদি মাপিবার বস্তুকে ‘গজ’ খাদি প্রভৃতি মাপিবার বস্তুকে ‘ফুট’ ‘ইঞ্চি’ ইত্যাদি। এই প্রকার তালের সময়কে মাপিবার বস্তুকে মাত্রা বলা হয়। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ একটি লঘু মাত্রার সময় নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন বিভিন্নভাবে। মার্গ পদ্ধতিতে পাঁচটি লঘু অক্ষর অর্থাৎ ‘কচটতপ’ ইহার স্বাভাবিক উচ্চারণ কালকে একটি লঘু মাত্রার সময় গণ্য করা হইত। কলিনাথ প্রবন্ধ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন— ছন্দের মধ্যে লঘু মাত্রা বলিতে এক অক্ষর এবং তালের লঘু মাত্রা বলিতে পাঁচ অক্ষর বুঝায়। শারদাতনয়: গ্রন্থে তালের লঘু মাত্রা চার অক্ষর বলা হইয়াছে—

ছন্দ: শাস্ত্রে একস্ত লঘোরুচ্চারণকাল: মাত্রেতি কথ্যতে।

তালেতু চতুস্পাদায়কং চতুরশ্চৈকলস্ত

দ্বিকল চতুর্কলয়োৰ্বা ত্র্যশ্চৈকলস্ত একদ্বিচতুর্কলানাং

বা রূপং মাত্রোচ্যতে। পারিভাষিকো মাত্রাশব্দ:

তাল শাস্ত্রাণ্মাত্র বৰ্ণ্যতে।

( শারদাতনয়: )

কোন কোন মতে একটি লঘু মাত্রার সময়কাল ৬ অক্ষর পর্যন্ত বলা হইয়াছে। আবার কোন কোন শাস্ত্রকার উল্লেখ করিয়াছেন যে, সময়োপযোগী ৪ অক্ষরের কনও উচ্চারণ করা হইত। এতদ্ব্যতীত কোন কোন শাস্ত্রকার পাখীর ডাক হইতেও মাত্রার সময় নির্ধারণ করিয়াছেন। যেমন—নীলকণ্ঠ পাখীর ডাক একটি লঘু মাত্রা, কাকের ডাক ২ মাত্রা, ময়ূরের ডাক



## ভারতীয় তাল পদ্ধতি

৫

৩ মাত্রা। সংগীত দামোদরের উল্লেখ করা হইয়াছে যে ত্রীক্ষর বাঁশীর দ্বারা যখন রাধাকে ডাকিতেন অর্থাৎ ‘রাধা’ ডাকিতে যে সময় লাগিত তাহাই প্লুত মাত্রার সময় কাল, এবং আরও বলা হইয়াছে শশীকলা, কনকরেখা এবং পারিজাত এই তিনটি বাঁশীর শব্দে যথাক্রমে গুরু, লঘু ও দ্রুত মাত্রার সময় কালের উদ্ভব হইয়াছে; যেমন—শশীকলায় গুরু মাত্রা, কনকরেখায় লঘু মাত্রা এবং পারিজাতে দ্রুত মাত্রা। বর্তমানে অনেকে মানুষের স্বাভাবিক নাড়ির গতি অথবা এক সেকেন্ডের সমতুল্য যে সময় তাহাই একটি লঘু মাত্রা স্বীকার করিয়াছেন।

যিনি যে প্রকারেই মাত্রার সময়কাল নির্ধারণ করুন না কেন, ইহা কার্যকরী হইবে ব্যক্তি বিশেষে, কারণ উচ্চারণই হউক বা নাড়ীর গতিই হউক ব্যক্তি বিশেষে ইহার পার্থক্য আছে। এই জন্য কেহ কেহ ছয় অক্ষর কেহ কেহ পাঁচ অক্ষর কেহ কেহ চার অক্ষর এবং কেহ কেহ চার অক্ষরেরও কম উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় তাল পদ্ধতিতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত ছয় প্রকার মাত্রা প্রচলিত দেখা যায়। যথা—অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত ও কাকপদ। লঘু = একমাত্রা, লঘুর অর্দ্ধ = দ্রুত মাত্রা, লঘুর সিকি = অনুদ্রুত মাত্রা, দুইটি লঘু সংযোগে = গুরু মাত্রা, তিনটি লঘু সংযোগে = প্লুত মাত্রা, চারটি লঘু সংযোগে = কাকপদ মাত্রা।

মার্গ তালে তিন প্রকার মাত্রা প্রচলিত ছিল। যথা—লঘু, গুরু ও প্লুত। দেশী তালে উক্ত লঘু, গুরু, প্লুত মাত্রা ব্যতীত দ্রুত মাত্রারও প্রচলন হয়। দেশী তালের লক্ষণে কোন কোন স্থানে ‘বিরামান্ত’ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, এই বিরামান্ত শব্দ যে মাত্রার পশ্চাতে উল্লিখিত থাকিত তাহারই অর্দ্ধ বলিয়া গণ্য করা হইত। যেমন ‘বিরামান্তঃ দ্রুত’ ইহা  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$  মাত্রা বুঝিতে হইবে। এই প্রকার ‘বিরামান্তঃ’ লঘু  $1 + \frac{1}{2}$  মাত্রা ও ‘বিরামান্তঃ’ গুরু  $2 + 1$  মাত্রা। বিরামকে অনেকে অনুদ্রুত মাত্রা বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীনকালে মাত্রার লক্ষণেই তালের প্রকৃত রূপকে বুঝা যাইত। যেমন, কোন তালের লক্ষণে ‘গুরুদ্বয়ং লঘু প্লুত’ এখানে বুঝিতে হইবে, দুইটি গুরু মাত্রা একটি লঘু মাত্রা ও একটি প্লুত মাত্রা। অর্থাৎ প্রথমে দুইটি গুরু আঘাত, তারপর একটি লঘু আঘাত ও শেষে একটি প্লুত আঘাত। প্রাচীন পদ্ধতিতে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে মাত্রার আঘাতই তালাঘাত; অর্থাৎ তাল বলিয়া প্রকাশ পাইত। যেমন উক্ত তালের আঘাত দেওয়া হইবে এই প্রকার ২ । ২ । ১ । ৩ বর্তমানেও এই গুরু গুরু লঘু প্লুত

রীতি অনুযায়ী তাল দেওয়া হয় যেমন=বাঁপতাল ইহার প্রথম ও তৃতীয় বিভাগ গুরু ও দ্বিতীয় ও চতুর্থ বিভাগ প্লুত মাত্রার দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ=২ । ৩ । ২ । ৩ কিন্তু এই প্রকার তাল গুরু প্লুত গুরু প্লুত

দেওয়ার প্রথা প্রচলিত থাকিলেও কার্যতঃ আমরা বাঁপতালের মাত্রাবিন্যাসের উল্লেখ যখন করিয়া থাকি তখন তাল আবর্তনের মধ্যে দশটি লঘু মাত্রারই উল্লেখ করি। কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী উল্লেখ করিলে বলিতে হইবে দুইটি গুরু ও দুইটি প্লুত।



৬

## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

মাত্রার সাহায্যেই তালের বিভাগ গঠিত। এইজন্য বিভিন্ন মাত্রা গুলিকে শাস্ত্রে অঙ্গ বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিভাগেরই অপর নাম অঙ্গ। মার্গতালে সাধারণতঃ লম্বু গুরু ও প্লুত এই তিন মাত্রার বিভাগই প্রচলিত ছিল। দেশীতালে লম্বু গুরু প্লুত ব্যতীত দ্রুত মাত্রার বিভাগ প্রচলিত হয়।

মাত্রা ব্যতীত প্রাচীন তাল আলোচনায় আরও দশটি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা = কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি কলা, লয়, যতি প্রস্তার।

তাল আলোচনায় উক্ত দশটি বিষয়ের যথেষ্ট স্থান আছে। এইজন্য সংস্কৃত পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে তালের দশ প্রাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

কালো মার্গক্রিয়াঙ্গানি গ্রহো জাতিঃ কলা লয়ঃ।

যতিঃ প্রস্তারকশ্চেতি তালপ্রাণা দশস্মৃতাঃ।

সঙ্গীত মকরন্দ (নারদ)

## কাল

কাল অর্থে সময়, এই সময়ই হইল তাল গঠনের প্রধান বস্তু। বিভিন্ন মাত্রা সংখ্যা দ্বারা এই সময়কে নিবদ্ধ করিয়া তালের আবর্তন গঠিত হয়।

কোন কোন শাস্ত্রকার ক্ষণ, লব কাঠা নিমেষ ইত্যাদির দ্বারা কাল নির্ণয় করিয়াছেন।

উপমুপরি বিনশ্চ পদ্বপত্রশতং সঙ্কণ।

যঃ কালঃ সূচিসংভেদাৎ ক্ষণঃ স পরিকীৰ্ত্তিতঃ।

লবঃ ক্ষণৈরষ্টভিঃ স্মাৎ কাঠাষ্টল বাস্বিকা।

অষ্টৌ কাঠাঃ নিমেষঃ স্মাৎ নিমেষৈরষ্টভিঃ কলা।

কলাভ্যাং চ চতুর্ভাগঃ চতুর্ভাগাবহুদ্রতম্।

অনত্রভাভ্যাং বিন্দুঃ স্মাদ্বিন্দুভ্যাং চ লম্বুর্ভবেৎ

লম্বু দ্বন্দ্বং গুরুশ্চৈকঃ ত্রিলম্বু প্লুত উচ্যতে।

অর্থাৎ = ১০০টি পদ্বপত্র পরপর একত্রিত করিয়া সূচিকা দ্বারা ভেদ করিতে যে সময় ব্যয়িত হয়, তাহাই এক 'ক্ষণ' কাল। এবং

৮ ক্ষণে = ১ লব

২ অম্বুতে = ১ দ্রুত

৮ লবের = ১ কাঠা

২ দ্রুতে = ১ লম্বু

৮ কাঠায় = ১ নিমেষ

২ লম্বুতে = ১ গুরু

৮ নিমেষে = ১ কলা

৩ গুরুতে = ১ প্লুত

২ কলায় = ১ ক্রী

১০ প্লুততে = ১ পল ২৫ মিনিট কাল।

২ ক্রীতে = ১ অম্বু

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে যে, কাল নির্ণয়ের এই রীতি নাট্যশাস্ত্রকার ভরত স্বীকার করেন নাই, তিনি উল্লেখ করিয়াছেন দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যে কলা, কাঠা, নিমেষ প্রভৃতি ক্ষণভেদ, তাহাদের ঠিক তাল কলা বলা যায় না।



## মার্গ

মার্গ অর্থে পথ, অর্থাৎ যে রীতি বা চংএ তালকে প্রদর্শন করা হয় তাহাকে মার্গ কহে। ইহা দ্বারা তালের কয়টি পদ, মাত্রা, গতিভঙ্গি ও তাল কাঁক কোন কোন স্থানে আছে তাহা বুঝা যায়। শাস্ত্রে চারটি মার্গের কথা উল্লেখ আছে। যথা—ঋব, চিত্র, বাস্তিক ও দক্ষিণ।

এই চারটি মার্গের প্রধান ক্রিয়া হইল তালের পদ পরিবর্তন করা। ঋব মার্গ হইতে যখন পরবর্তী মার্গ সকলে তাল প্রদর্শিত হইত, তখন পরপর পদবিভাগগুলি দীর্ঘায়িত হইত।

যেমন ঋবমার্গে—একমাত্রিক পদ ইহা তালাবাত দ্বারা প্রদর্শিত হয়।

যথা—১

চিত্রমার্গে—দ্বিমাত্রিকপদ, একটি মাত্রা তালাবাত ও একটি মাত্রা কাঁক।

যথা—১ ২

বাস্তিকমার্গে—চতুর্মাত্রিক পদ, একটি মাত্রা তালাবাত ও তিনটি মাত্রা কাঁক।

যথা—১ ২ ৩ ৪

দক্ষিণমার্গে—অষ্টমাত্রিক পদ, একটি মাত্রা তালাবাত ও সাতটি মাত্রা কাঁক।

যথা—১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

বর্তমান ত্রিতালকে যদি চারটি মার্গে প্রদর্শিত করা যায়, তাহা হইলে নিম্নরূপ হইবে।  
যেমন—ত্রিতালের চারটি বিভাগ।

ধা ধিন ধিন ধা। না ধিন ধিন ধা। না তিন তিন তা। না ধিন ধিন ধা  
ইহা দক্ষিণমার্গে দুইটি বিভাগ, বাস্তিকমার্গে চারটি বিভাগ, চিত্রমার্গে আটটি বিভাগ ও ঋবমার্গে বোলটি বিভাগ পতিপন্ন হইবে।

দক্ষিণ মার্গ— ধা' ধিন' ধিন' ধা' না' ধিন' ধিন' ধা'। না' তিন' তিন' তা' না' ধিন' ধিন' ধা'

বাস্তিক মার্গ— ধা' ধিন' ধিন' ধা'। না' ধিন' ধিন' ধা'। না' তিন' তিন' তা'। না' ধিন' ধিন' ধা'

চিত্র মার্গ— ধা' ধিন'। ধিন' ধা'। না' ধিন'। ধিন' ধা'। না' তিন'। তিন' তা'। না' ধিন'। ধিন' ধা'

ঋব মার্গ— ধা'। ধিন'। ধিন'। ধা'। না'। ধিন'। ধিন'। ধা'। না'। তিন'। তিন'। তা'। না' ধিন'। ধিন'। না'।

ইহা হইল সঙ্গীত রত্নাকরের মত।

ইহার মধ্যে ঋব মার্গের ব্যবহার বিশেষ হইত না, এবং অনেকে স্বীকারও করিতেন না। ঋব ব্যতীত চিত্র, বাস্তিক ও দক্ষিণ মার্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—চিত্র মার্গে ক্ষিপ্তভাব অর্থাৎ দ্রুতগতি, বাস্তিক মার্গে মধ্যমভাব অর্থাৎ মধ্যগতি, দক্ষিণ মার্গে চিরভাব অর্থাৎ বিলম্বিত গতি। এই তিন গতির ভেদাভ্যাসী আবার নয় প্রকার। যথা—‘দ্রুতে দ্রুত’ ‘দ্রুতে মধ্য’ ‘দ্রুতে বিলম্বিত’ ‘মধ্যে দ্রুত’ ‘মধ্যে মধ্য’ ‘মধ্যে বিলম্বিত’ বিলম্বিতে দ্রুত ‘বিলম্বিতে মধ্য’ ‘বিলম্বিতে বিলম্বিত’। অর্থাৎ দ্রুতের মধ্যে তিনটি, মধ্যের মধ্যে তিনটি ও বিলম্বিতের মধ্যে তিনটি গতি।



## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

কোন কোন শাস্ত্রে ধ্রুব মার্গকে 'চিত্রতর' বলা হইয়াছে, এবং চিত্র ভেদে চারিটি মার্গ উল্লিখিত হইয়া যথাক্রমে ছয় মার্গের কথা বলা হইয়াছে। যেমন—অতিচিত্রতম, চিত্রতম, চিত্রতর, চিত্র, বাস্তিক ও দক্ষিণ।

দক্ষিণো বাস্তিকশ্চিত্রো ধ্রুবশ্চিত্রতর স্তথা ।

অথচিত্রতমশ্চৈব ষণ্মার্গে'১ এ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

( মণিদর্পন )

এই মতে দক্ষিণ, বাস্তিক, চিত্র, ব্যতীত চিত্রতর—একমাত্রা, চিত্রতম—দ্ব্যতমাত্রা, অতিচিত্রতম—অনুসাত্রা বিভাগ হইবে।

একমাত্রা চিত্রতরে দ্ব্যতচিত্রতমে মতঃ ।

অতিচিত্রতমে মার্গে' অনুদ্ব্যত পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

( সঙ্গীত দর্পন হইতে প্রদত্ত )

অর্থাৎ এই মতে ছয়টি মার্গের বিভাগ গঠিত হইবে নিম্নরূপ ।

দক্ষিণ—৮ মাত্রিক পদ

বাস্তিক—৪ " "

চিত্র—২ " "

চিত্রতর—১ " "

চিত্রতম—২ " "

অতিচিত্রতম—৩ " "

অনেকে আবার উক্ত ছয়টি মার্গ ব্যতীত আরও ছয়টি মার্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ।  
যথা—চতুর্ভাগ, ত্রুটি, অনুত্রুটি, ষর্ষণ, অনুষর্ষণ ও স্রব ।

চতুর্ভাগ—৮ মাত্রিক পদ

ত্রুটি—১৬ " "

অনুত্রুটি—৩২ " "

ষর্ষণ—৬৪ " "

অনুষর্ষণ—১২৮ " "

স্রব—২৫৬ " "

এই প্রকার পদ বিভাগ সঙ্গীতে ব্যবহার হইত কিনা বা হইলেও কতখানি কার্য্যকরি হইত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে কারণ রস্মাকরে উল্লিখিত চারিটি মার্গের মধ্যে এক মাত্রিক পদ যুক্ত ধ্রুব মার্গকেই অনেকে স্বীকার করেন নাই । সে ক্ষেত্রে ২৫৬ মাত্রিক পদ কতখানি বিশ্বাস যোগ্য হইবে তাহা বিচাৰ্য্য । প্রকৃত পক্ষে এই সব মার্গের উল্লেখ শুধু পাণ্ডিত্য প্রকাশ ব্যতীত আর কিছু নয়, কারণ সঙ্গীতে এই প্রকার পদ বিভাগ অনুপযুক্ত বলিয়াই আমাদের মনে হয় ।



## ভারতীয় তাল পদ্ধতি

৯

## ক্রিয়া

হস্তদ্বারা তাল ও কাঁক প্রদর্শনকে প্রাচীনকালে ক্রিয়া বলা হইত। তাল দেওয়াকে ‘সশব্দ ক্রিয়া’ ও কাঁক দেওয়াকে ‘নিঃশব্দ ক্রিয়া’ এই তাল ও কাঁক প্রদর্শনের একটি বিশেষ রীতি ছিল।

যেমন—সশব্দ ক্রিয়া বলিতে চারি প্রকার। যথা—ক্রব, শম্পা, তাল ও সন্নিপাত।

ক্রব—অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা তুড়ি দিতে দিতে হস্ত নিম্নে আনয়ন করা।

শম্পা—দক্ষিণ হস্তে তালী দেওয়া। তাল—বাম হস্তে তালী দেওয়া।

সন্নিপাত—উভয় হস্তে করতালী দেওয়া।

নিঃশব্দ ক্রিয়া বলিতেও চারি প্রকার। যথা—আবাপ, নিজ্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক।

আবাপ—হস্তকে উত্তোলন করিয়া অঙ্গুলি কখন করা, নিজ্রাম—অধঃস্থলের অঙ্গুলি সমুহ প্রসারিত করা, বিক্ষেপ—উখিত হস্তের বিস্তৃত অঙ্গুলিকে দক্ষিণদিকে স্থাপিত করা, প্রবেশক—পুনরায় অঙ্গুলি সমুহকে সংকোচ বা কখনান্নিত করা।

বর্তমানে যেমন তাল কাঁক ইত্যাদির চিহ্ন দেওয়া হয়, শাস্ত্রগ্রন্থে মার্গ তালেও সেই প্রকার উক্ত ক্রিয়াগুলির আশ্রয় অক্ষর, অর্থাৎ শম্পার ‘শ’ তালের ‘তা’ আবাপের ‘আ’ নিজ্রামের ‘নি’, ইত্যাদি তাল চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যেমন—মার্গতাল, চক্ষুপুটঃ—২।২।১।৩ ইহার প্রথমে ‘সন্নিপাত’ দ্বিতীয় ‘শম্পা’ তৃতীয় ‘তা’ চতুর্থ আবার ‘শম্পা’।

সঙ্গীত রসাকর গ্রন্থে ক্রব সংযোগে আরও আটটি ক্রিয়ার উল্লেখ দেখা যায়।

ক্রবকা সপিনী কৃষ্ণা পদ্মিনী চ বিসজ্জিতা।

বিক্ষিপ্তাখ্যা পতাকা চ মাত্রা স্রোতপতিতা ২ ষ্টনী।

অর্থাৎ—ক্রব, সপিনী, কৃষ্ণা, পদ্মিনী, বিসজ্জিতা, বিক্ষিপ্তা, পতাকা ও পতিতা। এই ক্রিয়াগুলিকে মাত্রা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। উক্ত ক্রিয়ার প্রদর্শন রীতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে :-

সশব্দা তু ক্রবা ক্ষেয়া সপিনী বামগামিনী।

কৃষ্ণা দক্ষিণতো গন্ত্রী পদ্মিনী স্রাদধোগতা।

বিসজ্জিতা বহির্ঘাতা বিক্ষিপ্তা কখনান্নিকা।

পতাকা তুষ্ণগমনাৎ পতিতা করপাতনাৎ।

ক্রবপাতে প্রযোজ্যাস্তা না ২ বা পাদৌ কদাচন।

অর্থাৎ—ক্রবা—ইহা ছাটিকা শব্দ দ্বারা প্রদর্শিত হয়।

সপিনী—বামদিকে নির্দেশ পূর্বক হস্ত প্রদর্শন করা।

কৃষ্ণা—দক্ষিণদিকে হস্ত প্রদর্শন করা।

পদ্মিনী—হস্তের অধোগতিদ্বারা প্রদর্শন করা।

বিসজ্জিতা—বাহিরেরদিকে হস্ত প্রদর্শন করা।



## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

বিক্ষিপ্তা—হস্তকে কুঞ্জনামিত করা।

পতাকা—উর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন পূর্বক প্রদর্শন করা।

পতিতা—কর পাতন দ্বারা প্রদর্শন করা।

এই ক্রিয়াগুলি সশব্দ ধ্রুব ক্রিয়ার মধ্যেই প্রযোজ্য, অনান্য সশব্দ বা নিঃশব্দ ক্রিয়ার মধ্যে ইহাদের ব্যবহার ছিল না। ক্রিয়াগুলি মার্গ বিশেষে সতন্ত্রভাবে প্রায়োগ রীতি দেখা যায়।

যেমন = চিত্রমার্গে—ধ্রুব সঙ্গ পতিতার সংযোগ।

বাস্তিকমার্গে—ধ্রুব সঙ্গ সপিনী, পতাকা ও পতিতার সংযোগ।

দক্ষিণমার্গে—ধ্রুব সঙ্গ সাতটি ক্রিয়ারই সংযোগ থাকিত।

ক্রিয়াগুলির ব্যবহার রীতি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

| চিত্রমার্গ = | ধ্রুব | পতিতা |
|--------------|-------|-------|
|              | ধা    | ধিন   |
|              | ধিন   | ধা    |
|              | না    | ধিন   |
|              | ধিন   | ধা    |
|              | না    | তিন   |
|              | তিন   | তা    |
|              | না    | ধিন   |
|              | ধিন   | ধা    |

| বাস্তিকমার্গ = | ধ্রুব | সপিনী | পতাকা | পতিতা |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                | ধা    | ধিন   | ধিন   | ধা    |
|                | না    | ধিন   | ধিন   | ধা    |
|                | না    | তিন   | তিন   | তা    |
|                | না    | ধিন   | ধিন   | ধা    |

| দক্ষিণমার্গ = | ধ্রুব | সপিনী | কুঞ্জা | পল্লিনী | বিসজ্জিতা | বিক্ষিপ্তা | পতাকা | পতিতা |
|---------------|-------|-------|--------|---------|-----------|------------|-------|-------|
|               | ধা    | ধিন   | ধিন    | ধা      | না        | ধিন        | ধিন   | ধা    |
|               | না    | তিন   | তিন    | তা      | না        | ধিন        | ধিন   | ধা    |

## অঙ্গ

তালের পদ বা বিভাগকে অঙ্গ বলে। এই অঙ্গ বিভিন্ন মাত্রার দ্বারা গঠিত হয়। যেমন—  
লঘু মাত্রার বিভাগ লঘু অঙ্গ, গুরু মাত্রার বিভাগ গুরু অঙ্গ ইত্যাদি।

এইজন্য কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে বিভিন্ন মাত্রাগুলিকেই অঙ্গ বলা হইয়াছে। যথাক্রমা মার্গ তালে লঘু, গুরু ও প্র ত অর্থাৎ একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক পদই সীমাবদ্ধ ছিল।



দেশী বা শাস্ত্রীয় তালে উক্ত তিন অঙ্গ ব্যতীত দ্রুত মাত্রার অঙ্গও প্রচলিত হয়। মতান্তরে লিখিত দেশী তালের মধ্যে অনুরূপ মাত্রার অঙ্গও দেখা যায়। বর্তমান তালপদ্ধতিতে সাধারণতঃ দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক অঙ্গের বিভাগ প্রচলিত আছে।

তালের পদ দুইভাবে গঠিত থাকে। যথা—সমপদ ও বিষমপদ।

যেমন— ২।২।২।২, ৩।৩।৩।৩, ৪।৪।৪।৪, ইহা সমপদ, এবং যে সকল তালের বিভাগ ২।৩।৪, ৩।২।২, ৪।২।৪ ইত্যাদি অসমান পদে বিভক্ত থাকে তাহা বিষমপদ। যেমন—বর্তমান তেওরা, সুরকাঁক, ধামার ইত্যাদি। বর্তমানে অনেকে, বাঁপতাল, তেওট ইত্যাদি তালকে অর্দ্ধসমপদ বলিয়া উল্লেখ করেন। অর্দ্ধসমপদ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে তালের প্রথম পদের সঙ্গে তৃতীয় পদ ও দ্বিতীয় পদের সঙ্গে চতুর্থ পদের যদি মিল থাকে, অর্থাৎ তাল আবর্তনের অর্দ্ধভাগ যেভাবে গঠিত, পরিশিষ্ট অর্দ্ধভাগও যদি তাহার অনুরূপ হয়, তখন সেই তালকে অর্দ্ধসমপদ বলা হয়। যেমন—বাঁপতাল, ঝুমরা ইত্যাদি।

### গ্রহ

গ্রহ অর্থে গ্রহন করিবার স্থানকে বুঝায়। অর্থাৎ তালের মধ্যে যে স্থান হইতে সঙ্গীত ক্রিয়া আরম্ভ হয়; সেই স্থানকে গ্রহ বলে। প্রাচীন তাল আলোচনায় তিনটি গ্রহ স্থানের উল্লেখ আছে। যথা—সম, অতীত ও অনাগত।

‘সমোঃ তীতোঃ নাগতঃ, গ্রহস্থলে ত্রিধাতঃ’।

সঙ্গীত রত্নাকর।

‘সম’ বলিতে সমকাল, অর্থাৎ তালারূপের সঙ্গে সঙ্গেই যদি সঙ্গীত ক্রিয়া আরম্ভ হয়; তাহাকে সমগ্রহ বলে।

‘অতীত’ বলিতে সমকালের পরবর্তী অর্থাৎ তালারূপের পরে যদি সঙ্গীতক্রিয়া আরম্ভ হয়; তাহাকে অতীতগ্রহ বলে।

‘অনাগত’ বলিতে সমকালের পূর্বভাগ অর্থাৎ তালারূপের পূর্বে যদি সঙ্গীতক্রিয়া আরম্ভ করা যায় তাহাকে অনাগতগ্রহ বলে।

শাস্ত্রে এই তিনটি গ্রহ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সমগ্রহ—সমপানিরীতি, অতীতগ্রহ—অবপানিরীতি, অনাগতগ্রহ—উপরিপানিক।

এই তিনটি গ্রহে যখন পৃথক পৃথক ভাবে সঙ্গীতক্রিয়া আরম্ভ হইত, তখন তাহার গতিরও পার্থক্য ছিল। মধ্যগতিতে সমগ্রহে, বিলম্বিত গতিতে অনাগত গ্রহে এবং দ্রুত গতিতে অতীত গ্রহে। উক্ত তিন গ্রহের মধ্যে যেমন সঙ্গীত আরম্ভ করিবার রীতি ছিল সেই প্রকার গ্রহ তিনটির মধ্যে শেষ করাও হইত। যেমন—সমগ্রহে শেষ হইলে বলা হইত ‘সমাবর্তন’ সমগ্ৰ হের পরবর্তী শেষ হইলে ‘অধিকাবর্তন’ এবং সমগ্ৰ হের পূর্বে শেষ হইলে ‘হীনাবর্তন’।

শাস্ত্র গৃহে গৃহ আলোচনা সংক্ষিপ্ত হওয়াতে ইহার যথাযথ অর্থ বা প্রাচীন পদ্ধতিতে ইহার



কি প্রকার ক্রিয়া হইত, তাহা নির্ণয় করা বর্তমানে সম্ভব নয়। বর্তমানে সমস্থানকেই সমগ্রহ বলিয়া ব্যবহার করা হয়; যদিও প্রাচীন তাল আলোচনায় সমস্থান শব্দের কোন উল্লেখ নাই; তবে অনুমান করা যায় যে সমগ্রহ হইতেই ‘সম’ শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। অনেকের মতে তালের প্রতিটি তালারাতই সমগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অতীত বা অনাগত গ্রহেরও নিদিষ্ট কোন স্থান শাস্ত্র গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই; মাত্র বলা হইয়াছে যে অতীত গ্রহ সমগ্রহের পরবর্তী কাল এবং অনাগতগ্রহ সমগ্রহ আগত প্রায়, এই প্রকার স্থান। বর্তমানে সমগ্রহের এক মাত্রা ব্যবধানের মধ্যে ইহা হইয়া থাকে। চৌতালের মধ্যে গ্রহস্থানগুলি বুঝান যাইতে পারে।

|                  |   |   |   |   |   |           |   |
|------------------|---|---|---|---|---|-----------|---|
| যেমন—            | + | ০ | ২ | ০ | ৩ | ৪         |   |
| ১                | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭         | ৮ |
| সমগ্রহ অতীত গ্রহ |   |   |   |   |   | অনাগতগ্রহ |   |

ইহা একমাত্রার পরিবর্তে অর্দ্ধ বা সিকিমাত্রার মধ্যেও হইতে পারে। কোন কোন মতে তালের গ্রহ দুই প্রকার যথা—সম ও বিষম এবং বিষমের অন্তর্গত অতীত ও অনাগত। ইহা প্রকারান্তরে তিনটি গ্রহকেই বুঝায়; কারণ বিষম অর্থে যাহা সম নয়, সূতরাং অতীত ও অনাগত সমকাল বা সমপানি নয় বলিয়া ইহার বিষমেরই অন্তর্গত।

সঙ্গীত দর্পনকার বিষম গ্রহের স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়া তালের চারিটি গ্রহ প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন, সম (তাল) অতীত (বিভাল) অনাগত (অনুতাল) বিষম (প্রতিভাল)। বিষম গৃহ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, তালের এমন স্থান হইবে যাহা সঙ্গীত আরম্ভ করিবার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনিয়ম প্রতিপন্ন হয়।”

“আত্মোক্ত ২ নিয়ম বিষমগ্রহ শব্দ ভাঙ্ক।”

আমাদের মনে হয় পূর্ব মতই যুক্তিপূর্ণ কারণ ‘বিষম’ অর্থে এখানে বুঝায় তালারাতের মধ্যে ক্রিয়া না হইয়া অনাঘাতের মধ্যে হইবে, ইহা অতীত অনাগতকেই বুঝায়, স্বতন্ত্রভাবে বিষম শব্দের উল্লেখ হইতে পারে না। সম ও বিষম এই দুই শব্দ সাঙ্গিতিক সবকিছুর মধ্যেই ব্যবহৃত হয়। যেমন—সমছন্দ, বিষমছন্দ, সমগতি, বিষমগতি, সমজাতি, বিষমজাতি, সমপদ, বিষমপদ, সমমাত্রিক, বিষমমাত্রিক ইত্যাদি। এই প্রকার সমগ্রহ ও বিষমগ্রহ হওয়াই উচিত। এতদ্ব্যতীত গৃহকার গৃহ চারিটির মধ্যে ‘বিভাল’ ও ‘অনিয়ম’ শব্দ দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন। গৃহে এই দুইটি শব্দের অর্থ স্পষ্ট নয় বলিয়া অনেকেই ইহাকে বিরুদ্ধভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যাহা সঙ্গীতের কলঙ্ক জনক উক্তি অর্থাৎ বিভালা অর্থে ‘বেতালা’ ও অনিয়ম অর্থে যাহার কোন নিয়ম নাই। অর্থাৎ ইহার প্রমাণ করিতে চান যে ভারতীয় সঙ্গীতে অনিয়ম বা বেতালা ক্রিয়া হইয়া থাকে। প্রাচীন হইতে বর্তমান ভারতের সঙ্গীত সম্বন্ধে চিন্তা করিলে ইহাই বলিতে ইচ্ছা করে যে ভারতীয় সঙ্গীত কত নিয়মাবদ্ধ বা বিজ্ঞান সম্মত এবং প্রতিটি ক্রিয়া তালের মধ্যে নিয়মানুসারে করা হয়, এইজন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, ভারতীয় সঙ্গীত একমাত্র তালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সূতরাং সেই সঙ্গীত পরিভাষার মধ্যে এই দুই শব্দের



## ভারতীয় তাল পদ্ধতি

১৩

উল্লেখ কতখানি যুক্তি সম্ভব হইবে তাহা সঙ্গীতঙ্গ মাত্রই আশাকরি উপলব্ধি করিবেন। প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রগ্রন্থে বিতাল ও অনিয়ম, যে শব্দ দুইটির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা বিষম ক্রিয়া বিশেষ, এই বিষমক্রিয়া সঙ্গীতের ছন্দ বৈচিত্রের একটি প্রধান উপাদান। কারণ সঙ্গীত ছন্দ যদি একই তুল্যে ক্রিয়া হইতে থাকে, তাহা হইলে কোন বৈচিত্র অনায়াস হয় না। এখানে আবশ্যিক বিভিন্ন বিষমক্রিয়ার প্রয়োগ এবং এই ক্রিয়া সঙ্গীতের মধ্যে আড়িছন্দ বলিয়া পরিচিত, ইহা বেতালা বা অনিয়ম ক্রিয়া নয়। শাস্ত্রগ্রন্থে বিষমশব্দ অনিয়ম বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এখানে— অর্থাৎ সঙ্গীতে তাহা নিয়ম বা প্রযোজ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সঙ্গীত রচয়িতার প্রবন্ধাধ্যায়ে ‘এলা’ প্রবন্ধগীতি আলোচনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে—“বিষম গ্রহো ২ নিয়ম (নিয়ম) বিশেষঃ।” অর্থাৎ বিষম অনিয়ম হইতে পারে কিন্তু এখানে ইহা নিয়ম, আর ‘বিতাল’ অর্থেও বেতালা নয়, অতীত গ্রহের প্রকারান্তর নাম মাত্র। গ্রহ তিনটির বিভিন্ন নাম আছে যেমন—

সমগ্রহ = সমপানি, সম, তাল ও সতাল।

অনাগতগ্রহ = অবপানি, প্রতিতাল, অতাল ও আগতসম।

অতীতগ্রহ = উপরিপানিক, বিতাল ও বিগতসম।

এতদ্ব্যতীত বিষম ক্রিয়া যাহা আশ্রয়সত্তে অনিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সত্য সত্যই কি সঙ্গীত ক্রিয়ায় হইয়া থাকে? অবশ্য ক্রিয়াগুলির গ্রহন (ধরণ) করিবার স্থান অনাঘাতে অর্থাৎ— বিষম স্থানে হইলেও বখন শেষ করা হয়, তাহা তালের মধ্যে, এই ক্ষেত্রে ইহা অনিয়মও হইতে পারে না ও বেতালাও হইতে পারে না।

বর্তমানে কোন কোন গায়কের সঙ্গীত পরিবেশনে দেখা যায় অনাগত বা অতীত স্থানে গ্রহন করিয়া তাহাতেই ক্রিয়া শেষ করেন, কিন্তু ইহা সঙ্গীত শাস্ত্র বিরোধী। অবশ্য শেষ করিবারও রীতি ছিল ইতিপূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে এই শেষ করাকে গ্রহভ্রাস বলা হয়। ইহা সঙ্গীত পাদশেষে এবং পূর্ণ নিয়ন্ত্রিতে করিবার রীতি। কিন্তু গ্রহ ক্রিয়া কালে তাহা প্রযোজ্য নয়।

## জাতি

মার্গভামের জাতি ত্রিশ ও চতুশ্ভেদে দুই প্রকার। যে তালের মাত্রা সংখ্যা ৬, ১২, ২৪ ইত্যাদি তাহার ত্রিশ এবং যে তাল ৮, ১৬, ৩২ ইত্যাদি মাত্রা সংখ্যায় গঠিত তাহার চতুশ্ভ। মার্গ পদ্ধতিতে জাতি নির্ধারণ করা হইত তাল আবর্তনের মাত্রা সংখ্যা গণনা করিয়া, এখানে ত্রিশজাতির মধ্যে দ্বিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক ছন্দ ও চতুশ্ভ জাতির মধ্যে ত্রিমাত্রিক ছন্দ থাকিতে পারে। পাঁচটি মার্গভালের মধ্যে একটি চতুশ্ভ জাতি ও চারিটি ত্রিশজাতি। যেমন—

চচ্চপুটঃ— ২ । ২ । ১ । ৩ চতুশ্ভ

চাচপুটঃ— ২ । ১ । ২ । ১ ত্রিশ

ষট্‌পিতাপুটকঃ— ৩ । ১ । ২ । ২ । ১ । ৩ ”

উদ্‌ষট্‌টঃ— ২ । ২ । ২ ”

সম্পর্কেষ্টাকঃ— ৩ । ২ । ২ । ২ । ৩ ”



সঙ্গীত রত্নাকরে দেশী বা শাস্ত্রীয় তালের মধ্যে পাঁচ প্রকার জাতি উল্লিখিত হইয়াছে। যথা=ত্রিস্র, চতস্র, খণ্ড, সংকীর্ণ ও মিশ্র। কিন্তু ইহার আলোচনা অতি সংক্ষেপ হওয়াতে জাতিগুলির প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় নাই। শুধু মিশ্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে মার্গতালের ষট্‌পিতাপুত্রকঃ ও সম্পর্কেষ্টাকঃ তাল মিশ্র। সঙ্গীত দর্পনকার প্রাচীন তাল আলোচনায় উক্ত পাঁচটি জাতি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ত্রিস্র, তিনবর্ণ, চতস্র চারবর্ণ, মিশ্র সাতবর্ণ, খণ্ড পাঁচবর্ণ, সংকীর্ণ নয়বর্ণ বিশেষ এবং দুইবর্ণ সর্বজাতির মধ্যেই মিশ্রন থাকিবে। জাতিগুলি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে চতস্র জাতি ব্রাহ্মণ, ত্রিস্র জাতি ক্ষত্রিয়, খণ্ডজাতি বৈশ্য, মিশ্রজাতি শূদ্র ও সংকীর্ণ জাতি সংকীর্ণ।

সঙ্গীত রত্নাকর প্রবন্ধাব্যয়ে ‘এলা’ জাতীয় এক প্রকার গীতের সঙ্গে এই জাতিগুলি পৃথক পৃথক ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এলা গীতের বিভিন্ন রীতির মধ্যে ‘শুদ্ধগনৈলা’র অন্তর্গত —নাদাবতী, হংসাবতী, নন্দাবতী ও ভদ্রাবতী এই চারিটি রীতিতে বলা হইয়াছে :

নাদাবতী রীতিতে—তাল চতস্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি।

হংসাবতী ,, —তাল ত্রিস্র ,, ক্ষত্রিয়জাতি।

নন্দাবতী ,, —তাল খণ্ড ,, বৈশ্যজাতি।

ভদ্রাবতী ,, —তাল মিশ্র ,, শূদ্রজাতি।

ইহাদের মিশ্রন হইলে তাল সংকীর্ণ এবং জাতিও সংকীর্ণ।

### কলা

তাল আবর্তনের মধ্যে যে সকল মাত্রায় নিঃশব্দ ক্রিয়া অর্থাৎ ফাঁক প্রদর্শিত হয়। প্রাচীন-কালে তাহাকে ‘কলা’ বলা হইত এবং যে সকল মাত্রায় সংশব্দক্রিয়া অর্থাৎ তালাঘাত দেওয়া হইত, তাহা ‘পাতকলা’ বা ‘কলাপাত’ নামে পরিচিত ছিল। প্রকৃত পক্ষে তালকলা বলিতে মাত্রাকেই বুঝায়। প্রাচীন সঙ্গীতগুণীদের মধ্যেও কেহ কেহ তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়াছেন কলা ও মাত্রা পৃথকভাবেও ব্যবহৃত হয়, আবার অনেকক্ষেত্রে মাত্রা-যুক্ত হইয়াও বিকাশ করে।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত উল্লেখ করিয়াছেন ‘কলা’ অর্থে নন্দলয় ( বিলম্বিত )

‘নন্দোহথ লয়ন্তঃ প্রমান কলা ভবেৎ’

( সঙ্গীত ও সংস্কৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত )

নন্দলয় বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীন পদ্ধতিতে কলা ভেদে তালকে বিলম্বিতে পরিণত করিবার রীতি ছিল। মার্গতালের যখন প্রকৃতরূপ প্রকাশ করা হইত তখন তাহাকে বলা হইত ‘যথাক্ষরা’ বা এককলা বিশিষ্ট। যথাক্ষরা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে মার্গতালের নামাক্ষর



## ভারতীয় তাল পদ্ধতি

১৫

ধারা মাত্রা গঠিত। যেমন, মার্গতাল চাচপুটঃ, ইহার 'চ' এবং 'আকার' যোগে দুইমাত্রা 'চ' একমাত্রা, 'পু' একমাত্রা, 'ট' একমাত্রা, 'ঃ' একমাত্রা অর্থাৎ ইহার মাত্রা বিভাগ হইবে এইরূপ—

। । । । ।  
চা চ পু ট :

ইহা সর্বসাকুল্যে ছয়টি লঘুমাত্রা। ইহা যখন কলা ভেদে দ্বিকলা বিশিষ্ট হইত তখন ১২ মাত্রা, চতুষ্কলা হইলে ২৪ মাত্রায় পরিণত হইত। অনেকক্ষেত্রে চতুষ্কলা দ্বিগুণভাবেও পরিবেশন করিবার রীতি ছিল, এবং এই কলা ভেদের সঙ্গে সঙ্গে তাল সকল বিলম্বিত গতিতে পরিণত হইত। এইজন্য নাট্যশাস্ত্রকার ভরত কলা অর্থে মন্দলয় উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান পদ্ধতিতেও অনেক তাল এই রীতি অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়; কিন্তু প্রাচীন পরিভাষা অনুসারে দ্বিকলা বা চতুষ্কলা বলিয়া উল্লেখ করা হয় না। যেমন—‘একতাল’ ইহার মাত্রা সমষ্টি ১২, ইহা কখন ২৪ কখন ৪৮ মাত্রায় প্রদর্শন করা হয়। কীর্ত্তনাদ পরিভাষায় এককলা বিশিষ্ট তালকে ‘ছোট’ দ্বিকলা বিশিষ্টকে ‘মধ্য’ চতুষ্কলা বিশিষ্টকে ‘বড়’ উল্লেখ করা হয়। যেমন, কীর্ত্তনাদ দশকোশী তাল, ইহা ৭ মাত্রানুযায়ী প্রদর্শন হইলে, ছোট দশকোশী, ১৪ মাত্রা হইলে মধ্য দশকোশী ও ২৮ মাত্রা হইলে বড় দশকোশী।

## লয়

প্রাচীন কাল হইতে তাল পরিভাষায় সঙ্গীতের গতি বুঝাইতে লয় শব্দের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। লয় সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়, যেমন সঙ্গীত রত্নাকরে বলা হইয়াছে ‘ক্রিয়ান্তর বিশ্রান্তিলয়ঃ’ অর্থাৎ ক্রিয়ার অন্তে যে বিশ্রান্তি ঘটে তাহাই লয়। অমরকোষে উল্লিখিত হইয়াছে ‘তালঃ কাল ক্রিয়ামানঃ লয়ঃ সাম্যমখা-স্ত্রিয়ঃ’। অর্থাৎ তালের মধ্যে কাল ও ক্রিয়ার সাম্যতায় হইল লয়। লয় সম্বন্ধে আরও বহু প্রকার ব্যাখ্যা দেখা যায়, যেমন ‘গীত বাহ্য পাদন্যাসানাং ক্রিয়াকালোন্ন পরস্পরং সমতা লয়ঃ’। অর্থাৎ গীতবাহ্যের পদের অভ্যন্তরে ক্রিয়া এবং কালের পরস্পর মিলনকে লয় বলে। উক্ত ব্যাখ্যাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় গতিকে লয় না বলিয়া গতির সমতা রক্ষাকে লয় বলিলে ইহার যথাযথ অর্থ হইত।

বাহ্য হউক প্রাচীন সঙ্গীতালোচনার মধ্যে সঙ্গীতের তিন প্রকার গতি উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—**দ্রুত**, **মধ্য** ও **বিলম্বিত**। ইহাদের প্রকারান্তর নাম হইল **ওষ**, **অনুগত** ও **তত্ত্ব**। এই তিনটি গতি গানের রসভাবাদিতে ব্যবহৃত হইত। যেমন, বিলম্বিতে ‘করুন’, মধ্যতে ‘হাস্ত ও শৃঙ্গার’, দ্রুততে ‘বীভৎস ও ভয়ানক’। মাত্রার সময় নির্ধারণ যেমন বিভিন্নভাবে করা হইয়াছে, সেই প্রকার গতিরও নির্ধারণ করা হইয়াছে বিভিন্নভাবে। কেহ বলিয়াছেন, অক্ষরে দ্রুত, পদে মধ্য, বাক্যে বিলম্বিত। অনেকে মার্গতালে ব্যবহৃত লঘু, গুরু, প্লুত মাত্রার ক্রিয়াভঙ্গীকে তিনটি গতি উল্লেখ করিয়াছেন যথা—লঘু দ্রুতগতি, গুরু মধ্যগতি, প্লুত বিলম্বিত গতি। কবি রাধামোহন সেন তাঁর সঙ্গীত তরঙ্গ গ্রন্থে ইহাই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, একে দ্রুত, দুয়ে মধ্য, তিনে বিলম্বিত। তাল-পরিভাষায় সাধারণতঃ তিনটি গতির উল্লেখ থাকিলেও এখানে এই বুঝায় না যে, সঙ্গীতের-গতিমাত্র তিন প্রকার। সঙ্গীতে



বিভিন্নভাবে গতিক্রিয়া হয়, এই বিভিন্ন গতির কোন কোন অংশকে বিলম্বিত কোন কোন অংশকে মধ্য ও কোন কোন অংশকে দ্রুত বলা হয়। প্রাচীন তাল-ক্রিয়ায় দেখা যায় বিলম্বিতের অন্তর্গত তিনটি, মধ্যের অন্তর্গত তিনটি, দ্রুতের অন্তর্গত তিনটি গতির প্রচলন ছিল। কোন কোন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন বিলম্বিত দুই প্রকার, মধ্য দুই প্রকার ও দ্রুত দুই প্রকার এবং ছয় প্রকার গতির নির্দেশক হইল সঙ্গীতে ব্যবহৃত ছয় প্রকার মাত্রা, যথা—অম্লদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত, কাকপদ। সঙ্গীত রস্বাকরে ‘প্রবন্ধ’ অধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, গম্ভ প্রবন্ধে পূর্ব সুরীগণ ছয় প্রকার গতি স্বীকার করিতেন, যথা—দ্রুত, মধ্য, দ্রুতমধ্য, দ্রুত-বিলম্বিত, মধ্যবিলম্বিত। তবে এখানে মাত্রা বা বর্ণ হিসাবে গতি নয়, সম, লঘু ও গুরু গতি অর্থে ব্যবহার হয়। এই মন্তব্যের সহিত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের গতির মিল পাওয়া যায়। কারণ তাহাদের বিলম্বিত গতি বলিতে দুই প্রকার, মধ্য দুই প্রকার ও দ্রুত দুই প্রকার। যেমন—

**Zargo—Slow Tempo : Adanta—Moderately Slow Tempo**

**Auegro—Moderately Quick Tempo : Moderate—Moderate Tempo.**

**Vivo—Rapid Tempo : Presto—Very Rapid Tempo.**

গতি আলোচনার মধ্যে একটা প্রশ্ন এই যে সঙ্গীতে যে গতি ক্রিয়া হয় তাহা গণ্ হিসাবে নির্ণয় করা কি সম্ভব? প্রথমতঃ সঙ্গীতে যে সকল ছন্দ-বৈচিত্র্য কর হয়, তাহা এক-একটি গতি ক্রিয়া ব্যতীত কিছুই নয়, এবং এই ছন্দ বৈচিত্র্যের কোন সীমা নাই।

সঙ্গীত পরিবেশন কালে ইহা নিত্য নূতন ভাবে প্রকাশিত হয়, এতদ্ব্যতীত বর্তমান-প্রচলিত বিলম্বিত খেয়াল এবং তাহার সহিত সেতারের দ্রুত গণ্ বা ঝালার ব্যবধানের মধ্যে কত প্রকার গতি নির্ণয় করা যাইতে পারে, ইহা অনুমান করিলেই বলিতে হয়, গতির কোন নির্দিষ্ট রূপ নাই। সঙ্গীতের মধ্যে ইহা বিভিন্নভাবে হইতে পারে, সুরতাং প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের এই তিনটি গতি নির্ণয় একটা সাধারণ মিয়ম মাত্র।

### যতি

সঙ্গীতের মধ্যে গতি প্রয়োগের নিয়মকে তাল শাস্ত্রে যতি বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে পাঁচপ্রকার যতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—সমা, স্রোতাগতা অথবা সরিৎ, গোপুচ্ছা, মৃদঙ্গ, পিপীলিকা অথবা ডমরু।

সমা—আদিতে, মধ্য ও অন্তে যদি একই গতির সমাবেশ থাকে তাহাকে সমাযতি বলা হয়।

স্রোতাগতা বা সরিৎ—আদিতে বিলম্বিত, মধ্য মধ্য ও অন্তে দ্রুত গতির সমাবেশ থাকিলে তাহাকে সরিৎ বা স্রোতাগতা যতি বলে।

গোপুচ্ছা—আদিতে দ্রুত, মধ্য মধ্য ও অন্তে বিলম্বিত গতির সমাবেশ থাকিলে তাহা গোপুচ্ছা যতি।



মুদঙ্গ—আদি অস্ত্রে দ্রুত, এবং মধ্য স্থানে মধ্য ও দ্রুত গতির মিশ্রণ থাকিলে তাহাকে মুদঙ্গ বতি বলা হয় ।

পিপীলিকা বা ডমরু—আদি অস্ত্রে বিলম্বিত ও মধ্য স্থানে দ্রুত গতির ক্রিয়া হইলে তাহাকে পিপীলিকা বা ডমরু যতি বলে।

কোন কোন হিন্দী গ্রন্থে বাদ্যের বোলের দ্বারা যতিগুলির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।  
যেমন, ডমরু যতি :

ধা গে তে টে—বিলম্বিত, ধা গে তে টে তা গে তে টে—মধ্য, ধা গে তে টে—বিলম্বিত, কিন্তু অনুমান করা যায়, যতিগুলির প্রয়োগ ঠিক এই ভাবে হইত না, গানের যে পদ বা তুক তাহাই দ্রুত মধ্য ইত্যাদি করা হইত। অর্থাৎ কোন গান যদি ডমরু যতিতে গীত হয়, তাহা হইলে ‘স্বায়ী’ বিলম্বিত, ‘অন্তরা’ মধ্য, ও ‘সংকারী আভোগ’ আবার বিলম্বিত।

প্রস্তার

ইহার অর্থ বিস্তার। প্রাচীন পদ্ধতিতে তালকে বিভিন্ন ভাবে প্রস্তার করিবার রীতি ছিল। প্রস্তারের সময় তালের প্রকৃত ছন্দ, সশব্দক্রিয়া, নিঃশব্দক্রিয়া, মার্গ, কলা, মাত্রা, অঙ্গ ও গতি সব কিছুই পরিবর্তন হইত।

যেমন মার্গভাল চক্ষুপুটি:—২। ২। ১। ৩। ইহা তালের প্রকৃত রূপ। ইহা কখন কখন দুই  
গং শ তা শ

আবর্তন যুক্ত করিয়া ক্রিয়াগুলির পরিবর্তন করা হইত। যেমন :—

२' । २' । १' । ७' । २' । २' । १' । ७'  
 श त श त त श त श

এতদ্ব্যতীত তাল সকলকে দিকলা চতুর্কলা ইত্যাদিতেও প্রস্তার করা হইত। এই প্রকার প্রস্তারে তালের ক্রিয়াগুলি সবই হিমাত্মিক ভাবে প্রদর্শন করিবার রীতি ছিল। যেমন, চচ্চংপুটঃ, ইহা সর্বসংকুল্যে আটমাত্রা এবং এককলা বিশিষ্ট, দিকলাভাবে প্রস্তার হইলে ইহা ষোলমাত্রা ও চতুর্কলাভাবে প্রস্তার হইলে বত্রিশ মাত্রা হইবে।

द्विकला— २ २' । २ २' । २ २' । २' । २' । २'  
 नि श नि ता श प्र नि मः

चतुर्कला—  
 आ नि वि गं । आ नि वि त्ता । आ गं वि त्ता । आ नि वि गं ।



কখন কখন চতুষ্কলার দ্বিগুণ বা তাহারও দ্বিগুণভাবে প্রস্তার করা হইত। অনেকক্ষেত্রে দ্বিকলা ও চতুষ্কলা মিশ্রিতভাবেও প্রস্তার করিবার রীতি ছিল।

প্রস্তার সম্বন্ধে সঙ্গীত দানোদরে উল্লেখ হইতেছে যে :—

সর্বপ্লুতাৎ সমারম্ভ মাত্রানিবহনির্মিতাৎ।

তাবৎ প্রস্তারয়েদন্তে বাবৎ সর্বং ক্রতং ভবেৎ।

উক্ত শ্লোকের বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝায় যে, সমস্ত প্লুত হইতে আরম্ভ হইয়া পর পর গুরু, লঘু ও ক্রত মাত্রায় আসিয়া প্রস্তার শেষ হয়। এই গুরু, লঘু ও ক্রত মাত্রায় যখন প্রতিপন্ন হয়, তখনই ‘মাত্রানিবহনির্মিতাৎ’ অর্থাৎ ইহাকে মাত্রার নির্বাণ বলা হইতেছে। শাস্ত্র গ্রন্থ সকলে আরও কয়েক প্রকার প্রস্তার রীতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন—ক্রতমেরু, লঘুমেরু, গুরুমেরু ইত্যাদি এই সকল প্রস্তার অঙ্কের দ্বারা মাত্রা ও অক্ষর সংখ্যার বিভিন্ন বিভাগে প্রতিপন্ন হয়। সম্ভব হইলে ইহার বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থ শেষে প্রদত্ত হইবে।

বর্তমান ভারতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গীতক্রিয়া বিভিন্ন, এবং এর সঙ্গে যে তালক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তাহাও স্বতন্ত্রভাবে। প্রাচীন তালক্রিয়ার অনেক কিছুই বর্তমান পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় নাই এবং অনেক কিছু পরিবর্তনও হইয়াছে। প্রাচীন হইতে বর্তমানের এই যে ক্রমনিবর্তন ইহা কোন সময় হইতে হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়, তবে ইতিহাস বা শাস্ত্র গ্রন্থের উল্লেখ এই বলা যাইতে পারে যে নায়ক গোপাল ও আমীর খসরুর সময় পর্যন্ত রত্নাকর ধৃত দেশী অর্থে শাস্ত্রীয় তালগুলির প্রচলন ছিল। রত্নাকরে কল্লীনাথ একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে নায়ক গোপালের গীত পরিবেশনে নিম্নলিখিত তালগুলির ব্যবহার ছিল। যথা :—সিংহনন্দন, দর্পন, চতুস্তাল ইত্যাদি, এইগুলি সঙ্গীত রত্নাকর ধৃত শাস্ত্রীয় তালের অন্তর্গত, অত্মদিকে দেখা যায় বর্তমান প্রচলিত হিন্দুস্থানী কয়েকটি তালের প্রবর্তক নাকি আমীর খসরু, সুলতান অলুমান করা যায় বর্তমানে যে রীতি প্রচলিত আছে তাহা ঐ যুগ হইতেই পরিবর্তন হয়।

বর্তমান ভারতে তাল পদ্ধতি বলিতে বুঝায় কর্ণাটক (দক্ষিণ ভারত) হিন্দুস্থানী (উত্তর ভারত) কীর্তনাস ও রাবীন্দ্রিক (বাঙ্গলা দেশ) মৈটৈ (মনিপুর)।

### কর্ণাটক

এখানে প্রাচীন হইতে বর্তমান পর্যন্ত তিন প্রকার তালক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায়। যথা—১। অষ্টতরশততালম্। ২। অপূর্বতালম্। ৩। সপ্ততালম্।

পূর্বে এই পদ্ধতিতে ১০৮ তাল ব্যবহৃত হইত এবং ইহা ‘অষ্টতরশততালম্’ নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী উক্ত তালের মধ্যে ৬৬টি বিশেষ বিশেষ তাল প্রচলিত হয় এবং ইহাকে বলা হয় ‘অপূর্বতালম্’। বর্তমানে ৭টি প্রধান তাল এই পদ্ধতির মধ্যে ব্যবহৃত হয়, ইহা ‘সপ্ততালম্’ নামে পরিচিত। শেষোক্ত তালক্রিয়া বিশেষ নিয়মাবদ্ধ বা বিজ্ঞান



## ভারতীয় তাল পদ্ধতি

১৯

সম্মত। বর্তমান প্রচলিত ৭টি তালের নাম যথাক্রমে—প্রভবম্, মতম্, রূপকম্, বাম্পা, ত্রিপুট, অভড ও একম্। এই ৭টি তালকে সঙ্গীত দর্পনে উল্লিখিত ৫টি জাতি দ্বারা প্রস্তার অর্থাৎ বিস্তারের রীতি আছে। এই প্রস্তার রীতির জন্য ৭টি তালের রূপ যথাক্রমে ৩৫টিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। ৫টি জাতি যথাক্রমে—চতস্রম্, তিস্রম্, মিশ্রম্, খণ্ডম্ ও সংকীর্ণম্। অক্ষর দ্বারা এই জাতিগুলি নির্ণয় করা হয়। যেমন—চতস্রম্ ৪ অক্ষর, তিস্রম্ ৩ অক্ষর, মিশ্রম্ ৭ অক্ষর, খণ্ডম্ ৫ অক্ষর, সংকীর্ণম্ ৯ অক্ষর। দুই অক্ষর বা এক অক্ষর প্রত্যেক জাতির মধ্যে সংমিশ্রণ থাকে, স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে গণ্য করা হয় না। কর্ণাটক পদ্ধতিতে ছয় প্রকার মাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—অনুদ্রত দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত ও কাকপদ। প্রাচীন ও বর্তমান অন্যান্য পদ্ধতি হইতে ইহাদের মাত্রা কালের প্রার্থক্য আছে। যেমন—অনুদ্রত বলিতে এক অক্ষরের উচ্চারণকালকে বুঝায়, এবং ইহা এক মাত্রা বলিয়া স্বীকার করা হয়। যেমন :—

| নাম     |   | অক্ষর |   | মাত্রা |
|---------|---|-------|---|--------|
| অনুদ্রত | = | ১     | = | ১      |
| দ্রুত   | = | ২     | = | ২      |
| লঘু     | = | ৪     | = | ৪      |
| গুরু    | = | ৮     | = | ৮      |
| প্লুত   | = | ১২    | = | ১২     |
| কাকপদ   | = | ১৬    | = | ১৬     |

অনেকক্ষেত্রে দ্রুত ও অনুদ্রতের সংযোগ থাকে। যেমন—

| নাম             |   | অক্ষর |   | মাত্রা |
|-----------------|---|-------|---|--------|
| দ্রুত + অনুদ্রত | = | ৩     | = | ৩      |
| লঘু + ,,        | = | ৫     | = | ৫      |
| লঘু + দ্রুত     | = | ৬     | = | ৬      |
| গুরু + অনুদ্রত  | = | ৯     | = | ৯      |

উক্ত মাত্রা সকলের দ্বারাই তালের 'অঙ্গ' অর্থাৎ বিভাগ গঠিত হয়। সপ্ততালমের প্রকৃত ছন্দের মধ্যে সাধারণতঃ লঘু, দ্রুত ও অনুদ্রত মাত্রার অঙ্গ থাকে এবং জাতি চতস্রম্ হয়। ইহা যখন জাতিভেদে প্রস্তার করা হয় তখন একমাত্র লঘু অঙ্গের অক্ষর বা মাত্রা পরিবর্তন হইতে থাকে এবং ইহা গুরু + অনুদ্রত মাত্রার অঙ্গ পর্য্যন্ত অর্থাৎ নয় মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। নিয়ে সপ্ততালমের জাতিভেদে রূপ প্রকাশিত হইল।



২০

## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

| তালের নাম | চতুশ্রম | তিশ্রম | মিশ্রম | খণ্ডম্ | সংকীর্ণম্ |
|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| ধ্রুবম্   | ৪২৪৪৪   | ৩২৪৩৩  | ৭২৭৭৭  | ৫২৪৫৫  | ৯২৪৯৯     |
| মতম্      | ৪২৪     | ৩২৩    | ৭২৭    | ৫২৫    | ৯২৯       |
| রূপকম্    | ২৪      | ২৩     | ২৭     | ২৫     | ২৯        |
| বাম্পা    | ৪১১২    | ৩১১২   | ৭১১২   | ৫১১২   | ৯১১২      |
| ত্রিপুট   | ৪২২২    | ৩২২২   | ৭২২২   | ৫২২২   | ৯২২২      |
| অডড       | ৪৪২২২   | ৩৩২২২  | ৭৭২২২  | ৫৫২২২  | ৯৯২২২     |
| একম্      | ৪       | ৩      | ৭      | ৫      | ৯         |

## জাতিভেদে অক্ষর ও মাত্রা সংখ্যা

| তালের নাম | চতুশ্রম | তিশ্রম | মিশ্রম | খণ্ডম্ | সংকীর্ণম্ |
|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| ধ্রুবম্   | ১৪      | ১১     | ২৩     | ১৭     | ২৯        |
| মতম্      | ১০      | ৮      | ১৬     | ১২     | ২০        |
| রূপকম্    | ৬       | ৫      | ৯      | ৭      | ১১        |
| বাম্পা    | ৭       | ৬      | ১০     | ৮      | ১২        |
| ত্রিপুট   | ৮       | ৭      | ১১     | ৯      | ১৩        |
| অডড       | ১২      | ১০     | ১৮     | ১৪     | ২২        |
| একম্      | ৪       | ৩      | ৭      | ৫      | ৯         |



এই জাতিভেদে ছন্দগুলির পৃথক পৃথক নামও পাওয়া যায়, যেমন ধ্রুবতাল, ইহার অন্ত চারিটি ছন্দের নাম যথাক্রমে শ্রীকরতাল, প্রমাততাল, পূর্ণতাল ও ভুবনতাল। এই প্রকার মতমতালের ৩২৩ ছন্দের নাম সারতাল, ত্রিগুট তালের ৫২২ ছন্দের নাম দুষ্করতাল, রূপকম্ তালের ২৭৭ ছন্দের নাম ফুলতাল ও ২১৪ ছন্দের নাম পদ্মিতাল। একম্ তালের ৯ ছন্দের নাম বসন্ততাল। ১১ মাত্রার কয়েকটি তালেরও নাম পাওয়া যায়, যথা:— মনিতাল, বিন্দুতাল ও নীলতাল।

ইহাদের তাল কাঁক ও মাত্রা প্রদর্শন প্রাচীন কালেরই মত বিশেষ নিয়মাবদ্ধ। ইহার তাল পরিভাষায় কাঁককে বলেন ‘বিসজ্জীতম্’ কেহ কেহ ‘বিচ্চে’ বলিয়া থাকেন, এবং তালাতাকে বলেন ‘আড়ি’। বিসজ্জীতম্ তিনপ্রকার, যথা:—পতাকম্, কুব্বল, সর্পিণী। পতাকম্=হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন করা। কুব্বল=হস্ত দ্বয় বামদিকে প্রদর্শন। সর্পিণী=হস্ত দক্ষিণদিকে প্রদর্শন।

এই বিসজ্জীতম্, সর্ব সময়ে ক্রত অঙ্গের দ্বিতীয় মাত্রায় প্রদর্শিত হয়। তালের প্রত্যেক অঙ্গের প্রথম মাত্রা বিভিন্ন করতালি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বাকী মাত্রা সকল অঙ্গুলীর অগ্রভাগে গণনা করা হয়। তালগুলি যখন জাতি ভেদে প্রস্তার করা হয় তখন একমাত্র ক্রত অঙ্গের মধ্যে যে কোন একটি বিসজ্জীতম্ এর ব্যবহার হয়, কিন্তু যখন গুরু, প্লুত ও কাকপদ মাত্রা, অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন চারি মাত্রার ব্যবধানে একটি করিয়া বিসজ্জীতম্ এর ব্যবহার হইয়া থাকে। নিয়ে তাল কাঁক ও মাত্রা প্রদর্শনের রীতি উদাহরণ দ্বারা বুঝান হইল। চিহ্ন হিসাবে তালীর তা, পতাকম্ এর প, কুব্বলের কু, সর্পিণীর স এবং অঙ্গুলী গণনার চিহ্ন হিসাবে অঙ্গুলীর নামাঙ্কের প্রথম অক্ষর অর্থাৎ অনামিকার আ, মধ্যমার মা, তর্জনির ত, কনিষ্ঠার ক, অঙ্গুষ্ঠের অং, লিখিত হইবে। যেখানে ‘বি’ চিহ্ন থাকিবে সেখানে যে কোন একটি বিসজ্জীতম্ এর ব্যবহার বুঝিতে হইবে।

জাতি হিসাবে হস্ত ক্রিয়া হইবে এইরূপ:—

যেমন রূপক তাল—

চতুশ্রম্—

|    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |
|----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|
| তা | ক | অ | ম | তা | বি | তা | ক | অ | ম |
| ১  | ২ | ৩ | ৪ | ১  | ২  | ১  | ২ | ৩ | ৪ |

ত্রিশ্রম্—

|    |   |   |    |    |    |   |   |
|----|---|---|----|----|----|---|---|
| তা | ক | অ | তা | বি | তা | ক | অ |
| ১  | ২ | ৩ | ১  | ২  | ১  | ২ | ৩ |

দ্বিশ্রম্—

|    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |   |   |   |   |    |   |
|----|---|---|---|---|----|---|----|----|----|---|---|---|---|----|---|
| তা | ক | অ | ম | ত | অং | ক | তা | বি | তা | ক | অ | ম | ত | অং | ক |
| ১  | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬  | ৭ | ১  | ২  | ১  | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬  | ৭ |

খণ্ডম্—

|    |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|
| তা | ক | অ | ম | ত | তা | বি | তা | ক | অ | ম | ত |
| ১  | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ১  | ২  | ১  | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |







## ভারতীয় তাল পদ্ধতি

২৩

“রাঙ্গনৈল”

$$\begin{array}{c} \times \\ \text{ধিন} \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 4 \end{array} \bigg| \begin{array}{c} 2 \\ \text{ধিন} \end{array} \begin{array}{c} - \\ 5 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \times \\ \text{ধিন} \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 4 \end{array} \bigg| \begin{array}{c} 2 \\ \text{ধিন} \end{array} \begin{array}{c} - \\ 5 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \times \\ \text{তেন} \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 4 \end{array} \bigg| \begin{array}{c} 2 \\ \text{ধিন} \end{array} \begin{array}{c} - \\ 5 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 7 \end{array}$$

এই পদ্ধতিতে তাল, ফাঁক, মাত্রা ইত্যাদি প্রদর্শনের একটি বিশেষ রীতি দেখা যায়। প্রথমতঃ ইহার উভয় হস্তে তাল প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তাহাদের ভাষায় দক্ষিণ হস্তে তালী দেওয়াকে ‘২২২’ ও বামহস্তে তালী দেওয়াকে ‘ওই’ বলা হয়। সম্ এর তালাঘাত সর্ব সময় দক্ষিণ হস্তে এবং অনান্ত তালাঘাতগুলি সময়োপযোগী বাম এবং দক্ষিণ উভয় হস্তেই ব্যবহৃত হয়। যেমন দুই তালাঘাত যুক্ত তালে প্রথম তালী দক্ষিণ হস্তে ও দ্বিতীয় তালী বামহস্তে। যেমন ২ তালীযুক্ত একটি তাল :—

$$\begin{array}{c} \text{২২২} \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 4 \end{array} \bigg| \begin{array}{c} 2 \\ \text{ওই} \end{array} \begin{array}{c} - \\ 5 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 7 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 8 \end{array}$$

এই প্রকার তিন তালাঘাত যুক্ত তালে প্রথম ও দ্বিতীয় তালী দক্ষিণ হস্তে ও তৃতীয় তালী বামহস্তে, চারি তালাঘাতযুক্ত তালে প্রথম ও তৃতীয় তালী দক্ষিণ হস্তে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ তালী বামহস্তে। যে তালে একটি মাত্র তালাঘাত থাকে সেখানে তাহার অর্দ্ধভাগ বাম হস্তের স্বল্প আঘাতে প্রদর্শন করা হয়। যেমন একতাল যুক্ত একটি তাল :—  $\begin{array}{c} \times \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} - \\ 4 \end{array}$  ইহার (১) চিহ্নিত স্থানে বাম হস্তের স্বল্প আঘাত দেওয়া হয়। তালের প্রত্যেক বিভাগ তালাঘাত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং ‘ফাঁক’ ও ‘ওই’ তালের সমতা রক্ষা করে।

মাত্রার সময় নির্ধারণে প্রাচীন দেশী তালের পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। যথা—

| সংকেত   | অক্ষর | মাত্রা |
|---------|-------|--------|
| অনুক্রম | ১     | ৪      |
| ক্রম    | ২     | ৫      |
| দবিরাম  | ৩     | ৬      |
| লম্বু   | ৪     | ১      |
| লবিরাম  | ৬     | ১২     |
| গুরু    | ৮     | ২      |
| প্লুত   | ১২    | ৩      |



|                                        |                                  |                         |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| তান্ধা—তালাঘাত                         | হাইগৎ পদা লৌবা—অতীত ময়ান্ন—মধ্য |                         |
| খুংহাই—কাঁক                            | অনুগত—অনাগত                      | অখুবা—ঋত                |
| মাত্রা—মাত্রা                          | অনিশ্চবা—২য় তাল                 | সান্নাতপ্পা—অতিবিলম্বিত |
| য়েৎ—দক্ষিণ হস্তে তালাঘাত              | অনুমশ্চবা—৩য় তাল                | কোয়চা—আবর্তন           |
| ওই—বাম “ ”                             | মরিশ্চবা—৪র্থ তাল                | মপুং—ঠেকা               |
| তানকোক্—সম অথবা ১ম তাল অতপ্পা—বিলম্বিত |                                  |                         |

## কীর্তনাদ

এই তালক্রিয়ার মধ্যে প্রাচীনের কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এই পদ্ধতিতে প্রতিটি তাল তিনগতির মধ্যে ব্যবহৃত হয়, যথা—ঋত, মধ্য, বিলম্বিত। ঋতকে বলা হয় ‘ছোট’, মধ্যকে ‘মধ্যম’, বিলম্বিতকে ‘বড়’। যেমন কীর্তনাদ তাল ‘দশকোশী’, ইহা ঋততে পরিবেশিত হইলে বলা হয় ছোট দশকোশী এবং মাত্রা ৭, মধ্যগতিতে পরিবেশিত হইলে মধ্যম দশকোশী মাত্রা ১৪, বিলম্বিত গতিতে পরিবেশিত হইলে বড় দশকোশী মাত্রা ২৮। এতদ্ব্যতীত এই পদ্ধতির অধিকাংশ তাল দ্বিকলা (এখানে কলা অর্থে আবর্তনকে বুঝায়) ভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা ত্রিখোল বাঁজের লম্বু-গুরু বাণীর সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। প্রথম আবর্তন গুরু দ্বিতীয় আবর্তন লম্বু। যেমন ছোট দশকোশী—

গুরু—  $\overset{+}{\underset{1}{\text{ঝা}}} - - \underset{2}{\text{ঝা}} \quad \overset{\cdot}{\text{নাক্‌ঝিনি}} \quad \bigg| \quad \overset{2}{\underset{3}{\text{ঝা}}} - - \underset{8}{\text{ঝা}} \quad \overset{\cdot}{\text{নাক্‌ঝিনি}} \quad \bigg|$

$\overset{3}{\underset{6}{\text{ঝা}}} - - - \underset{6}{\text{গুরু গুরু}} \quad \bigg| \quad \overset{8}{\underset{6}{\text{ঝাঝিনাক}}} \quad \overset{\cdot}{\text{তিনিতিতিনি}} \quad \bigg|$

লম্বু—  $\overset{+}{\underset{1}{\text{তা}}} - - \underset{2}{\text{ঝি}} \quad \overset{\cdot}{\text{নাক্‌তিনি}} \quad \bigg| \quad \overset{2}{\underset{3}{\text{তা}}} - - \underset{8}{\text{ঝি}} \quad \overset{\cdot}{\text{নাক্‌তিনি}} \quad \bigg|$

$\overset{3}{\underset{6}{\text{তা}}} - - - \underset{6}{\text{কুরু কুরু}} \quad \bigg| \quad \overset{8}{\underset{6}{\text{তা}}} \quad \overset{\cdot}{\text{ঝি}} \quad \overset{\cdot}{\text{ঝি}} \quad \bigg|$

কীর্তনাদ তালের জাতি নির্ণয় হয় তাল আবর্তনের মাত্রা সংখ্যানুযায়ী, যেমন ৭ মাত্রা যুক্ত তাল সপ্তম মাত্রিক, ৮ মাত্রা যুক্ত অষ্টম মাত্রিক, ১০ মাত্রা যুক্ত দশম মাত্রিক, ১২ মাত্রাযুক্ত দ্বাদশ মাত্রিক ইত্যাদি। কর্ণাটক পদ্ধতির মত কীর্তনাদেও তাল কাঁক ইত্যাদি প্রদর্শন বিশেষ নিয়নের সহিত করা হইয়া থাকে। তাল এবং কাঁক ব্যতীত আরও দুইটি ক্রিয়া মুদ্রাদ্বারা



প্রদর্শিত হয় যথা—‘কোশী ও কাল’। কোশী প্রদর্শনের রীতি হইল ফাঁকের অমুরূপ এবং তালাঘাত বা ফাঁক প্রদর্শনের পরবর্ত্তী ক্রিয়ার জন্ত যে হস্ত উত্তোলন করা হয় তাহাকে বলা হয় কাল। তাল ও ফাঁক অঙ্গের অমুরূপ বা নির্দেশক এবং কোশী ও কাল সমতা রক্ষায় ব্যয়িত হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোশী ফাঁক হিসাবেও ব্যবহৃত হয় তবে ইহার পার্থক্য এই যে, যখন তাল অঙ্গের অমুরূপ করে প্রকাশ হয়, তখন তাহাকে উল্লেখ করা হয় ‘ফাঁক’ এবং এই ক্রিয়া যখন অঙ্গের অভ্যন্তরের মাত্রার সমতা রক্ষায় ব্যবহৃত হয় তখন তাহাকে বলা হয় ‘কোশী’। তাল ও কোশীর মধ্যস্থানে অথবা দুইটি কোশীর মধ্যস্থানে কালের ব্যবহার হয়। মাত্রা সমন্বয়ের মধ্যে দুই চার অথবা চার ছয় এর ব্যবস্থানে যদি তালাঘাত প্রদত্ত হয় তখন তাহাকে বলা হয় জোড়াতাল এবং পরিশিষ্ট তাল সমূহ ‘ছুটী’ নামে পরিচিত। এই তাল ক্রিয়ার একটি বিশেষ রীতি হইল মুছন, এই ক্রিয়ার সময় তালের মাত্রা সংখ্যার কিছু ব্যতিক্রম ঘটে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাত্রা যদি ১৪ হয়, সেখানে ১৬, ১৭, ১৮ ইত্যাদিও হইতে পারে। অবশ্য বর্ত্তমানে এই রীতি অনেকে স্বীকার করেন নাই।

### হিন্দুস্থানী

ইতিপূর্বে যে সকল তাল পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে ; তাহার তালক্রিয়া বিশেষ নিয়মাবদ্ধ বা নিয়ম সম্মত। কিন্তু হিন্দুস্থানী তালের মধ্যে তাহার অভাব আছে ; এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন মতভেদও রহিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে অনাথ তাল পদ্ধতি তাহার নিজ নিজ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু হিন্দুস্থানী তাল ভারতের সর্ব স্বানেই প্রচলিত বলিয়া স্থান ভেদে এবং ব্যক্তি বিশেষে ইহার মত ভেদ পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির বিভিন্ন রীতির মধ্যে তালের পদ এবং জাতির মতান্তরই বেশী। এই মতান্তরের জন্ত তালের প্রকৃত ছন্দ নির্ণয় করা সম্ভব হয়না। হিন্দুস্থানী তালের মধ্যে এই যে মতভেদ, ইহা একমাত্র কিছু সংখ্যক সঙ্গীতজ্ঞের তাল ছন্দের মধ্যে যেখানে সেখানে ফাঁক প্রদর্শনের জন্ত। প্রাচীন তাল আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ফাঁক প্রকৃত পক্ষে সমতা রক্ষায় ব্যয়িত হয় ; তালের পদ বা ছন্দ প্রকাশে নয়। কিন্তু পরবর্ত্তী হিন্দুস্থানী তালের মধ্যে কোন কোন তালাঘাতের পরিবর্ত্তে ফাঁকের সাহায্যেও পদবিভাগগুলির প্রদর্শন রীতি প্রচলন হয় ; অবশ্য ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে তালের সমন্বয়কে প্রদক্ষিণ করা সহজ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কোন তালের এক তালাঘাত হইতে দ্বিতীয় তালাঘাতের মধ্যে অধিক পরিধির মাত্রা সমন্বয়ে যদি একটি ফাঁক প্রদর্শন করা যায় তাহা হইলে সমতা রক্ষারও সাহায্য করে, এই ভাবেও ফাঁকের ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কোন্ তালের ফাঁক পদের অমুরূপ এবং কোন্ তালের ফাঁক সমতা রক্ষা করে তাহা বর্ত্তমানে নির্ণয় করা কঠিন। এই জন্ত কোন্ তাল সমপদ কোন্ তাল বিষমপদ এবং কোন্ তাল চতুর্মাত্রিক না ত্রিমাত্রিক না মিশ্রমাত্রিক তাহা বুঝিবার উপায় থাকে না। যেমন :—

+ ২ ৩ ৪                      + ২ ৩ ৪                      + ২ ৩

আড়া চৌতাল— ২ | ৪ | ৪ | ৪, চৌতাল— ৪ | ৪ | ২ | ২, সুর ফাঁক— ৪ | ২ | ৪

উক্ত মতে ফাঁকের ব্যবহার নাই। এক্ষেত্রে তালগুলির পদ হইয়াছে “বিষম” এই মতে চতুর্মাত্রিক



২৬

## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

জাতির মধ্যে ত্রিমাত্রিক থাকিলেও চতুর্মাত্রিক স্বীকার করা হয়, অতএব চতুস্ত্র জাতি। উক্ত তালগুলির মধ্যে কোন কোন মতে ফাঁকের ব্যবহার করেন।

যেমন :— আড়াচৌতাল—  $\begin{matrix} + & ২ & ০ & ৩ & ০ & ৪ & ০ \end{matrix}$  চৌতাল—  $\begin{matrix} + & ০ & ২ & ০ & ৩ & ৪ \end{matrix}$   
 $\begin{matrix} ২ & | & ২ & | & ২ & | & ২ & | & ২ & | & ২ & | & ২ \end{matrix}$

স্বর ফাঁক—  $\begin{matrix} + & ০ & ২ & ৩ & ০ \end{matrix}$  এখানে তাল “সমপদ” এবং জাতি  
 $\begin{matrix} ২ & | & ২ & | & ২ & | & ২ & | & ২ \end{matrix}$

চতুর্মাত্রিকের অন্তর্গত বলা হয়। কোন কোন মতে বলা হইয়াছে যে হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে প্রচলিত অধিকাংশ তাল বর্তমানে দ্বিগুন মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। যথা—আড়াচৌতাল ৭ মাত্রার পরিবর্তে ১৪ মাত্রা, চৌতাল ৬ মাত্রার পরিবর্তে ১২ মাত্রা ইত্যাদি। এই মতে উক্ত তিনটি তাল হইবে এইরূপ যেমন—

আড়া চৌতাল—  $\begin{matrix} + & ২ & ৩ & ৪ \end{matrix}$  চৌতাল—  $\begin{matrix} + & ২ & ৩ & ৪ \end{matrix}$  স্বরফাঁক—  $\begin{matrix} + & ২ & ৩ \end{matrix}$   
 $\begin{matrix} ১ & | & ২ & | & ২ & | & ২ \end{matrix}$ ,  $\begin{matrix} ২ & | & ২ & | & ১ & | & ১ \end{matrix}$ ,  $\begin{matrix} ২ & | & ১ & | & ২ \end{matrix}$

এখানে অনুমান করা যাইতে পারে যে পূর্বে তালগুলির মাত্রা সমগ্ৰী হয়ত এই প্রকার ছিল, কিন্তু যখন তালগুলিকে বিলম্বিত করিবার জন্য মাত্রা সমগ্ৰীকে দ্বিগুন করা হয়, তখন বিলম্বিতের সমতা রক্ষার জন্য তালারাতের মধ্যে মধ্যে ফাঁক দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়, এবং কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ ফাঁকের স্থানকেও তালের ছন্দ অনুমান করিয়া পদ ও জাতির পার্থক্য আনয়ন করিয়াছেন, আলোচনার দ্বিতীয় মত ইহারই গাফ্য দেয়।

হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে পাঁচ প্রকার মাত্রার উল্লেখ করা হয়। যথা—অনুক্রম, ক্রম, লঘু, গুরু, ও প্লুত। এই পদ্ধতিতে একটি লঘু অক্ষরের উচ্চারণকাল একটি লঘু মাত্রার সময় স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ এক অক্ষর উচ্চারণকাল লঘু, দুই অক্ষর উচ্চারণকাল গুরু, ও তিন অক্ষর উচ্চারণকাল প্লুত এবং লঘুর অর্দ্ধ ক্রম, লঘুর সিকি অনুক্রম। হিন্দুস্থানী তালের পদ বিভাগ সাধারণতঃ প্লুত, গুরু ও গুরুর দ্বিগুন অর্থাৎ চারি মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোন কোন মতে পদবিভাগে পাঁচ মাত্রাও দেখা যায়।

এই পদ্ধতিতে তাল বিভাগের মাত্রা সংখ্যানুযায়ী জাতি নির্ধারণ করা হয়, ইহা সাধারণতঃ তিন প্রকার। যথা—তিস্র, চতস্র, ও মিস্র। ত্রিমাত্রিক বিভাগীয় তাল তিস্র, দাদরা একতাল ইত্যাদি। চতুর্মাত্রিক বিভাগীয় তাল চতস্র, কাহারবা ত্রিতাল ইত্যাদি। ত্রিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক মিশ্রিত তাল মিশ্র, ধামার, বাঁপতাল, তেওরা ইত্যাদি। দ্বিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক মিশ্রিত অথবা শুধু দ্বিমাত্রিক তালকে চতুর্মাত্রিক বলিয়াই উল্লেখ করা হয়, যেমন, চৌতাল, আড়া চৌতাল, স্বরফাঁক ইত্যাদি। কোন কোন মতে ধামারকে সংকীর্ণজাতি বলিয়া উল্লেখ করেন। অনেকে দক্ষিণ ভারতের পদ্ধতিকে অনুসরণ করিয়া বাঁপতাল ইত্যাদিকে তিস্রজাতি বলেন।



## ভারতীয় তাল পদ্ধতি

২৭

হিন্দুস্থানী তাল পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—ভ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালানঙ্গ, টপ্পাঙ্গ, টুংরীঅঙ্গ, ও লম্বুঅঙ্গ।

ভ্রুপদাঙ্গ—চৌতাল, আড়াচৌতাল, ধানার, সুরকাঁক, তেওরা, বাঁপতাল ইত্যাদি।

খেয়ালানঙ্গ—ত্রিতাল, একতাল, আড়াঠেকা, বুঝরা বা তেওট ইত্যাদি।

টপ্পাঙ্গ—মধ্যমান, পাগ্গাবিঠেকা, যৎ ইত্যাদি।

টুংরীঅঙ্গ—দীপচণ্ডী, অর্দ্ধা ইত্যাদি।

লম্বুঅঙ্গ—কাহারবা, দাদরা, পোস্ত, ধুমালী ইত্যাদি।

এর মধ্যে অনেক তাল যুগ্মভাবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন—বাঁপতাল, আড়াচৌতাল ইহা ভ্রুপদ ও খেয়াল দুই গানেই ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার যৎ, অর্দ্ধা, দীপচণ্ডী, ইহা টুংরী ও টপ্পা গানে ব্যবহৃত হয়।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন এই যে, তাল কোন গীত বা বাস্তবের জন্ত স্বতন্ত্রভাবে রচিত হয় নাই, সকল তালই যে কোন গীতের সঙ্গে বা যে কোন বাস্তবের বোলের দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে, হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে তালের এই শ্রেণীবিভাগ সাধারণ নিয়মমাত্র।

হিন্দুস্থানী তাল সকল গতি অল্পব্যয়ী ব্যবহৃত হয়, কারণ সব তাল সব গতির মধ্যে ব্যবহৃত হয় না। যেমন—বাঁপতাল, সুরকাঁক, তেওরা, দাদরা, দীপচণ্ডী, কাহারবা ইত্যাদি ক্রতগতিতে পরিবেশন না হইলে ইহাদের প্রকৃত ছন্দরূপ পরিস্ফুটিত হয় না। এইরূপ মধ্যমান, আড়াঠেকা, ধানার ইত্যাদি মধ্যগতিতে প্রদর্শন করা প্রয়োজন। কোন কোন তাল সব গতির মধ্যেই ব্যবহৃত হইতে পারে যেমন—ত্রিতাল, চৌতাল ইত্যাদি।

হিন্দুস্থানী তাল চিহ্নেরও কিছু নতভেদ আছে। কোনমতে সব তালেরই সমস্থানকে প্রথম তাল গণ্য করিয়া পর পর দ্বিতীয়, তৃতীয় তাল ইত্যাদি প্রদত্ত হয়। আবার কোন মতে মাত্র তিন তাল ও এক ফাঁক যুক্ত তালে সমস্থানকে দ্বিতীয় তাল গণ্য করেন। এই দুই মতের তালানুক্রম হইবে এইরূপ, যেমন—ত্রিতাল।

সম অথবা প্রথম তাল

|          |    |      |     |    |  |    |     |      |    |
|----------|----|------|-----|----|--|----|-----|------|----|
| ১ম মত :— | +  |      |     |    |  | ২  |     |      |    |
|          | ধা | ধিন্ | ধিন | ধা |  | না | ধিন | ধিন্ | ধা |
|          | ১  | ২    | ৩   | ৪  |  | ৫  | ৬   | ৭    | ৮  |
|          | •  |      |     |    |  | ৩  |     |      |    |
|          | না | তিন  | তিন | তা |  | না | ধিন | ধিন্ | ধা |
|          | ৯  | ১০   | ১১  | ১২ |  | ১৩ | ১৪  | ১৫   | ১৬ |



## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

| ১ম অথবা ২য় তাল |    |     |     |    |    |     |     |    |
|-----------------|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
| ২য় মত :—       | ১  | ২   | ৩   | ৪  | ১  | ২   | ৩   | ৪  |
|                 | না | দিন | দিন | না | না | দিন | দিন | না |
|                 | ১  | ২   | ৩   | ৪  | ৫  | ৬   | ৭   | ৮  |

  

| ১  | ২   | ৩   | ৪  | ৫  | ৬   | ৭   | ৮  |
|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
| না | দিন | দিন | তা | না | দিন | দিন | না |
| ১  | ২   | ৩   | ৪  | ৫  | ৬   | ৭   | ৮  |

আমাদের মনে হয় প্রথম মতই যুক্তি সন্মত, কারণ তালের যাহা প্রথম অর্থাৎ সমস্থান তাহাই প্রথম তাল হওয়া উচিত। অত্যাশ্চর্য পদ্ধতিতে তাল মাত্রা ইত্যাদি প্রদর্শনের নির্দিষ্ট একটি রীতি আছে; কিন্তু হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে নির্ধারিত কোন রীতি নাই। তাল মাত্রা প্রদর্শনের কোন-না-কোন একটি রীতি থাকা আবশ্যিক, কারণ ইহা তালের সমতা রক্ষার ও লয় বোধের প্রধান সহায়ক।

হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে ক্রিয়া হিগাবে একমাত্র তাল ও ফাঁক ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সমতা রক্ষার জন্য কোন ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় নাই, অতএব এখানে তাল ফাঁক ব্যতীত আরও তিনটি ক্রিয়ার উল্লেখ হইতেছে; যথা—কাল্, অর্দ্ধতালী ও কোশী। এই তিনটি ক্রিয়ার প্রদর্শন রীতি হইবে এইরূপ :—যেমন কাল্, তালাঘাত বা ফাঁক প্রদর্শনের পরবর্তী ক্রিয়ার জন্য যে হস্ত উত্তোলন করা হয় তাহা হইল কাল্। অর্দ্ধতালী বলিতে বুঝায় তালাঘাতের পরবর্তী হস্তকে সম্পূর্ণ উত্তোলন না করিয়া (অঙ্গুলী স্থাপিত রাখিয়া) মাত্র হস্তের পশ্চাৎ ভাগ কিঞ্চিৎ উত্তোলন (এই স্থান ও কাল বলিয়া বুঝিতে হইবে) করিয়া পুনঃ স্থাপিত করা। কোশী ইহার প্রদর্শন রীতি ফাঁকের অনুরূপ। নিম্নে ক্রিয়াগুলির প্রদর্শন রীতি উদাহরণ দ্বারা বুঝান হইল। উদাহরণের মধ্যে ক্রিয়াগুলির চিহ্ন হইবে এইরূপ যেমন—তাল ( ) ফাঁক (o) কাল্ (°) কোশী (—) অর্দ্ধতালী (\*) মাত্রা অভ্যাগকালে ক্রিয়াগুলির ব্যবহার।

লঘুমাত্রা অভ্যাগকালে একটি কালের ব্যবহার আবশ্যিক। একটি লঘু মাত্রাকে দুই অংশে বিভক্ত করিলে ই ই এইরূপ হয়, ইহার প্রথম অংশে তালাঘাত দ্বিতীয় অংশে কাল্ যেমন ই ই এই প্রকার গুরুমাত্রা চারি অংশে বিভক্ত করিয়া প্রথম অংশে তালাঘাত দ্বিতীয় অংশে কাল্ তৃতীয় অংশে অর্দ্ধতালী চতুর্থ অংশে পুনরায় কাল্ যেমন—ই ই ই ই পুত মাত্রা ষষ্ঠ অংশে বিভক্ত করিতে হইবে, প্রথম অংশে তালাঘাত দ্বিতীয় অংশে কাল্ তৃতীয় অংশে অর্দ্ধতালী চতুর্থ অংশে কাল্ পঞ্চম অংশে কোশী পুনরায় ষষ্ঠ অংশে কাল্। যেমন—ই ই ই ই ই ই পদ বিভাগ প্রদর্শনে ক্রিয়াগুলির ব্যবহার।

লঘু মাত্রা অষ্টমাত্রা দ্বিমাত্রিক বিভাগে প্রথম মাত্রায় তালাঘাত অথবা ফাঁক, দ্বিতীয় মাত্রায় কাল্ যেমন ত্রিমাত্রিক বিভাগীয় চৌতাল, ইহার ক্রিয়া হইবে এইরূপ :—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ।







## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

বাল্যকালের গান রচনায় ধীর বা বিলম্বিত গতির তালকেই তিনি অধিক ব্যবহার করিতেন অর্থাৎ তিনি বাল্যজীবনে ক্রম হ্রদের তালের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। মধ্যজীবনে তিনি ছন্দ প্রধান তালের প্রতি আকৃষ্ট হন বেশী। এর পর তাঁহার গানে তাল ব্যবহারের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে তিনি হিন্দুস্থানী তালের ছন্দ ব্যবহার করিলেও নাম এবং তাল ফাঁক ইত্যাদি সব সময় ব্যবহার করিতেন না। ইহার কারণ তিনি কাব্য ছন্দের পদ্ধতিকেই অমুসরণ করিতেন, কাব্য ছন্দে সঙ্গীতের তালের মত তাল ও ফাঁক দেওয়ার রীতি নাই এবং প্রয়োজনও হয়না, কারণ কাব্য ছন্দের যে সমতা তাহা কথার উচ্চারণ ভঙ্গীর মধ্যেই রক্ষা করে, কবিশ্রুত সঙ্গীতের মুক্তি প্রবন্ধে ইহাই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, কবিতায় যাহা ছন্দ সঙ্গীতে তাহা তাল এবং এই দুইয়ের মধ্যেই 'লয়' অর্থাৎ গতির সমতা রক্ষা করিতে হয় অতএব কাব্যেই কি সঙ্গীতেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভর করিবার প্রয়োজন নাই। এতদ্ব্যতীত অশ্রাব্য সঙ্গীতে তালক্রিয়ার যে বাধা ধরা নিয়ম আছে এবং বিভিন্ন ছন্দবৈচিত্র্য বা লয়কারি করা হয় তাহাও তিনি তাঁহার গানে পছন্দ করিতেন না। অতএব তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে তাল সঙ্গীতের হিসাব বিভাগ, এর আবশ্যক খুবই বেশী সেকথা বলাই বাহুল্য কিন্তু আবশ্যকের চেয়েও কড়াঙ্কড়ি যখন বড় হয় তখন আবশ্যকটাই মাটি হ'তে থাকে। কবিশ্রুত তাঁহার গানে কি ভাবে তাল ও ছন্দকে গ্রহণ করিয়াছেন নিম্নলিখিত আলোচনার মধ্যেই তাহা বুঝা যাইবে। সঙ্গীতকে আমরা সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করি, যথা—স্বরপ্রধান, ছন্দপ্রধান ও ভাষাপ্রধান। স্বরপ্রধান বলিতে বুঝায় যাহার স্বর বিস্তারের প্রাধান্যই বেশী; যেমন—আলাপ ও বর্তমান বিলম্বিত খেয়াল গান। যন্ত্র সঙ্গীতকে ছন্দপ্রধান বলা যাইতে পারে অবশ্য তন্ত্রীযুক্ত যন্ত্রে সুরের প্রাধান্যও আছে; কিন্তু তবলা, ধোলা, পাখোয়াজ ইত্যাদি যন্ত্রে একমাত্র ছন্দের প্রাধান্যই বেশী। যেমন গাজনের ঢাঁকবাস্ত, ধোলের হাতুটি বাস্ত ও তবলা পাখোয়াজের লহরা বাস্ত। ভাষা প্রধান সঙ্গীতের স্বর ও ছন্দ গৌণ, এখানে কথার স্বাভাবিক উচ্চারণ ও অর্থ বজায় রাখিয়া সুর ও ছন্দ সংযোজিত হয়। কবিশ্রুতের গান হইল ভাষাপ্রধান, এখানে ভাষার প্রাধান্যই বেশী অর্থাৎ ভাষার অর্থ বজায় রাখিয়া সুর ও ছন্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার গানে সুর ও ছন্দের বিভিন্নতাও অপরিহার্য, এই বিভিন্নতার একমাত্র কারণ হইল, তিনি সব ক্ষেত্রে নিদিষ্ট কোন সুর বা কোন তালের মধ্যে গান রচনা করিতেন না, যে সকল তাল বা সুর তাঁহার গানের ভাবকে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, সেই সকল তাল বা সুরকেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং যেখানেই ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে, সেখানে নিদিষ্ট তালের ছন্দ ও মাত্রা পরিবর্তনে দ্বিধাবোধ করেন নাই, অর্থাৎ নিদিষ্ট তাল ও ছন্দের উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহার কবিতা ইত্যাদির ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ ভঙ্গীর মধ্যে যে ছন্দ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে তিনি অপরিবর্তিত রাখিয়াছেন। যেমন, জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, এই গানটি কবিশ্রুত রচিত ৩২১৩ রূপকড়া তালে গীত হয়। ইহা ৩২১২ তেওরা তালের মধ্যে হইলেও বিশেষ ছন্দ ব্রষ্ট হইত না, কিন্তু দুইটি চরণের শেষে মরণের র ছড়ায়ে কেন্দ্র অক্ষর দুইটির যদি বিশ্রাম থাকে তাহা হইলে কথার ভাব আরও পরিষ্কৃত হয়। কাব্য ছন্দে প্রত্যেক চরণের শেষে দীর্ঘবতির ব্যবহার থাকে, ইহা একমাত্র কথার ভাবের দৃষ্ট। এই প্রকার আরও একটি গানের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন—আমাদের যদি জাগালে আজি..., এই গানটি



কবিগুরু তাঁহার নিজস্ব রচিত ৩২ ছন্দ বাম্পক তালে রচনা করিয়াছেন, ইহা বাঁপতালের ২।৩ ছন্দের মধ্যেও গীত হইতে পারে, যেমন—

আ মা রে | রে য় দি | জা গা | লে আ জি, কিন্তু এই ছন্দে কথার সম্পূর্ণতা বজায় থাকে না বলিয়া কবিগুরু প্রথমে তিন ও পরে দুই এর বিভাগে পরিণত করিয়াছেন, যেমন—

আ মা রে | য় দি | জা গা | লে | আ জি । এই প্রকার কথার সম্পূর্ণতা ও উচ্চারণ ভঙ্গীকে বজায় রাখিবার জন্য নিজ প্রবর্তিত তালের ছন্দও তিনি পরিবর্তন করিয়াছেন। যেমন—নয় মাত্রার নবভাল, ইহার সাধারণ রূপ হইল ৩।২।২।২।২ ইহাকে তিনি সমরোপযোগী ৩।৬, ৬।৩, ৫।৪, ৪।৫ ও কখন সম্পূর্ণ ৯ ছন্দেও পরিণত করিয়াছেন, আবার কোন কোন গান রচনার মধ্যে দেখা যায় কথার সম্পূর্ণতা ছন্দ বৈচিত্র্যের জন্য অসম্পূর্ণ ভাবেও প্রযুক্ত হইয়াছে যেমন, এই গানটির সম্পূর্ণ কথাগুলি হইল ‘তুনিত, সেই, যাবে, চলে,’ কিন্তু গানের মধ্যে ইহার ছন্দ হইয়াছে এইরূপ :—

তু | নি | ত | সে | ই | যা | বে | চ | লে | এই প্রকার ছন্দোযুক্ত গান কবিগুরুর রচনার মধ্যে আরও দেখা যায়। যেমন—

দি | নে | র | বে | লা | য় | বাঁ | শী | তো | মা | র’ অতএব দেখা যাইতেছে সঙ্গীতের চিরন্তন প্রথা তাল কেন ; নিদিষ্ট কোন কাব্য ছন্দের মধ্যেও তাঁহার রচনা সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। এবং তাঁহার মত কবির পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, কারণ কবি মনের প্রবৃত্তিই হইল নূতন নূতন সৃষ্টি করা।

কবিগুরু প্রয়োজনবোধে কয়েকটি নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহা রবীন্দ্র সৃষ্ট তাল নামে পরিচিত। যেমন—নবপঞ্চভাল, নবভাল, রূপকড়া, একাদশী, বদ্বীভাল অর্দ্ধবাঁপ, বাম্পক। এতদ্ব্যতীত ৫।৫ ছন্দের গানও দেখা যায় ইহার কোন নাম প্রদত্ত হয় নাই পাঁচ পাঁচ ছন্দ বলিয়াই পরিচিত। উক্ত তালগুলির নাম কবিগুরুর প্রদত্ত কিনা সে বিষয়ে সঠিকভাবে কোন আলোচনার মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। ব্রহ্ম সঙ্গীত স্বরলিপিতে ব্রাহ্মসমাজের অন্ততম গায়ক কাঙালীচরণ সেন মহাশয় উক্ত তালের নাম সকল উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে আমরা জানিতে পারি কবিগুরুর ৩৫ হইতে ৬১ বৎসর বয়সের মধ্যে উক্ত ছন্দগুলি প্রবর্তন করেন। উক্ত তালের মধ্যে নবভাল, একাদশী ও বদ্বীভাল ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে বিভক্ত দেখা যায়। যেমন—নবভাল ইহার প্রথম ছন্দ ৩।২।২।২।২, দিনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্বরলিপিতে ‘ব্যাकुल बकुलें फुले’ গানটির ছন্দ দেখান হইয়াছে এইরূপ :— ৫।৪ কিন্তু সঙ্গীতের মুক্তি প্রবন্ধে কবিগুরু উক্ত গানটির ছন্দ বলিয়াছেন, ৩।৬ ‘যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে’ এই গানটির সম্বন্ধে কবিগুরু বলিয়াছেন ইহার ছন্দ হইবে এইরূপ :— ৬।৩ ‘হুয়ারে নোর পথ পাশে’ গানটির ছন্দ বলিয়াছেন সম্পূর্ণ ৯ মাত্রার বিভাগ। এই প্রকার একাদশী তালের দুইটি ছন্দ বিভাগ পাওয়া যায়, ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপিতে কাঙালীচরণ সেন মহাশয় ‘হুয়ারে দাও নোরে রাখিরা’ গানটির ছন্দ উল্লেখ করিয়াছেন ৩।২।২।৪ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্বরলিপিতে ‘কাঁপিছে দেহলতা থর থর’ গানটির ছন্দ বিভাগ করিয়াছেন—৩।৪।৪, ২।৪ ছন্দের বিপরীত ৪।২ ছন্দে ও কবিগুরুর গান রচনা দেখা যায়, যেমন—‘হৃদয় আমার প্রকাশ হ’ল’। অনেকে বলেন কবিগুরু প্রবর্তিত এই সব তালের সঙ্গে প্রাচীন তালের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মাত্রা সমষ্টির মধ্যে হয়ত



অধিকাংশ তালের মিল আছে কিন্তু দুই চারিটি তাল ব্যতীত ছন্দের মধ্যে কাহারও বিশেষ সাদৃশ্য নাই। যেমন, নবতাল ইহার ৩।২।২।২ ছন্দের সঙ্গে প্রাচীন গান্ধারী তালের সাদৃশ্য আছে কিন্তু ইহার প্রথমে তিন এর বিভাগ না হইয়া শেষে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—২।২।২।৩, ৪।৫ ছন্দের সহিত 'হংস' তালের সাদৃশ্য দেখা যায়। কর্ণাটক পদ্ধতির সংকীর্ণ জ্ঞাতির একতাল সম্পূর্ণ ২ ছন্দের মিল আছে, ষষ্টিতালের ২।৪ ছন্দ প্রাচীন যতিলগ্ন ও কর্ণাটক রূপক, (চতুষ্র জ্ঞাতি) তালের মিল আছে। রূপক্কার সঙ্গে প্রাচীন কোন তালের মিল নাই, কর্ণাটক 'মতম' (তিস্রজ্ঞাতি) তালের সাদৃশ্য আছে। ৫।৫ ছন্দের সঙ্গে প্রাচীন 'হংসলীল' 'নিসারুক' ও 'ডোম্বলী' তালের মিল পাওয়া যায়। এই সব তালের মিল আছে বলিয়া অনেকের ধারণা কবিগুরু হয়ত প্রাচীন তাল হইতেই এই সকল তাল সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা, কারণ এই সকল তাল রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল যে তাঁহার রচিত গানের স্বাভাবিক উচ্চারণ ভঙ্গী বজায় রাখা ও ভাব প্রকাশের জন্য নূতন তাল সৃষ্টির জন্য নয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার সাহায্যে আরও অসংখ্য তাল তিনি রচনা করিতে পারিতেন এর জন্য প্রাচীন বা বর্তমান কোন তাল হইতে সংগ্রহ করিবার আবশ্যক হইতনা।

### মার্গতালের রূপ

নিম্নলিখিত সংকেত দ্বারা মার্গতালের রূপ লিখিত হইল। মার্গতালে ব্যবহৃত লঘু গুরু ও গ্লুত এই তিনটি মাত্রার যথাক্রমে এইরূপ চিহ্ন থাকিবে। যথা :— লঘু (l) গুরু (S) গ্লুত (ঙ) শাস্ত্রগ্রন্থে প্রাচীন তাল সকলের ঠেকার বোল না থাকায় তৎপরিবর্তে লঘু, গুরু ও গ্লুত মাত্রা সংখ্যা দ্বারা বুঝান হইবে। যেমন :— লঘু=১, গুরু=২, গ্লুত=৩। তালান্ব হিসাবে মার্গ-জিয়াগুলির প্রথম অক্ষর ব্যবহৃত হইবে। যথা :—ক্রব=ক্র, শম্পা=শ, তাল=তা, সন্নিপাত=সং, আবাপ=আ, নিজ্রাম=নি, বিক্ষেপ=বি, প্রবেশক=প্র।

| তালের নাম        | মাত্রার লক্ষণ | জ্ঞাতি  | তালী | রূপ                            |
|------------------|---------------|---------|------|--------------------------------|
| চক্ষুপুট:        | S S   ঙ       | চতুষ্র  | ৪    | ২।২।১।৩<br>সং শ তা শ           |
| চাচপুট:          | S     S       | ত্রিস্র | ৪    | ২।১।১।২<br>শ তা শ তা           |
| ষট্টিপিতাপুত্রক: | ঙ   S S   ঙ   | ত্রিস্র | ৬    | ৩।১।২।২।১।৩<br>সং তা শ তা শ তা |
| সম্পর্কেষ্টাক:   | ঙ S S S ঙ     | ত্রিস্র | ৫    | ৩।২।২।২।৩<br>তা শ তা শ তা      |
| উদ্বট:           | S S S         | ত্রিস্র | ৩*   | ২। ২। ২<br>নি শ শ              |

\* প্রথমতালীর পরিবর্তে কাঁক প্রদর্শন হইবে।



## দেশী অথবা শাস্ত্রীয় তালের রূপ

৩৩

( রসাকর মতে )

মার্গতালে ব্যবহৃত লঘু, গুরু ও প্লুত ব্যতীত দেশী তালে ক্রত এবং বিরামান্তঃ মাত্রার ব্যবহার হয়। অতএব এখানে 'ক্রতর' চিহ্ন এইরূপ ( ০ ) এবং 'বিরামান্তঃ' এর চিহ্ন এইরূপ ( — ) থাকিবে। অনেক ক্ষেত্রে বিরামান্তঃ'এর সংযোগ আছে যেমন বিরামান্তঃ ক্রত, চিহ্ন থাকিবে এইরূপ ( ০ ) বিরামান্তঃ লঘু, চিহ্ন থাকিবে এইরূপ ( — )। দেশী তালের লক্ষণে অনেক স্থানে শব্দহীন মাত্রার উল্লেখ হইয়াছে অর্থাৎ এখানে কোন আঘাত বা অক্ষর ব্যবহৃত হইবে না। শব্দহীন মাত্রার চিহ্ন থাকিবে এইরূপ [ ] তালের রূপ বর্ণনায় লঘু মাত্রার সময় কাল অর্থাৎ চারি অক্ষর দ্বারা লিখিত হইবে।

বিঃ দ্রঃ—যে সংখ্যার পার্শ্বে বিরামান্তঃ থাকিবে তাহারই অর্দ্ধ সংখ্যা বিরাম বুঝিতে হইবে এবং বিরাম চিহ্নিত স্থানে সংখ্যার পরিবর্তে এই প্রকার চিহ্ন থাকিবে। যথা :— ( — ) এই চিহ্ন দেওয়ার অর্থ এই যে, এইখানে কোন অক্ষর উচ্চারিত হইবে না।

শাস্ত্রগ্রন্থে দেশী তালের তালাক উল্লিখিত না থাকায় এখানে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যার তালাক প্রদত্ত হইবে।

| তালের নাম    | মাত্রার লক্ষণ   | অক্ষর | তালী | রূপ                                                |
|--------------|-----------------|-------|------|----------------------------------------------------|
| আদি তাল      | ।               | ৪     | ১    | । ৪ ।<br>১                                         |
| দ্বিতীয় তাল | ০ ০ ।           | ৮     | ৩    | ২ । ২ । ৪<br>১ ২ ৩                                 |
| তৃতীয় তাল   | ০ ০ ০           | ৬     | ৩    | ২ । ২ । ২—<br>১ ২ ৩                                |
| চতুর্থ তাল   | । । ০           | ১০    | ৩    | ৪ । ৪ । ২<br>১ ২ ৩                                 |
| পঞ্চম তাল    | ০ ০             | ৪     | ২    | ২ । ২<br>১ ২                                       |
| নিঃশব্দ লীলঃ | ৐ ৐ S S ।       | ৪৪    | ৫    | ১২ । ১২ । ৮ । ৮ । ৪<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                   |
| দর্পন        | ০ ০ S           | ১২    | ৩    | ২ । ২ । ৮<br>১ ২ ৩                                 |
| সিংহবিক্রম   | S S S । ৐ । S ৐ | ৬৪    | ৮    | ৮ । ৮ । ৮ । ৪ । ১২ । ৪ । ৮ । ১২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ |



| তালের নাম      | মাত্রার লক্ষণ | অক্ষর | তালী | রূপ                                    |
|----------------|---------------|-------|------|----------------------------------------|
| রত্নলীল        | ।।SS          | ২৪    | ৪    | ৪।৪।৮।৮।<br>১ ২ ৩ ৪                    |
| সিংহলীল        | ।০০০          | ১০    | ৪    | ৪।২।২।২।২<br>১ ২ ৩ ৪                   |
| কন্দর্প:       | ০০।SS         | ২৪    | ৫    | ২।২।৪।৮।৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                 |
| বীরবিক্রম:     | ।০০৪          | ১৬    | ৪    | ৪।২।২।৮<br>১ ২ ৩ ৪                     |
| রত্ন           | ০০০০৪         | ১৬    | ৫    | ২।২।২।২।৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                 |
| শ্রীরত্ন       | ।।৪।৩         | ৩২    | ৫    | ৪।৪।৮।৪।১২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                |
| প্রত্যঙ্গ      | SSS।।         | ৩২    | ৫    | ৮।৮।৮।৪।৪<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                 |
| যতিলগ্ন:       | ০।            | ৬     | ২    | ২।৪<br>১ ২                             |
| গজলীল:         | ।।।।          | ১৬    | ৫    | ৪।৪।৪।৪-<br>১ ২ ৩ ৪                    |
| হংসলীল         | ।।            | ৮     | ২    | ৪-।৪-<br>১ ২                           |
| বর্ণভিন্ন:     | ০০।S          | ১৬    | ৪    | ২।২।৪।৮<br>১ ২ ৩ ৪                     |
| ত্রিভিন্ন:     | ।S৩           | ২৪    | ৩    | ৪।৮।১২<br>১ ২ ৩                        |
| রাজচুড়াননি    | ০০।।।০০।S     | ৩২    | ২    | ২।২।৪।৪।৪।২।২।৪।৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ |
| রঙ্গো ধোত:     | SSS।৩         | ৪০    | ৫    | ৮।৮।৮।৪।১২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                |
| রঙ্গো প্রদীপক: | SS।S৩         | ৪০    | ৫    | ৮।৮।৪।৮।১২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                |
| রাজতাল:        | S৩০০S।৩       | ৪৮    | ৭    | ৮।১২।২।২।৮।৪।১২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭       |



## দেশী অথবা শাস্ত্রীয় তালের রূপ

৩৫

| তালের নাম      | মাত্রার লক্ষণ | অক্ষর | তালী | রূপ                                                          |
|----------------|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|
| ত্র্যম্ভোবর্ণ: | 110011        | ২০    | ৬    | ৪ ৪ ২ ২ ৪ ৪<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬                                   |
| চতুরস্রবর্ণ:   | 51005         | ২৪    | ৫    | ৮ ৪ ২ ২ ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫<br>৪ ১২ ৮ ১২ ১২ ৮ ৪ <br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ |
| সিংহবিজীড়িত   | 1ঔSঔঔS1Sঔ1ঔ   | ২৬    | ১১   | ৮ ১২ ৪ ১২<br>৮ ৯ ১০ ১১                                       |
| জয়তাল         | 1S1100ঔ       | ৩৬    | ৭    | ৪ ৮ ৪ ৪ ২ ২ ১২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭                              |
| বনমালী         | 00001005      | ২৪    | ৮    | ২ ২ ২ ২ ৪ ২ ২ ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮                           |
| হংসনাদ         | 1ঔ000ঔ        | ৩২    | ৫    | ৪ ১২ ২ ২ ১২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                                     |
| সিংহনাদ        | 1SS1S         | ৩২    | ৫    | ৪ ৮ ৮ ৪ ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                                       |
| কুড়ুকুতাল     | 0011          | ১২    | ৪    | ২ ২ ৪ ৪<br>১ ২ ৩ ৪                                           |
| ভুরঙ্গলীল:     | ০ ০ ০ ০       | ৮     | ৪    | ২-১-২-২<br>১ ২ ৩ ৪                                           |
| গর্ভলীল        | 11000011      | ২৪    | ৮    | ৪ ৪ ২ ২ ২ ২ ৪ ৪<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮                           |
| ত্রিভঙ্গী      | 11SS          | ২৪    | ৪    | ৪ ৪ ৮ ৮<br>১ ২ ৩ ৪                                           |
| রঙ্গভরন:       | SS11ঔ         | ৩৬    | ৫    | ৮ ৮ ৪ ৪ ১২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                                      |
| মঠ:            | 11S[1111]     | ১৬    | ৩    | ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ <br>১ ২ ৩                                        |
| মঠ: (দ্বিতীয়) | S11S11S11     | ৪৮    | ৫    | ৮ ৪ ৪ ৮ ৪ ৪ ৮ ৪ ৪ ৪ <br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯                    |
| মঠ: (তৃতীয়)   | 1111S11       | ৩২    | ৭    | ৪ ৪ ৪ ৪ ৮ ৪ ৪ ৪ <br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭                            |
| মুদ্রিত মঠক:   | S11[1111]     | ১৬    | ৩    | ৮ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ <br>১ ২ ৩                                      |



| তালের নাম     | মাত্রার লক্ষণ | অক্ষর | তালী | রূপ                                  |
|---------------|---------------|-------|------|--------------------------------------|
| কোকিলপ্রিয়   | S I ঔ         | ২৪    | ৩    | ৮   ৪   ১২<br>১ ২ ৩                  |
| নিঃ সারক:     | T T           | ৮     | ২    | ৪-   ৪-<br>১ ২                       |
| রাজবিন্ধ্যধর: | I S ০ ০       | ১৬    | ৪    | ৪   ৮   ২   ২<br>১ ২ ৩ ৪             |
| জয়মঙ্গল:     | I I S I I S   | ৩২    | ৬    | ৪   ৪   ৮   ৪   ৪   ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ |
| মল্লিকাগোদ:   | I I ০ ০ ০ ০   | ১৬    | ৬    | ৪   ৪   ২   ২   ২   ২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ |
| বিজয়ানন্দ:   | I I S S S     | ৩২    | ৫    | ৪   ৪   ৮   ৮   ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫       |
| জয়শ্রী:      | S I S I S     | ৩২    | ৫    | ৮   ৪   ৮   ৪   ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫       |
| মকরন্দ:       | ০ ০ I I I     | ১৬    | ৫    | ২   ২   ৪   ৪   ৪<br>১ ২ ৩ ৪ ৫       |
| কীতি:         | I ঔ S I ঔ     | ৪০    | ৫    | ৪   ১২   ৮   ৪   ১২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫     |
| শ্রীকীতি:     | I I S S       | ২৪    | ৪    | ৪   ৪   ৮   ৮<br>১ ২ ৩ ৪             |
| প্রতিভাল:     | I ০ ০         | ৮     | ৩    | ৪   ২   ২<br>১ ২ ৩                   |
| বিজয়:        | ঔ S ঔ         | ৩২    | ৩    | ১২   ৮   ১২<br>১ ২ ৩                 |
| বিন্দুখালিনী: | S ০ ০ ০ ০ S   | ২৪    | ৬    | ৮   ২   ২   ২   ২   ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ |
| সম:           | I I ০ ০       | ১২    | ৪    | ৪   ৪   ২-   ২-<br>১ ২ ৩ ৪           |
| নন্দন:        | I ০ ০ ঔ       | ২০    | ৪    | ৪   ২   ২   ১২<br>১ ২ ৩ ৪            |
| মট্টিকা:      | S ০ ঔ         | ২২    | ৩    | ৮   ২   ১২<br>১ ২ ৩                  |



## দেশী অথবা শাস্ত্রীয় তালের রূপ

৩৭

| তালের নাম                         | মাত্রার লক্ষণ | অক্ষর | তালী | রূপ                             |
|-----------------------------------|---------------|-------|------|---------------------------------|
| ক্রীড়া তাল অথবা<br>চণ্ডনিস্কারক: | ও ও           | ৪     | ২    | ২-১ ২-<br>১ ২                   |
| মট্টিকা: (দ্বিতীয়)               | ও ০           | ৪     | ২    | ২-১ ২<br>১ ২                    |
| দীপক:                             | ০০১১SS        | ২৮    | ৬    | ২১২১৪১৪৮৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬        |
| উদীক্ষণ:                          | ১১S           | ১৬    | ৩    | ৪১৪৮<br>১ ২ ৩                   |
| চেকী:                             | S১S           | ২০    | ৩    | ৮১৪৮<br>১ ২ ৩                   |
| বিষম:                             | ০০০ও০০০ও      | ১৬    | ৮    | ২১২১২১২১২১২-<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ |
| বর্ণমট্টিকা:                      | ১১০০১০০       | ২০    | ৭    | ৪১৪১২১২১৪১২১২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  |
| অভিনন্দ                           | ১১০০S         | ২০    | ৫    | ৪১৪১২১২৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫           |
| অনঙ্গ:                            | ১ঙ১১S         | ৩২    | ৫    | ৪১২১৪১৪৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫           |
| নান্দী:                           | ১০০১১SS       | ৩২    | ৭    | ৪১২১২১৪১৪৮৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭    |
| মল্লতাল                           | ১১১১০ও        | ২০    | ৬    | ৪১৪১৪১৪১২১২-<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬     |
| পূর্ণ:                            | ০০০০S১        | ২০    | ৬    | ২১২১২১২৮৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬        |
| খণ্ডতাল:                          | ০০SS          | ২০    | ৪    | ২১২৮৮<br>১ ২ ৩ ৪                |
| সম:                               | SS১           | ২০    | ৩    | ৮৮৮<br>১ ২ ৩                    |
| বিষম: (২য়)                       | ১SS           | ২০    | ৩    | ৪৮৮<br>১ ২ ৩                    |
| কন্দুক:                           | ১১১১S         | ২৪    | ৫    | ৪১৪১৪১৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫            |



## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

| তালের নাম    | মাত্রার লক্ষণ       | অক্ষর | তালী | রূপ                                            |
|--------------|---------------------|-------|------|------------------------------------------------|
| একতালিকা     | ০                   | ২     | ১    | ১ ২ ১<br>১                                     |
| কুমুদ:       | ১ ০ ০ ১ ১ ১         | ২৪    | ৬    | ৪ ১ ২ ১ ২ ১ ৪ ১ ৪ ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬             |
| কুমুদ: (২য়) | ১ ০ ০ ০ ০ ১         | ২০    | ৬    | ৪ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ৪<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬               |
| চতুস্তাল:    | ১ ০ ০ ০             | ১৪    | ৪    | ৮ ১ ২ ১ ২ ১ ২<br>১ ২ ৩ ৪                       |
| ডোম্বুলী     | ১ ১                 | ৮     | ২    | ৪-১ ৪-<br>১ ২                                  |
| অভঙ্গ        | ১ ৩                 | ১৬    | ২    | ৪ ১ ১ ২<br>১ ২                                 |
| রাজবকোল:     | ১ ১ ১ ০ ০           | ২৪    | ৫    | ৮ ১ ৪ ১ ৪ ১ ২ ১ ২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                 |
| বসন্ত:       | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১     | ৩৬    | ৬    | ৪ ১ ৪ ১ ৪ ১ ৪ ১ ৪ ১ ৪<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬           |
| লম্বুশেখর    | ১                   | ৪     | ১    | ১ ৪-<br>১                                      |
| প্রতাপশেখর   | ৩ ০ ০               | ১৬    | ৩    | ১ ২ ১ ২ ১ ২-<br>১ ২ ৩                          |
| ঝাল্পাতাল    | ০ ০ ১               | ৮     | ৩    | ২-১ ২-১ ৪<br>১ ২ ৩                             |
| গজঝাল্প:     | ১ ০ ০ ০             | ১৪    | ৪    | ৮ ১ ২ ১ ২ ১ ২-<br>১ ২ ৩ ৪                      |
| চতুরমুখ:     | ১ ১ ১ ৩             | ২৮    | ৪    | ৪ ১ ৪ ১ ৪ ১ ২<br>১ ২ ৩ ৪                       |
| সদন:         | ০ ০ ১               | ১২    | ৩    | ২ ১ ২ ১ ৪<br>১ ২ ৩                             |
| প্রতিমঠক:    | ১ ১ ১ ১ ১ ১         | ৩২    | ৬    | ৪ ১ ৪ ১ ৪ ১ ৪ ১ ৪<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬               |
| পার্বতীলোচন: | ১ ১ ১ ১ ৩ ১ ১ ১ ০ ০ | ৬০    | ৯    | ৮ ১ ৪ ১ ৪ ১ ২ ১ ৪ ১ ৪ ১ ২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ |



## দেশী অথবা শাস্ত্রীয় তালের রূপ

৩৯

| তালের নাম   | মাত্রার লক্ষণ                 | অক্ষর | তালী | রূপ                                                               |
|-------------|-------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|
| রতিতাল:     | ১১                            | ১২    | ২    | ৪   ৮<br>১ ২                                                      |
| লীলাতাল:    | ০   ৩                         | ১৮    | ৩    | ২   ৪   ১২<br>১ ২ ৩                                               |
| করণযতি:     | ০ ০ ০ ০                       | ৮     | ৪    | ২   ২   ২   ২<br>১ ২ ৩ ৪                                          |
| ললিত:       | ০ ০   ১                       | ১৬    | ৪    | ২   ২   ৪   ৮<br>১ ২ ৩ ৪                                          |
| গারুড়ি:    | ০ ০ ০ ০                       | ৮     | ৪    | ২   ২   ২   ২-<br>১ ২ ৩ ৪                                         |
| রাজনারায়ণ  | ০ ০   ১   ১                   | ২৮    | ৬    | ২   ২   ৪   ৮   ৪   ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬                              |
| লক্ষ্মীশা:  | ০ ০   ১                       | ১৬    | ৪    | ২   ২-   ৪   ৮<br>১ ২ ৩ ৪                                         |
| ললিতপ্রিয়: | ১   ১   ১                     | ২৮    | ৫    | ৪   ৪   ৮   ৪   ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                                    |
| শ্রীনন্দন:  | ১   ১   ৩                     | ২৮    | ৪    | ৮   ৪   ৪   ১২<br>১ ২ ৩ ৪                                         |
| জনক:        | ১   ১   ১   ১   ১   ১   ১   ১ | ৫৬    | ১০   | ৪   ৪   ৪   ৪   ৮   ৮   ৮   ৪   ৪   ৪   ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |
| বর্দ্ধন:    | ০ ০   ৩                       | ২০    | ৪    | ২   ২   ৪   ১২<br>১ ২ ৩ ৪                                         |
| রাগবর্দ্ধন: | ০ ০ ০ ৩                       | ১৮    | ৪    | ২   ২-   ২   ১২<br>১ ২ ৩ ৪                                        |
| ষটতাল:      | ০ ০ ০ ০ ০ ০                   | ১২    | ৬    | ২   ২   ২   ২   ২   ২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬                              |
| অস্তরজোড়া: | ০ ০ ০                         | ৬     | ৩    | ২   ২   ২-<br>১ ২ ৩                                               |
| হংস:        | ১   ১                         | ৮     | ২    | ৪   ৪-<br>১ ২                                                     |
| উৎসব:       | ১   ৩                         | ১৬    | ২    | ৪   ১২<br>১ ২                                                     |



## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

| তালের নাম  | মাত্রার লক্ষণ       | অক্ষর | তালা | রূপ                                                               |
|------------|---------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|
| বিলোকিত:   | S o o ঔ             | ২৪    | ৪    | ৮   ২   ২   ১২<br>১ ২ ৩ ৪                                         |
| গজ:        | I I I I             | ১৬    | ৪    | ৪   ৪   ৪   ৪<br>১ ২ ৩ ৪                                          |
| বর্ণযতি:   | I I O O             | ১২    | ৪    | ৪   ৪   ২   ২<br>১ ২ ৩ ৪                                          |
| সিংহ:      | I O I I I           | ১৮    | ৫    | ৪   ২   ৪   ৪   ৪<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                                    |
| করুন:      | S                   | ৮     | ১    | I   ৭  <br>১                                                      |
| সারস:      | I O O O             | ১০    | ৪    | ৪   ২   ২   ২<br>১ ২ ৩ ৪                                          |
| খণ্ডতাল:   | O O O I I           | ১৪    | ৫    | ২   ২   ২   ৪   ৪<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                                    |
| চন্দ্রকলা: | S S S ঔ ঔ ঔ I       | ৬৪    | ৭    | ৮   ৮   ৮   ১২   ১২   ১২   ৪<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭                     |
| লয়:       | S I ঔ ঔ ঔ S ঔ O O O | ৭৪    | ১০   | ৮   ৪   ১২   ১২   ১২   ৮   ১২   ২   ২   ২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |
| ছন্দ:      | S I S O O S S       | ৪০    | ৭    | ৮   ৪   ৮   ২   ২   ২   ৮   ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭                    |
| অড়তালী    | O I I               | ১০    | ৩    | ২   ৪   ৪<br>১ ২ ৩                                                |
| ধড়া       | I I O O I S         | ২৪    | ৬    | ৪   ৪   ২   ২   ৪   ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬                              |
| দঙ্গ:      | I I S S S I ঔ       | ৪৮    | ৭    | ৪   ৪   ৮   ৮   ৮   ৪   ১২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭                       |
| মুকুন্দ:   | I O O O O S         | ২০    | ৬    | ৪   ২   ২   ২   ২   ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬                              |
| কুবিন্দক:  | I O O S ঔ           | ২৮    | ৫    | ৪   ২   ২   ৮   ১২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                                   |
| কলশ্বনি:   | I I S I ঔ           | ৩২    | ৫    | ৪   ৪   ৮   ৪   ১২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                                   |



## দেশী অথবা শাস্ত্রীয় তালের রূপ

৪১

| তালের নাম        | মাত্রার লক্ষণ                                    | অক্ষর | তালী | রূপ                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| গৌরী             | IIII                                             | ২০    | ৫    | ৪   ৪   ৪   ৪   ৪<br>১ ২ ৩ ৪ ৫                                                                                                              |
| সরস্বতী কণ্ঠভরণঃ | SSII ০০                                          | ২৮    | ৬    | ৮   ৮   ৪   ৪   ২   ২<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬                                                                                                        |
| ভগ্নতাল          | ০০০০ II I                                        | ২০    | ৭    | ২   ২   ২   ২   ৪   ৪   ৪ -<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭                                                                                                |
| রাজমৃগাক্ষ       | ০০ IS                                            | ১৬    | ৪    | ২   ২   ৪   ৮<br>১ ২ ৩ ৪                                                                                                                    |
| রাজনার্ত্তণ্ডঃ   | SI ০                                             | ১৪    | ৩    | ৮   ৪   ২<br>১ ২ ৩                                                                                                                          |
| নিশঙ্কঃ          | ISS ঙ্গ SSSI                                     | ৬০    | ৮    | ৪   ৮   ৮   ১২   ৮   ৮   ৮   ৪<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮                                                                                           |
| শাক্তদেবঃ        | ০০ S ঙ্গ SSI                                     | ৪৪    | ৭    | ২   ২   ৮   ১২   ৮   ৮   ৪<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭                                                                                                 |
| চচ্চরী           | ০ ০ ০ ০ ০ ০<br>০ ০ ০ ০ ০ ০<br>০ ০ ০ ০ I          | ৩৬    | ১৭   | ২   ২-   ২   ২-   ২   ২-   ২   ২-<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮<br>২   ২-   ২   ২-   ২   ২-<br>৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪<br>২   ২-   ৪<br>১৫ ১৬ ১৭              |
| মিশ্রবর্ণঃ       | ০০০ ০ ০০০<br>০ ০০০ ০ ঙ্গ<br>S ০০ S IS            | ৬৮    | ১৯   | ২   ২   ২   ২-   ২   ২   ২   ২-<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮<br>২   ২   ২   ২-   ২   ৮<br>৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪<br>২   ২   ৮   ৪   ৮<br>১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯     |
| সিংহনন্দনঃ       | SSI ঙ্গ IS ০০<br>SSI ঙ্গ I ঙ্গ<br>S II<br>[IIII] | ১১২   | ১৭   | ৮   ৮   ৪   ১২   ৪   ৮   ২   ২   ৮<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯<br>৮   ৪   ১২   ৪   ১২   ৮   ৪<br>১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬<br>৪   [৪   ৪   ৪   ৪]<br>১৭ |



নতান্তরে দেশী ভাল  
( তবলার বোল দ্বারা লিখিত হইল )

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi



[illegible]



Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi



| তালের নাম          | ছন্দ                           | মাত্রা | তালী        |
|--------------------|--------------------------------|--------|-------------|
| দোবাহার            | তাগাগাহাগাগাগাহ                | ১৩     | ২           |
| লক্ষীতাল           | গাহাগাহাগাহাগাহ<br>গাহাগাহাগাহ | ১৫     | ১৫          |
| ব্রহ্মতাল          | ২গাহাগাহ<br>গাহাগাহ            | ৪      | ১০          |
| ব্রহ্মতাল<br>(২য়) | গাহাগাহাগাহ<br>২গাহাগাহ        | ২৮     | ১০          |
| গজাবলী             | গাহাগাহ                        | ১৫     | ৩<br>কাঁক ১ |



## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

৪৬

কর্ণটিক ঠেকা (নাড়া)

তালচিহ্ন:—আডি (তালী) ( ) বিসর্জীতম্ (কাঁক) (০) অঙ্গুলী গণনা ক, অ, ন, ত, অং

| তালের নাম | জাতি      | ছন্দ    | অক্ষর ও মাত্রা | আডি (তালী) | বিসর্জীতম্ (কাঁক) | ঠেকার বোল (মুদ্রাসম্)                                                              |
|-----------|-----------|---------|----------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ধ্রুবম্   | চতুস্রম্  | ৪।২।৪।৪ | ১৪             | ৪          | ১                 | ক অ ন ত<br>তা কা দি নি<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪                         |
| "         | তিস্রম্   | ৩।২।৩।৩ | ১১             | ৪          | ১                 | ক অ<br>তা কা দি<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১                                         |
| "         | মিশ্রম্   | ৭।২।৭।৭ | ২৩             | ৪          | ১                 | ক অ ন ত অং<br>তা কা দি নি তা কি টা<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬       |
| "         | খণ্ডম্    | ৫।২।৫।৫ | ১৭             | ৪          | ১                 | ক অ ন ত<br>তা কা দি নি তা<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭             |
| "         | সংকীর্ণম্ | ১।২।২।২ | ২৯             | ৪          | ১                 | ক অ ন ত অং<br>তা কা দি নি তা কা দি নি<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ |



| তালের নাম | জাতি      | ছন্দ  | অক্ষর ও যাত্রা | আডি<br>(তালী) | বিগঞ্জীতম্<br>(কাঁক) | ঠেকার বোল (যুগসম্)                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------|-------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সতম্      | চতুস্রম্  | ৪।২।৪ | ০২             | ৩             | ১                    | ১ তা ১ ক ১ ডি ১ ন<br>২ তা ২ ক ২ ডি ২ ন<br>৩ তা ৩ ক ৩ ডি ৩ ন<br>৪ তা ৪ ক ৪ ডি ৪ ন<br>৫ তা ৫ ক ৫ ডি ৫ ন<br>৬ তা ৬ ক ৬ ডি ৬ ন<br>৭ তা ৭ ক ৭ ডি ৭ ন<br>৮ তা ৮ ক ৮ ডি ৮ ন<br>৯ তা ৯ ক ৯ ডি ৯ ন<br>১০ তা ১০ ক ১০ ডি ১০ ন |
| "         | ত্রিস্রম্ | ৩।২।৩ | ৭              | ৬             | ১                    | ১ তা ১ ক ১ ডি ১ ন<br>২ তা ২ ক ২ ডি ২ ন<br>৩ তা ৩ ক ৩ ডি ৩ ন<br>৪ তা ৪ ক ৪ ডি ৪ ন<br>৫ তা ৫ ক ৫ ডি ৫ ন<br>৬ তা ৬ ক ৬ ডি ৬ ন<br>৭ তা ৭ ক ৭ ডি ৭ ন<br>৮ তা ৮ ক ৮ ডি ৮ ন<br>৯ তা ৯ ক ৯ ডি ৯ ন<br>১০ তা ১০ ক ১০ ডি ১০ ন |
| "         | ত্রিস্রম্ | ৭।২।৭ | ৭৫             | ৬             | ১                    | ১ তা ১ ক ১ ডি ১ ন<br>২ তা ২ ক ২ ডি ২ ন<br>৩ তা ৩ ক ৩ ডি ৩ ন<br>৪ তা ৪ ক ৪ ডি ৪ ন<br>৫ তা ৫ ক ৫ ডি ৫ ন<br>৬ তা ৬ ক ৬ ডি ৬ ন<br>৭ তা ৭ ক ৭ ডি ৭ ন<br>৮ তা ৮ ক ৮ ডি ৮ ন<br>৯ তা ৯ ক ৯ ডি ৯ ন<br>১০ তা ১০ ক ১০ ডি ১০ ন |
| "         | খণ্ডম্    | ৫।২।৫ | ২২             | ৬             | ১                    | ১ তা ১ ক ১ ডি ১ ন<br>২ তা ২ ক ২ ডি ২ ন<br>৩ তা ৩ ক ৩ ডি ৩ ন<br>৪ তা ৪ ক ৪ ডি ৪ ন<br>৫ তা ৫ ক ৫ ডি ৫ ন<br>৬ তা ৬ ক ৬ ডি ৬ ন<br>৭ তা ৭ ক ৭ ডি ৭ ন<br>৮ তা ৮ ক ৮ ডি ৮ ন<br>৯ তা ৯ ক ৯ ডি ৯ ন<br>১০ তা ১০ ক ১০ ডি ১০ ন |
| "         | সংকীর্ণম্ | ২।২।২ | ২০             | ৬             | ১                    | ১ তা ১ ক ১ ডি ১ ন<br>২ তা ২ ক ২ ডি ২ ন<br>৩ তা ৩ ক ৩ ডি ৩ ন<br>৪ তা ৪ ক ৪ ডি ৪ ন<br>৫ তা ৫ ক ৫ ডি ৫ ন<br>৬ তা ৬ ক ৬ ডি ৬ ন<br>৭ তা ৭ ক ৭ ডি ৭ ন<br>৮ তা ৮ ক ৮ ডি ৮ ন<br>৯ তা ৯ ক ৯ ডি ৯ ন<br>১০ তা ১০ ক ১০ ডি ১০ ন |



## কর্ণটিক ঠকা (নাভা)

৭৪

| ভালের নাম | জাতি      | ছন্দ  | অক্ষর ও তালী | আডি<br>(তালী) | বিসর্জীতম্<br>(ফাঁক) | ঠেকার বোল (মুদ্রাস্ব)                       |
|-----------|-----------|-------|--------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|
| রূপকম্    | চতুস্রম্  | ২।৪   | ৩            | ২             | ১                    | ০ ১ ২ ৩<br>তা কা তা<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |
| "         | তিস্রম্   | ২।৩   | ৫            | ২             | ১                    | ০ ১ ২ ৩<br>তা কা তা<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |
| "         | মিশ্রম্   | ২।১   | ২            | ২             | ১                    | ০ ১ ২ ৩<br>তা কা তা<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |
| "         | খণ্ডম্    | ২।৫   | ১            | ২             | ১                    | ০ ১ ২ ৩<br>তা কা তা<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |
| "         | সংকীর্ণম্ | ২।২   | ১১           | ২             | ১                    | ০ ১ ২ ৩<br>তা কা তা<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |
| বাল্পা    | চতুস্রম্  | ৪।১।২ | ১            | ৩             | ১                    | ০ ১ ২ ৩<br>তা কা তা<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |
| "         | তিস্রম্   | ৩।১।২ | ৩            | ৩             | ১                    | ০ ১ ২ ৩<br>তা কা তা<br>১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |



## কর্ণটিক্ ঠেকা (নাজা)

৪৯

| তালের নাম | ভাতি      | ছন্দ  | অক্ষর ও তালী | আড়ি<br>(তালী) | বিসজ্জীতম্<br>(কাক) | ঠেকার বোল (যুগ্ম)                                                                  |
|-----------|-----------|-------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| বাপা      | মিশ্রম্   | ৭।১।২ | ১০           | ৩              | ১                   | 'তা' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০<br>'ক' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০<br>'তা' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |
| "         | খণ্ডম্    | ৫।১।২ | ৮            | ৩              | ১                   | 'তা' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০<br>'ক' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০<br>'তা' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |
| "         | সংকীর্ণম্ | ৯।১।২ |              | ৩              | ১                   | 'তা' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০<br>'ক' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০<br>'তা' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |
| ত্রিগুট   | চতুশ্রম্  | ৪।২।২ | ৮            | ৩              | ২                   | 'তা' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০<br>'ক' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০<br>'তা' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |
| "         | তিশ্রম্   | ৩।২।২ | ৭            | ৩              | ২                   | 'তা' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০<br>'ক' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০<br>'তা' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |
| "         | মিশ্রম্   | ৭।২।২ | ১১           | ৩              | ২                   | 'তা' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০<br>'ক' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০<br>'তা' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |
| "         | খণ্ডম্    | ৫।২।২ | ৯            | ৩              | ২                   | 'তা' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০<br>'ক' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০<br>'তা' ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ |



40

40



[illegible]



তালচিহ্ন :—সম = (x) কঁক = (o) অনাগ্র তালচিহ্ন = ২, ৩, ৪ ইত্যাদি।

### তান্চপ

জাতি = চতুষ্র : মাত্রা = ৪ : তালী = ১ : পদ = সম : আবর্তন = ২ : ছন্দ = ৪

ঠেকা =  $\begin{array}{cccc} \times & & & \times \\ \text{ধিন} & \text{—} & \text{খর} & \text{খর} \\ ১ & ২ & ৩ & ৪ \end{array}$  ।  $\begin{array}{cccc} \times & & & \\ \text{তা} & \text{ধিন} & \text{ধিন} & \text{তা} \\ ১ & ২ & ৩ & ৪ \end{array}$

### মেন্‌কুপ

জাতি = তিস্র : মাত্রা = ৬ : তালী = ২ : পদ = সম : আবর্তন = ২ : ছন্দ = ৩৩ এই তাল চালি বৃত্তে ব্যবহৃত হয়।

ঠেকা =  $\begin{array}{cccc} \times & & ২ & \times \\ \text{ধিন} & \text{—} & \text{ভেন} & \text{তা} \\ ১ & ২ & ৩ & ৪ \end{array}$   $\begin{array}{cccc} \times & & & \\ \text{তা} & \text{ধিন} & \text{থেই} & \\ ৪ & ৫ & ৬ & \end{array}$  ।  $\begin{array}{cccc} \times & & & \\ \text{তা} & \text{খিতা} & \text{থেন} & \\ ১ & ২ & ৩ & \end{array}$   $\begin{array}{cccc} ২ & & & \\ \text{তা} & \text{থেন} & \text{তা} & \\ ৪ & ৫ & ৬ & \end{array}$

উক্ত দুইটি তাল এই পদ্ধতিতে শাস্ত্রীয় একতাল বলিয়াও পরিচিত এবং 'তান্‌চপ্' তালকে চতুষ্র জাতির একতাল ও মেন্‌কুপ তালকে তিস্র জাতির একতাল বলা হয়।

### রূপক কাঁটা

জাতি = মিশ্র : মাত্রা = ১০ : তালী = ৩ : পদ = বিষম : ছন্দ = ২।৪।৪, এই তাল মনিপুরে সুরকাঁক এবং শাস্ত্রীয় কলিঙ্গমঠ বলিয়াও পরিচিত। চারি মাত্রার বিভাগে একটা করিয়া কাঁক প্রদর্শনের রীতি আছে।

ঠেকা =  $\begin{array}{cccc} \times & & ২ & ০ \\ \text{ধিন} & \text{ধিমস্ত্র} & \text{ধিন} & \text{তেস্তা} \\ ১ & ২ & ৩ & ৪ \end{array}$   $\begin{array}{cccc} ০ & & & \\ \text{তেস্তা} & \text{তেস্তা} & \text{তেস্তা} & \\ ৫ & ৬ & ৭ & \end{array}$  ।  $\begin{array}{cccc} ৩ & & ০ & \\ \text{থেন} & \text{—} & \text{—} & \text{ত্রস্ত্র} \\ ১ & ৮ & ৯ & ১০ \end{array}$

### রূপক

জাতি = চতুষ্র : মাত্রা = ৬ : তালী = ২ : পদ = বিষম : ছন্দ = ২।৪

ঠেকা =  $\begin{array}{cccc} \times & & ২ & \\ \text{ধিন} & \text{ধিমস্ত্র} & \text{ধিন} & \text{তেস্তা} \\ ১ & ২ & ৩ & ৪ \end{array}$   $\begin{array}{cccc} & & & \\ \text{থেন} & \text{তাংধিন} & & \\ ৫ & ৬ & & \end{array}$



## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

৫৩

## ত্রিপুট

জাতি = চতুঃ : মাত্রা = ৮ : তালী = ৩ : পদ = বিষম : ছন্দ = ৪।২।২

ঠেকা =  $\begin{array}{ccccccc} \times & & & & 2 & & 3 \\ \text{ধিন} & \text{ভেন} & - & \text{তা} & | & \text{খিং} & \text{তা} & | & \text{ধেন} & \text{তা} \\ 1 & 2 & 3 & 4 & & 5 & 6 & & 7 & 8 \end{array}$

এই তাল তিস্র জাতি হিসাবেও প্রদর্শিত হয়। যেমন :—

$\begin{array}{ccccccc} \times & & 2 & & 3 & & \\ \text{ধিন} & \text{ভেন} & \text{তা} & | & \text{খিং} & \text{তা} & | & \text{ধেন} & \text{তা} & | & \text{ইহা ৭ মাত্রা এবং তিস্র জাতি, ছন্দ = ৩।২।২} \\ 1 & 2 & 3 & & 4 & 5 & 6 & 7 & & & \end{array}$

## তাল্পাউ

জাতি = চতুঃ : মাত্রা = ১৪ : তালী = ৪ : পদ = বিষম : আবর্তন = ২ : ছন্দ = ২।৪।৪।৪  
এই তালে চারি মাত্রার বিভাগে একটি করিয়া কঁক প্রদর্শনের রীতি আছে।

ঠেকা =  $\begin{array}{cccccccccccccc} \times & & 2 & & 0 & & 3 & & 0 & & 8 & & 0 \\ \text{ধিন} & \text{ব্রজ} & | & \text{ধিন} & - & \text{ধেন} & \text{তা} & | & \text{তা} & \text{ধেন} & - & \text{ধেন} & | & \text{তা} & - & \text{ব্রজ} \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \end{array}$

$\begin{array}{cccccccccccccc} \times & & 2 & & 0 & & 3 & & 0 & & 8 & & 0 \\ \text{তা} & - & | & \text{তা} & - & \text{ধেন} & \text{তা} & | & \text{তা} & \text{ধেন} & - & \text{ধেন} & | & \text{তা} & - & \text{ব্রজ} \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \end{array}$

মনিপুরে উক্ত তালকে শাস্ত্রীয় বর্ণযতি ও সংকয় তাল বলা হয়।

## রাজমেল অথবা ভূষনা

জাতি = মিশ্র : মাত্রা = ৭ : তালী = ২ : পদ = বিষম : আবর্তন = ৩ : ছন্দ = ৪।৩

ঠেকা =  $\begin{array}{cccccccccccc} \times & & 2 & & \times & & 2 \\ \text{ধিন} & - & \text{ধেন} & - & | & \text{ধিন} & \text{ধেন} & - & | & \text{ধিন} & - & \text{ধেন} & - & | & \text{ধিন} & \text{ধিন} & - & | \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \end{array}$

$\begin{array}{ccccccc} \times & & 2 \\ \text{ভেন} & - & \text{তা} & - & | & \text{খিং} & \text{ধিন} & \text{ধর} \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array}$

মনিপুরে উক্ত তালকে শাস্ত্রীয় রথ্যা তাল এবং কীর্তনাদীয়া লোফা তাল বলিয়াও পরিচিত।  
এই তাল সাধারণতঃ বিলম্বিত গতির মধ্যে পরিবেশিত হয়।



তালচিহ্ন :— সম = (+), অনাগ্র তালী = ২, ৩, ৪ ইত্যাদি কোণী বা কাঁক = (০), কাল = (০)

## বড় দশকোশী

মাত্রা=২৮ : ছুটাতালী=২ : মোড়াতালী=১ : কোণী=১০ : কাল=১৪ :  
 চন্দ=৮৮৮৪৮

গুরু লওয়া

<sup>+</sup> ৰাখি ১    <sup>•</sup> তাখি ২    <sup>০</sup> ৰাখি ৩    <sup>•</sup> ৰাখি ৪    <sup>০</sup> তাখি ৫    <sup>•</sup> ৰাখি ৬    <sup>০</sup> ৰাখি ৭    <sup>•</sup> ৰাখি ৮    ।    <sup>২</sup> ৰাখি ৯    <sup>•</sup> তাখি ১০    <sup>০</sup> ৰাখি ১১    <sup>•</sup> ৰাখি ১২  
<sup>০</sup> তাখি ১৩    <sup>•</sup> ৰাতা ১৪    <sup>০</sup> ৰাৱা ১৫    <sup>•</sup> ৰাৱা ১৬    ।    <sup>৩</sup> ৰাতা ১৭    <sup>•</sup> তাতা ১৮    <sup>০</sup> খিখি ১৯    গুরুগুরুগুরুগুরু ।    <sup>৪</sup> ৰাখি ২০    <sup>•</sup> তা ২১    <sup>০</sup> তিন ২২  
<sup>•</sup> দা ২৩    <sup>০</sup> তিন ২৪    <sup>•</sup> দা ২৫    <sup>০</sup> খিখি ২৬    <sup>•</sup> তাখি ২৭    ।    <sup>০</sup> ২৮

ଲଘୁ ଲଘା

|      |   |      |      |      |                  |      |      |    |     |    |     |    |     |    |      |
|------|---|------|------|------|------------------|------|------|----|-----|----|-----|----|-----|----|------|
| +    | ° | °    | °    | °    | °                | ²    | °    | °  | °   | °  | °   |    |     |    |      |
| তা   | — | তিন  | দা   | তিন  | দা               | খিখি | তাখি |    | তা  | —  | তিন | দা | তিন | দা | খিখি |
| ১    | ২ | ৩    | ৪    | ৫    | ৬                | ৭    | ৮    |    | ৯   | ১০ | ১১  | ১২ | ১৩  | ১৪ | ১৫   |
|      |   |      |      |      |                  |      |      |    |     |    |     |    |     |    |      |
| °    | ° | °    | °    | °    | °                | °    | °    | °  | °   | °  | °   | °  | °   | °  | °    |
| তাখি |   | তাতা | তাতা | খিখি | গুরুগুরুগুরুগুরু |      | তা   | —  | তিন | দা | তিন |    |     |    |      |
| ১৬   |   | ১৭   | ১৮   | ১৯   | ২০               |      | ২১   | ২২ | ২৩  | ২৪ | ২৫  |    |     |    |      |
|      |   |      |      |      |                  |      |      |    |     |    |     |    |     |    |      |
|      |   |      |      | °    | °                | °    |      |    |     |    |     |    |     |    |      |
|      |   |      |      | দা   | খিখি             | তাখি |      |    |     |    |     |    |     |    |      |
|      |   |      |      | ২৬   | ২৭               | ২৮   |      |    |     |    |     |    |     |    |      |

## মধ্যম দশকোত্তী

যাত্রা = ১৪ : ছুটা তালী = ২ : জোড়া তালী = ১ : কোশী = ১০ : ছন্দ = ৪।৪।২।৪

গুরু লওয়া

|      |     |     |      |   |    |      |      |      |   |
|------|-----|-----|------|---|----|------|------|------|---|
| +    | ০   | ০   | ০    | ২ | ০  | ০    | ০    | ৩    | ০ |
| খিণা | কখি | নাক | খিণা | । | খা | কখি  | নাক  | খিণা | । |
| ১    | ২   | ৩   | ৪    |   | ৫  | ৬    | ৭    | ৮    | ৯ |
|      |     |     | ৪    |   | ০  | ০    | ০    |      |   |
|      |     |     | জাখি |   | না | তেটে | তেটে |      |   |
|      |     |     | ১০   |   | ১২ | ১৩   | ১৪   |      |   |



## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

৫৫

## লঘু লগুয়া

|        |      |      |      |        |      |      |      |    |                     |
|--------|------|------|------|--------|------|------|------|----|---------------------|
| +      | ০    | ০    | ০    | ২      | ০    | ০    | ০    | ৩  | ০                   |
| তা-উরু | তাখি | নিতা | খেটা | তা-উরু | তাখি | নিতা | খেটা | তা | কুরু কুরু কুরু কুরু |
| ১      | ২    | ৩    | ৪    | ৫      | ৬    | ৭    | ৮    | ৯  | ১০                  |
|        |      |      | ৪    | ০      | ০    | ০    |      |    |                     |
|        |      |      | তাৎ  | তা     | খে   | টা   |      |    |                     |
|        |      |      | ১১   | ১২     | ১৩   | ১৪   |      |    |                     |

## ছোট দশকোশী

মাত্রা-১ : ছুটা তালী-২ : ছোড়া তালী-১ : ফাঁক-৩ : ছন্দ-২২।১২

## গুরু লগুয়া

|        |         |        |         |             |         |          |
|--------|---------|--------|---------|-------------|---------|----------|
| +      | ০       | ২      | ০       | ৩           | ৪       | ০        |
| বা--বি | নাকবিনি | বা--বি | নাকবিনি | বা-গুরুগুরু | জাবিনাক | তেটেতেটে |
| ১      | ২       | ৩      | ৪       | ৫           | ৬       | ৭        |

## লঘু লগুয়া

|        |         |        |         |             |        |      |
|--------|---------|--------|---------|-------------|--------|------|
| +      | ০       | ২      | ০       | ৩           | ৪      | ০    |
| তা--খি | নাকখিনি | তা--খি | নাকখিনি | তা-গুরুগুরু | তাৎ তা | খিখি |
| ১      | ২       | ৩      | ৪       | ৫           | ৬      | ৭    |

## টানা দশকোশীকা

মাত্রা-১৪ : ছোড়া তালী-১ : ছুটা তালী-২ : কোশী-১০ : ছন্দ-৪।৪।২।৪

|                |         |         |           |                |         |          |
|----------------|---------|---------|-----------|----------------|---------|----------|
| +              | ০       | ০       | ০         | ২              | ০       | ০        |
| তেটেখিটিনাকখা- | খিখিতা- | তেটেতা- | তেটেতা-   | তেটেখিটিনাকখা- | খিখিতা- |          |
| ১              | ২       | ৩       | ৪         | ৫              | ৬       |          |
| ০              | ০       | ৩       | ০         | ৪              | ০       | ০        |
| খিউরুজাবি      | -জাবি-  | বা-খিখি | -গুরুগুরু | জাখি           | তেটেতা- | গেদাগেদা |
| ৭              | ৮       | ৯       | ১০        | ১১             | ১২      | ১৩       |
|                |         |         |           |                |         | ১৪       |

## বড় তেওট

মাত্রা-১৪ : তালী-৩ : ফাঁক-৪ : কাল-১ : ছন্দ-৬।৪।৪

## গুরু লগুয়া

|    |    |    |    |   |                  |    |    |
|----|----|----|----|---|------------------|----|----|
| +  | ০  | ০  | ০  | ০ | ২                | ০  | ০  |
| বা | খি | বা | খি | — | গুরুগুরুগুরুগুরু | বা | খি |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  | ৫ | ৬                | ৭  | ৮  |
|    |    |    |    |   |                  |    | ৯  |
|    |    |    |    |   |                  |    | ১০ |
|    |    |    |    |   |                  |    | ১১ |
|    |    |    |    |   |                  |    | ১২ |
|    |    |    |    |   |                  |    | ১৩ |
|    |    |    |    |   |                  |    | ১৪ |



৫৬

## কীর্তনাজ ঠেকা (লওয়া)

## লঘু লওয়া

|    |   |    |   |     |                  |     |      |      |      |
|----|---|----|---|-----|------------------|-----|------|------|------|
| +  | ০ | ০  | ০ | ০   | গুরুগুরুগুরুগুরু | ২   | ০    | ০    | ০    |
| তা | — | তা | — | —   |                  | তা  | তেটে | তেটে | খিটি |
| ১  | ২ | ৩  | ৪ | ৫   | ৬                | ৭   | ৮    | ৯    | ১০   |
|    |   |    |   | ৩   | ০                | ০   | ০    |      |      |
|    |   |    |   | নাক | দাধে             | ইদা | খেই  |      |      |
|    |   |    |   | ১১  | ১২               | ১৩  | ১৪   |      |      |

## ছোট তেওট

মাত্রা=৭ : তালী=৩ : ফাঁক=৩ : কাল=১ : ছন্দ=৩২।২

## গুরু লওয়া

|    |    |   |  |      |      |      |      |
|----|----|---|--|------|------|------|------|
| +  | ০  | ০ |  | ২    | ০    | ৩    | ০    |
| ঝা | ঝা | — |  | দিগি | দাধি | নেতা | খেটা |
| ১  | ২  | ৩ |  | ৪    | ৫    | ৬    | ৭    |

## লঘু লওয়া

|    |    |   |  |      |      |      |      |
|----|----|---|--|------|------|------|------|
| +  | ০  | ০ |  | ২    | ০    | ৩    | ০    |
| তা | তা | — |  | তেটে | তাখি | নেদা | গোদা |
| ১  | ২  | ৩ |  | ৪    | ৫    | ৬    | ৭    |

## ডাঁশ পাহিড় অথবা দাস প্যারী

মাত্রা=৮ : তালী=২ : কোশী=৬ : ছন্দ=৪।৪

## গুরু লওয়া

|    |      |      |             |      |      |      |      |
|----|------|------|-------------|------|------|------|------|
| +  | ০    | ০    | ০           | ২    | ০    | ০    | ০    |
| ঝা | দাধি | নেদা | খি-গুরুগুরু | দিগি | দাধি | নেতা | খেটা |
| ১  | ২    | ৩    | ৪           | ৫    | ৬    | ৭    | ৮    |

## লঘু লওয়া

|               |      |      |      |    |    |    |                  |
|---------------|------|------|------|----|----|----|------------------|
| +             | ০    | ০    | ০    | ২  | ০  | ০  | ০                |
| তা - গুরুগুরু | তাখি | তেটে | খিটি | তা | খি | খি | গুরুগুরুগুরুগুরু |
| ১             | ২    | ৩    | ৪    | ৫  | ৬  | ৭  | ৮                |

## ছোট দাস প্যারী

মাত্রা=৪ : তালী=২ : কাল=২ : ছন্দ=২।২

|      |      |  |     |       |
|------|------|--|-----|-------|
| +    | ০    |  | ২   | ০     |
| দাধি | নেতা |  | নাগ | দিয়া |
| ১    | ২    |  | ৩   | ৪     |



# ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

৫৭

## একআবর্তন লওয়া

মাত্রা=৮ : তালী=২ : কোশী=৬ : ছন্দ=৪।৪

|      |    |      |    |   |             |      |      |      |
|------|----|------|----|---|-------------|------|------|------|
| +    | ০  | ০    | ০  |   | ২           | ০    | ০    | ০    |
| ঝিনি | তা | তেটে | তা | । | ধি-গুরুগুরু | দাধি | নেদা | গেদা |
| ১    | ২  | ৩    | ৪  |   | ৫           | ৬    | ৭    | ৮    |

## বড় দোতুকী

মাত্রা=১৪ : তালী=২ : ফাঁক=২ : কাল=৪ : ছন্দ=৩।৪।৩।৪

## গুরু লওয়া

|    |    |    |    |   |    |   |    |    |    |    |
|----|----|----|----|---|----|---|----|----|----|----|
| +  | ০  | ২  | ০  |   | ০  | ০ | ০  | ০  | ০  | ০  |
| ঝা | গে | দা | ঝা | — | ঝা | — | ঝা | গে | দা | ঝা |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  | ৫ | ৬  | ৭ | ৮  | ৯  | ১০ | ১১ |

গুরুগুরু গুরুগুরু  
১৩ ১৪

## লঘু লওয়া

|    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|
| +  | ০  | ২  | ০  |   | ০  | ০  | ০  | ০  | ০  | ০  |
| ঝা | তে | টে | তা | — | তে | টে | তা | ধি | টি | তা |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  | ৫ | ৬  | ৭  | ৮  | ৯  | ১০ | ১১ |

গুরুগুরু গুরুগুরু  
১৩ ১৪

## ছোট দোতুকী

মাত্রা=১৪ : তালী=২ : ফাঁক=২ : কাল=২ : ছন্দ=৩।৪।৩।৪

## গুরু লওয়া

|     |   |   |    |   |     |   |    |   |    |    |
|-----|---|---|----|---|-----|---|----|---|----|----|
| +   | ০ | ২ | ০  |   | ০   | ০ | ০  | ০ | ০  | ০  |
| ধেই | — | — | তা | — | ধেই | — | তা | — | গ্ | দি |
| ১   | ২ | ৩ | ৪  | ৫ | ৬   | ৭ | ৮  | ৯ | ১০ | ১১ |

ঝা —  
১২ ১৩ ১৪

## লঘু লওয়া

|     |   |   |    |   |    |   |    |      |      |    |
|-----|---|---|----|---|----|---|----|------|------|----|
| +   | ০ | ২ | ০  |   | ০  | ০ | ০  | ০    | ০    | ০  |
| ধেই | — | — | তা | — | তা | — | তা | গুরু | গুরু | তা |
| ১   | ২ | ৩ | ৪  | ৫ | ৬  | ৭ | ৮  | ৯    | ১০   | ১১ |

ঝা —  
১২ ১৩ ১৪

মাত্রা=১৪ : তালী=২ : ফাঁক=২ : কাল=৪ : ছন্দ=৩।৪।৩।৪

## এক আবর্তন দোতুকী

|    |    |    |      |   |    |   |    |          |          |    |
|----|----|----|------|---|----|---|----|----------|----------|----|
| +  | ০  | ২  | ০    |   | ০  | ০ | ০  | ০        | ০        | ০  |
| ঝা | ধি | তা | ঝিনি | — | তা | — | তা | গুরুগুরু | গুরুগুরু | তা |
| ১  | ২  | ৩  | ৪    | ৫ | ৬  | ৭ | ৮  | ৯        | ১০       | ১১ |

ঝা —  
১২ ১৩ ১৪



## একতালী

শ্রদ্ধা লওয়া

লঘু লওয়া

## এক আবর্তন লওয়া

## ছোট লোফা

গুরু লওয়া

লঘু লওয়া

## বড় লোফা একআবত্ৰন

+   °   °   °   °   °  
 দি ষা ঝি । নাক ভেটে ভেটে । খে টা ঝা । তা গুরুগুরু গুরুগুরু  
 ১   ২   ৩   ৪   ৫   ৬   ৭   ৮   ৯   ১০   ১১   ১২



## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

৫৯

## চকুপুট

মাত্রা = ৮ : তালী = ২ : ঝাঁক = ২ : ছন্দ = ৪।৪

|    |    |    |    |   |   |    |             |
|----|----|----|----|---|---|----|-------------|
| +  | ০  |    |    |   | ২ | ০  |             |
| দা | ধি | নি | তা | । | — | ধি | ধা গুরুগুরু |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  |   | ৫ | ৬  | ৭ ৮         |

## বড় আড়তাল

মাত্রা = ২০ : জোড়া তালী = ১ : ছুটা তালী = ১ : কোশী = ১ : কাল = ১০ : ছন্দ = ৮।৪।৮

## গুরু লওয়া

|      |    |    |    |    |    |    |    |   |     |     |             |
|------|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|-----|-------------|
| +    | ০  | ০  | ০  | ০  | ০  | ০  | ০  | ২ | ০   | ০   | ০           |
| ঝোঁন | দা | ঝা | ঝা | তা | ঝা | ঝা | ঝা | । | ধেই | য়া | তা গুরুগুরু |
| ১    | ২  | ৩  | ৪  | ৫  | ৬  | ৭  | ৮  |   | ৯   | ১০  | ১১ ১২       |

  

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ৩  | ০  | ০  | ০  | ০  | ০  | ০  | ০  |
| ঝা | তা | ঝা | ঝা | তি | নি | ধি | টি |
| ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |

## লঘু লওয়া

|    |   |    |    |     |    |    |    |   |     |     |             |    |    |    |    |
|----|---|----|----|-----|----|----|----|---|-----|-----|-------------|----|----|----|----|
| +  | ০ | ০  | ০  | ০   | ০  | ০  | ০  | ২ | ০   | ০   | ০           | ৩  | ০  | ০  |    |
| তা | — | তি | নি | তিন | দা | ধি | টি | । | তেই | য়া | তা গুরুগুরু | ।  | তা | —  | তি |
| ১  | ২ | ৩  | ৪  | ৫   | ৬  | ৭  | ৮  |   | ৯   | ১০  | ১১          | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |

  

|    |     |    |    |    |
|----|-----|----|----|----|
| ০  | ০   | ০  | ০  | ০  |
| নি | তিন | দা | ধি | টি |
| ১৬ | ১৭  | ১৮ | ১৯ | ২০ |

## ছোট আড়তাল

মাত্রা = ১০ : জোড়া তালী = ১ : ছুটা তালী = ১ : কোশী = ২ : কাল = ৫ : ছন্দ = ৪।২।৪

## গুরু লওয়া

|    |     |     |      |   |             |   |      |               |
|----|-----|-----|------|---|-------------|---|------|---------------|
| +  | ০   | ০   | ০    | ২ | ০           | ৩ | ০    | ০             |
| ঝা | -ঝি | নাক | ঝিনি | । | ঝা গুরুগুরু | । | ঝাধি | নাক তেটে তেটে |
| ১  | ২   | ৩   | ৪    |   | ৫           | ৬ | ৭    | ৮ ৯ ১০        |

## লঘু লওয়া

|    |     |     |      |   |             |   |    |          |
|----|-----|-----|------|---|-------------|---|----|----------|
| +  | ০   | ০   | ০    | ২ | ০           | ৩ | ০  | ০        |
| তা | -ধি | নাক | ধিনি | । | তা গুরুগুরু | । | তা | তা ধি ধি |
| ১  | ২   | ৩   | ৪    |   | ৫           | ৬ | ৭  | ৮ ৯ ১০   |



৬০

## কীর্তনাজ ঠেকা (লওয়া)

## বড় রূপক

মাত্রা = ১২ : ঘোড়াতালী = ১ : কোশী = ৪ : কাল = ৬ : ছন্দ = ৪।৮

## গুরু লওয়া

|    |                  |    |    |    |   |     |    |     |    |      |      |
|----|------------------|----|----|----|---|-----|----|-----|----|------|------|
| +  | ০                | ০  | ২  | ০  | ০ | ০   | ০  | ০   | ০  | ০    | ০    |
| ঝা | গুরুগুরুগুরুগুরু | ঝা | ঝা | ঝা | — | তিন | দা | তিন | দা | খিখি | তাখি |
| ১  | ২                | ৩  | ৪  | ৫  | ৬ | ৭   | ৮  | ৯   | ১০ | ১১   | ১২   |

## লঘু লওয়া

|    |                  |    |    |    |   |     |    |     |    |      |      |
|----|------------------|----|----|----|---|-----|----|-----|----|------|------|
| +  | ০                | ০  | ২  | ০  | ০ | ০   | ০  | ০   | ০  | ০    |      |
| তা | গুরুগুরুগুরুগুরু | তা | তা | তা | — | তিন | দা | তিন | দা | খিখি | তাখি |
| ১  | ২                | ৩  | ৪  | ৫  | ৬ | ৭   | ৮  | ৯   | ১০ | ১১   | ১২   |

## ছোট রূপক

মাত্রা = ৬ : ঘোড়াতালী = ১ : কোশী = ২ : ছন্দ = ২।৪

## গুরু লওয়া

## লঘু লওয়া

|    |      |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |
|----|------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|
| +  | ২    | ০   | +    | ২   | ০   |      |      |     |      |     |     |
| ধো | খিটি | নাক | খিনি | খেই | য়া | তিনি | খিটি | নাক | খিনি | খেই | য়া |
| ১  | ২    | ৩   | ৪    | ৫   | ৬   | ১    | ২    | ৩   | ৪    | ৫   | ৬   |

## তেওরা

মাত্রা = ৭ : তালী = ৩ : ছন্দ = ৩২।২

## গুরু লওয়া

|    |      |    |          |      |      |    |
|----|------|----|----------|------|------|----|
| +  | ২    | ০  |          |      |      |    |
| ঝা | ঝিন্ | না | গুরুগুরু | ঝিনি | ঝিন্ | না |
| ১  | ২    | ৩  | ৪        | ৫    | ৬    | ৭  |

## লঘু লওয়া

|    |     |    |      |      |      |     |
|----|-----|----|------|------|------|-----|
| +  | ২   | ৩  |      |      |      |     |
| তা | তিন | না | তেটে | তেটে | খেটা | তাক |
| ১  | ২   | ৩  | ৪    | ৫    | ৬    | ৭   |

## কাঁপতাল

মাত্রা = ১০ : তালী = ২ : কাঁক = ২ : ছন্দ = ২।৩২।৩

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| +  | ২  | ০  | ০  |    |    |    |    |    |    |
| ঝে | নে | ঝা | গে | না | তে | নে | তা | খি | টি |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  | ৫  | ৬  | ৭  | ৮  | ৯  | ১০ |







## বীরবিজয়ম

মাত্রা = ৩৬ : জোড়া তালী = ১ : ছুটা তালী = ৩ : কোশী = ১৩ : কাল = ১৮ : ছন্দ = ৮৮৮৮৮৮

+    ০    ০    ০    ০    ০    ০    ০    ২    ০    ০    ০    ০    ০    ০  
 বা    তা    বা    বা    তা    বা    বা    বা    বা    তা    বা    বা    বা    বা  
 ১    ২    ৩    ৪    ৫    ৬    ৭    ৮    ৯    ১০    ১১    ১২    ১৩    ১৪    ১৫    ১৬

৩    ০    ০    ০    ০    ০    ০    ০    ৪    ০    ০    ০    ৫    ০  
 বা    —    বা    —    বেন্    দা    থি    টি    বাতা    তাতা    —    গুরুগুরু    বাখি    তা  
 ১৭   ১৮   ১৯   ২০   ২১   ২২   ২৩   ২৪   ২৫   ২৬   ২৭   ২৮   ২৯   ৩০

০    ০    ০    ০    ০    ০  
 তি    নি    তেন্    দা    থি    টি  
 ৩১   ৩২   ৩৩   ৩৪   ৩৫   ৩৬

## ইন্দ্রভাষ

মাত্রা = ২৬ : তালী = ৮ : কোশী = ৫ : কাল = ১৩ : ছন্দ = ৪৪২৪২৪২৪২৪

## গুরু লওয়া

+    ০    ০    ০    ০    ২    ০    ০    ০    ৩    ০    ৪  
 বেনা    জাঝে    নেছা    বেনা    বা    বা    দিছা    বেনা    বাখি    গুরুগুরু    জাখি  
 ১    ২    ৩    ৪    ৫    ৬    ৭    ৮    ৯    ১০    ১১

০    ০    ০    ৫    ০    ৬    ০    ০    ৭    ০  
 না    দিছা    বেনা    বাখি    গুরুগুরু    জাখি    না    দিছা    বেনা    বাখি    গুরুগুরু  
 ১২   ১৩   ১৪   ১৫   ১৬   ১৭   ১৮   ১৯   ২০   ২১   ২২

৮    ০    ০    ০  
 জাখি    না    তেটে    থিটি  
 ২৩   ২৪   ২৫   ২৬

## লম্বু লওয়া

+    ০    ০    ০    ০    ২    ০    ০    ০    ৩  
 তা - গুরুগুরু    তাখি    নেতা    থিটি    তা - গুরুগুরু    তাখি    নেতা    থিটি    তাখি  
 ১    ২    ৩    ৪    ৫    ৬    ৭    ৮    ৯

০    ৪    ০    ০    ০    ৫    ০    ৬    ০    ০  
 গুরুগুরু    তাৎ    তা    তেটে    তেটে    তাখি    গুরুগুরু    তাৎ    তা    তেটে    তেটে  
 ১০   ১১   ১২   ১৩   ১৪   ১৫   ১৬   ১৭   ১৮   ১৯   ২০

৭    ৮    ০    ০  
 তাখি    গুরুগুরু    তাৎ    তা    থিখি    তাখি  
 ২১   ২২   ২৩   ২৪   ২৫   ২৬







## দোজ তাল

মাত্রা = ১২ : তালী = ৩ : কোশী = ৩ : কাল = ৬ : ছন্দ = ৪।৪।৪

## গুরু লওয়া

|    |      |    |    |    |   |      |      |    |    |    |          |
|----|------|----|----|----|---|------|------|----|----|----|----------|
| +  | ০    | ০  | ০  | ২  | ০ | ০    | ০    | ৩  | ০  | ০  | ০        |
| ঝা | ঝিনি | ঝা | ঝা | ঝা | — | খিটি | তাখি | তা | —  | —  | গুরুগুরু |
| ১  | ২    | ৩  | ৪  | ৫  | ৬ | ৭    | ৮    | ৯  | ১০ | ১১ | ১২       |

## লঘু লওয়া

|    |      |    |    |   |   |      |      |    |    |    |          |
|----|------|----|----|---|---|------|------|----|----|----|----------|
| +  | ০    | ০  | ০  | ২ | ০ | ০    | ০    | ৩  | ০  | ০  | ০        |
| তা | তিনি | তা | তা | — | — | খিটি | তাখি | তা | —  | —  | গুরুগুরু |
| ১  | ২    | ৩  | ৪  | ৫ | ৬ | ৭    | ৮    | ৯  | ১০ | ১১ | ১২       |

## নন্দন তাল

মাত্রা = ৮ : তালী = ২ : কাঁক = ২ : ছন্দ = ৪।৪

|      |     |      |    |      |     |      |    |
|------|-----|------|----|------|-----|------|----|
| +    | ০   | ০    | ০  | ২    | ০   | ০    | ০  |
| গেদা | -খি | নেদা | খি | গেদা | -গি | নেতা | খি |
| ১    | ২   | ৩    | ৪  | ৫    | ৬   | ৭    | ৮  |

## ঝুঝুটি তাল

মাত্রা = ৬ : তালী = ১ : কাঁক = ১ : ছন্দ = ৬

|    |   |    |    |      |      |   |
|----|---|----|----|------|------|---|
| +  | ০ | ০  | ০  | ২    | ০    | ০ |
| ঝি | — | ঝি | না | গুরু | গুরু | । |
| ১  | ২ | ৩  | ৪  | ৫    | ৬    |   |

## মদন দোলা

মাত্রা = ২২ : তালী = ৭ : কোশী = ১৫ : ছন্দ = ২।৪।৪।২।৪।২।৪

## গুরু লওয়া

|      |          |          |    |      |    |      |      |    |    |      |      |
|------|----------|----------|----|------|----|------|------|----|----|------|------|
| +    | ০        | ০        | ০  | ২    | ০  | ০    | ০    | ৩  | ০  | ০    | ০    |
| ঝাখি | গুরুগুরু | গুরুগুরু | ।  | ঝাখি | না | দিঘা | ঝোনা | ঝা | ঝা | দিঘা | দিঘা |
| ১    | ২        | ৩        | ৪  | ৫    | ৬  | ৭    | ৮    | ৯  | ১০ | ১১   | ১২   |
| ১৩   | ১৪       | ১৫       | ১৬ | ১৭   | ১৮ | ১৯   | ২০   | ২১ | ২২ | ২৩   | ২৪   |

|      |    |      |      |
|------|----|------|------|
| ১    | ০  | ০    | ০    |
| ঝাখি | না | তেটে | খিটি |
| ১৩   | ১৪ | ১৫   | ১৬   |







$$\text{শশীশেখর} = \overset{+}{\underset{১}{\text{ধো}}} \overset{\circ}{\underset{২}{\text{দিভা}}} \mid \overset{২}{\underset{৩}{\text{গুরুগুরুধো}}} \overset{\circ}{\underset{৪}{\text{দিভা}}} \mid \overset{৩}{\underset{৫}{\text{ধোধো}}} \mid \overset{৪}{\underset{৬}{\text{ভাধো}}} \overset{\circ}{\underset{৭}{\text{দেভাখেটা}}} \mid$$

$$\overset{৫}{\underset{৮}{\text{গুরুগুরুধোগা}}} \overset{\circ}{\underset{৯}{\text{তিনিনাও}}} \mid \overset{৬}{\underset{১০}{\text{তিনাও}}} \overset{\circ}{\underset{১১}{\text{—}}} \mid$$

$$\text{গগন} = \overset{+}{\underset{১}{\text{ধো-গুরুগুরু}}} \overset{\circ}{\underset{২}{\text{ধোগা}}} \mid \overset{২}{\underset{৩}{\text{তিৎবা}}} \overset{\circ}{\underset{৪}{\text{নাও গুরুগুরু}}} \mid \overset{৩}{\underset{৫}{\text{তিৎবা}}} \mid$$

$$\overset{\circ}{\underset{৬}{\text{ভাভাভিনি}}} \mid \overset{৪}{\underset{৭}{\text{ভা}}} \overset{\circ}{\underset{৮}{\text{—}}} \mid$$

$$\text{বিষমপঞ্চম} = \overset{+}{\underset{১}{\text{ধোধো}}} \mid \overset{২}{\underset{২}{\text{ভাধো}}} \overset{\circ}{\underset{৩}{\text{দেভাখেটা}}} \mid \overset{৩}{\underset{৪}{\text{ধো}}} \overset{\circ}{\underset{৫}{\text{দিভা}}} \mid$$

$$\overset{৪}{\underset{৬}{\text{ধোগা}}} \mid \overset{৫}{\underset{৭}{\text{তি}}} \overset{\circ}{\underset{৮}{\text{—}}} \mid$$

$$\text{রূপক} = \overset{+}{\underset{১}{\text{ভেভাখেটা}}} \mid \overset{২}{\underset{২}{\text{ঘেনানাও}}} \overset{\circ}{\underset{৩}{\text{নাওনাও}}} \mid \overset{+}{\underset{৪}{\text{ভেভাখেটা}}} \mid$$

$$\overset{২}{\underset{৫}{\text{ঘেনানাও}}} \overset{\circ}{\underset{৬}{\text{নাওনাও}}} \mid$$

$$\text{সোমতাল} = \overset{+}{\underset{১}{\text{ধো-খেটা}}} \overset{\circ}{\underset{২}{\text{ভাধো}}} \mid \overset{২}{\underset{৩}{\text{দেভাখেটা}}} \overset{\circ}{\underset{৪}{\text{ঘেনাভিনি}}} \mid$$

$$\overset{৩}{\underset{৫}{\text{তাখিনেতা}}} \mid \overset{৪}{\underset{৬}{\text{ঘেনাও - গুরুগুরু}}} \overset{\circ}{\underset{৭}{\text{ভেনাৎ-তি}}} \mid$$



## হিন্দুস্থানী ঠেকা

৬৭

তালচিহ্ন = সম (+) তালী (২, ৩ ইত্যাদি) কাঁক (০)

## চৌতাল (বিম্বিত)

মাত্রা = ২৪ : তালী = ৪ : কাঁক = ২ : পদ = সম : জাতি = চতুর্নাত্তিক : ছন্দ = ৪।৪।৪।৪।৪

|   |    |    |    |    |   |   |     |    |   |    |   |   |    |    |    |    |   |    |     |    |   |
|---|----|----|----|----|---|---|-----|----|---|----|---|---|----|----|----|----|---|----|-----|----|---|
| + | ধা | গে | ধা | গে | । | ০ | দিন | তা | ক | তা | । | ২ | কং | তে | ধা | গে | । | ০  | দিন | তা | ক |
| ১ | ২  | ৩  | ৪  |    |   | ৫ | ৬   | ৭  | ৮ |    |   | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |    |   | ১৩ | ১৪  | ১৫ |   |

|    |   |    |      |      |      |      |   |    |      |     |     |      |
|----|---|----|------|------|------|------|---|----|------|-----|-----|------|
| তা | । | ৩  | তেটে | তেটে | বাগে | তেটে | । | ৪  | তেটে | কতা | গদি | ঘেনে |
| ১৬ |   | ১৭ | ১৮   | ১৯   | ২০   |      |   | ২১ | ২২   | ২৩  | ২৪  |      |

## চৌতাল (নধা)

মাত্রা = ১২ : তালী = ৪ : কাঁক = ২ : পদ = সম : জাতি = চতুর্নাত্তিক : ছন্দ = ২।২।২।২।২

|   |    |    |   |   |     |    |   |   |    |      |   |   |     |    |   |   |      |     |   |    |     |      |
|---|----|----|---|---|-----|----|---|---|----|------|---|---|-----|----|---|---|------|-----|---|----|-----|------|
| + | ধা | ধা | । | ০ | দিন | তা | । | ২ | কং | ভাগে | । | ০ | দিন | তা | । | ৩ | তেটে | কতা | । | ৪  | গদি | ঘেনে |
| ১ | ২  |    |   | ৩ | ৪   |    |   | ৫ | ৬  |      |   | ৭ | ৮   |    |   | ৯ | ১০   |     |   | ১১ | ১২  |      |

## চৌতাল (দ্রত)

মাত্রা = ৬ : তালী = ৪ : কাঁক = ২ : পদ = সম : জাতি = চতুর্নাত্তিক : ছন্দ = ১।১।১।১।১

|   |    |   |   |        |   |   |      |   |   |        |   |   |         |   |   |         |
|---|----|---|---|--------|---|---|------|---|---|--------|---|---|---------|---|---|---------|
| + | ধা | । | ০ | দিন্তা | । | ২ | কংতা | । | ০ | দিন্তা | । | ৩ | তেটেকতা | । | ৪ | গদিঘেনে |
| ১ |    |   | ২ |        |   | ৩ |      |   | ৪ |        |   | ৫ |         |   | ৬ |         |

## ২য় মত (দ্রত)

মাত্রা = ৬ : তালী = ৪ : পদ = বিষম : জাতি = চতুর্নাত্তিক : ছন্দ = ২।২।১।১

|   |    |        |   |   |      |        |   |   |         |   |   |         |
|---|----|--------|---|---|------|--------|---|---|---------|---|---|---------|
| + | ধা | দিন্তা | । | ২ | কংতা | দিন্তা | । | ৩ | তেটেকতা | । | ৪ | গদিঘেনে |
| ১ |    | ২      |   | ৩ |      | ৪      |   | ৫ |         |   | ৬ |         |

চৌতাল = কোন কোন হিন্দী গ্রন্থে এই তালকে শাস্ত্রীয় চতুস্তাল নামে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু শাস্ত্রীয় চতুস্তালের সঙ্গে বর্তমান চৌতালের কোন সাদৃশ্য নাই। তবে এই তাল যে বহু পূর্বে হইতেই প্রচলিত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নায়ক গোপাল ও বৈজু বাওয়ার গান রচনার নথ্যে। সঙ্গীত ভাষ্যের মতে দ্বাপর যুগে ইহা রাসতাল নামে খ্যাত ছিল এবং পরবর্তী কালে নোহন তাল নামে পরিচিত হয়। বিভিন্ন দেশ ভেদে ও গ্রন্থে এই তালের বিভিন্ন নাম পাওয়া



## আড়াচৌতাল (মধ্য)

মাত্রা = ১৪ : তালী = ৪ : পদ = বিষম : জাতি = চতুর্গাত্রিক : ছন্দ = ২।৪।৪।৪

|    |    |   |    |    |      |    |   |    |      |      |    |   |      |     |     |      |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|----|----|---|----|----|------|----|---|----|------|------|----|---|------|-----|-----|------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| +  |    | ২ |    | ৩  |      | ৪  |   | ৫  |      | ৬    |    | ৭ |      | ৮   |     | ৯    |  | ১০ |  | ১১ |  | ১২ |  | ১৩ |  | ১৪ |  |
| ধা | গে | । | ধা | গে | দিন্ | তা | । | কং | তাগে | দিন্ | তা | । | তেটে | কতা | গদি | ষেনে |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| ১  | ২  |   | ৩  | ৪  | ৫    | ৬  |   | ৭  | ৮    | ৯    | ১০ |   | ১১   | ১২  | ১৩  | ১৪   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

## আড়াচৌতাল (দ্রুত)

মাত্রা = ৭ : তালী = ৪ : পদ = বিষম : জাতি = চতুর্গাত্রিক : ছন্দ = ১।২।২।২

|    |   |    |      |    |   |    |    |      |    |   |      |     |     |
|----|---|----|------|----|---|----|----|------|----|---|------|-----|-----|
| +  |   | ২  |      | ৩  |   | ৪  |    | ৫    |    | ৬ |      | ৭   |     |
| ধা | । | ধা | দিন্ | তা | । | কং | তা | দিন্ | তা | । | তেটে | কতা | গদি |
| ১  |   | ২  | ৩    |    | ৪ | ৫  |    | ৬    |    | ৭ |      |     |     |

## ২য় মত (মধ্য)

মাত্রা = ১৪ : তালী = ৪ : ফাঁক = ৩ : পদ = সম : জাতি = চতুর্গাত্রিক : ছন্দ = ২।২।২।২।২।২

|    |    |   |    |    |   |      |    |   |    |      |   |      |    |   |      |     |   |     |      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|----|----|---|----|----|---|------|----|---|----|------|---|------|----|---|------|-----|---|-----|------|----|--|----|--|----|--|----|--|
| +  |    | ২ |    | ৩  |   | ৪    |    | ৫ |    | ৬    |   | ৭    |    | ৮ |      | ৯   |   | ১০  |      | ১১ |  | ১২ |  | ১৩ |  | ১৪ |  |
| ধা | গে | । | ধা | গে | । | দিন্ | তা | । | কং | তাগে | । | দিন্ | তা | । | তেটে | কতা | । | গদি | ষেনে |    |  |    |  |    |  |    |  |
| ১  | ২  |   | ৩  | ৪  |   | ৫    | ৬  |   | ৭  | ৮    |   | ৯    | ১০ |   | ১১   | ১২  |   | ১৩  | ১৪   |    |  |    |  |    |  |    |  |

## ধমার ১ম মত

মাত্রা = ১৪ : তালী = ৩ : ফাঁক = ২ : পদ = বিষম : জাতি = মিশ্র : ছন্দ = ৩।২।২।৩।৪

|   |    |    |   |    |    |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |    |    |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |
|---|----|----|---|----|----|---|----|---|---|---|----|----|---|----|----|----|----|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|
| + |    | ০  |   | ২  |    | ৩ |    | ৪ |   | ৫ |    | ৬  |   | ৭  |    | ৮  |    | ৯ |  | ১০ |  | ১১ |  | ১২ |  | ১৩ |  | ১৪ |
| ক | ধে | টে | । | ধে | টে | । | ধা | — | । | গ | দি | নে | । | দি | নে | তা | —  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |
| ১ | ২  | ৩  |   | ৪  | ৫  |   | ৬  | ৭ |   | ৮ | ৯  | ১০ |   | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |

## ২য় মত

মাত্রা = ১৪ : তালী = ৩ : ফাঁক = ১ : পদ = বিষম : জাতি = মিশ্র : ছন্দ = ৫।২।৩।৪

|   |    |    |    |    |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |    |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|---|----|----|----|----|---|----|---|---|---|----|----|---|----|----|----|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| + |    | ২  |    | ৩  |   | ৪  |   | ৫ |   | ৬  |    | ৭ |    | ৮  |    | ৯  |  | ১০ |  | ১১ |  | ১২ |  | ১৩ |  | ১৪ |  |
| ক | ধে | টে | ধে | টে | । | ধা | — | । | গ | দি | নে | । | দি | নে | তা | —  |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| ১ | ২  | ৩  | ৪  | ৫  |   | ৬  | ৭ |   | ৮ | ৯  | ১০ |   | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

যায়, যেমন—চৌতাল, চারতাল, চন্দতাল, মজীবহট্ট, পারশ্ব ভাষায় এই তালকে বলা হয় চাহারজ্বব। কবি রাধামোহন সেন ইহাকে বড় চৌতাল উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :—

ছয়মাত্রা বড়চৌতালে গাজে ।

আশ্র যন্তে গুরু দ্বি লবু মাঝে ।

শেষের গুরুতে আসিবে মান ।

পশ্চাৎ দেখহ তার বিধান । ২।১।১।২



## হিন্দুস্থানী ঠেকা

৬৯

## ৩য় মত

মাত্রা = ১৪ : তালী = ৩ : পদ = বিষম : জাতি = মিশ্র : ছন্দ = ৫।৫।৪

|   |    |    |    |    |   |    |   |   |    |    |   |    |    |    |    |  |  |  |  |
|---|----|----|----|----|---|----|---|---|----|----|---|----|----|----|----|--|--|--|--|
| + |    |    |    |    |   |    |   |   |    |    |   |    |    |    |    |  |  |  |  |
| ক | ধে | টে | ধে | টে | । | ধা | — | গ | দি | নে | । | দি | নে | তা | —  |  |  |  |  |
| ১ | ২  | ৩  | ৪  | ৫  |   | ৬  | ৭ | ৮ | ৯  | ১০ |   | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |  |  |  |  |

## পাঞ্জাবী ধমার

মাত্রা = ১৪ : তালী = ৩ : ফাঁক = ১ : পদ = বিষম : জাতি = মিশ্র : ছন্দ = ৩।৪।৩।৪

|    |     |       |   |     |     |      |          |   |      |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|-------|---|-----|-----|------|----------|---|------|-----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| +  |     |       |   |     |     |      |          |   |      |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| তা | ধিন | -ক্রে | । | ধিন | ধিন | ধাগে | ভেরেকেটে | । | ধিনা | -তা | -ক | । |  |  |  |  |  |  |  |
| ১  | ২   | ৩     |   | ৪   | ৫   | ৬    | ৭        |   | ৮    | ৯   | ১০ |   |  |  |  |  |  |  |  |

  

|  |    |          |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|----------|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |    |          |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | তা | ভেরেকেটে | তা | ভেরেকেটে |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ১১ | ১২       | ১৩ | ১৪       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## কাঁপতাল

মাত্রা = ১০ : তালী = ৩ : ফাঁক = ১ : পদ = বিষম : জাতি = মিশ্র : ছন্দ = ২।৩।২।৩

|    |     |   |    |      |    |   |      |      |   |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|---|----|------|----|---|------|------|---|----|------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| +  |     |   |    |      |    |   |      |      |   |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ধা | দেৎ | । | ধা | দিন্ | তা | । | কেটে | ভাগে | । | ধা | দিন্ | তা |  |  |  |  |  |  |  |
| ১  | ২   |   | ৩  | ৪    | ৫  |   | ৬    | ৭    |   | ৮  | ৯    | ১০ |  |  |  |  |  |  |  |

## সুরফাঁক ১ম মত

মাত্রা = ১০ : তালী = ৩ : পদ = বিষম : জাতি = চতুর্মাত্রিক : ছন্দ = ৪।২।৪

|    |      |      |    |   |      |      |   |     |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------|------|----|---|------|------|---|-----|----|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| +  |      |      |    |   |      |      |   |     |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ধা | ধেনে | নাগ্ | ধি | । | ধেনে | নাগ্ | । | গদ্ | দি | ধেনে | নাগ্ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১  | ২    | ৩    | ৪  |   | ৫    | ৬    |   | ৭   | ৮  | ৯    | ১০   |  |  |  |  |  |  |  |  |

এই তাল পূর্বে ছয় মাত্রা এবং ২।২।১।১ এইরূপ ছন্দে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু পরবর্তীকালে বিলম্বিতে পরিবেশন করিবার জন্য ইহাকে ৪।৪।২।২ এইরূপ ছন্দে পরিণত করিয়া চার'এ' বিভাগের মধ্যে একটি করিয়া ফাঁক প্রদর্শন করা হয়। আড়াচোতাল = এই তালকেও শাস্ত্রীয় চতুস্তালের অনুরূপ বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন। শাস্ত্রীয় চতুস্তালের মাত্রাকে দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ করিলে আড়াচোতালের মাত্রা সমষ্টির মিল পাওয়া যায় যেমন শাস্ত্রীয় চতুস্তালের লক্ষণ হইল এইরূপ "চতুস্তালো গুরোঃ ত্রয়োক্ততাঃ" অর্থাৎ গুরোঃ অর্থে দুই মাত্রা ও ত্রয়োক্ততাঃ অর্থে



## ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ

## ২য় মত

মাত্রা=১০ : তালী=৩ : ফাঁক=২ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=২১২১২১২

|    |    |   |      |    |   |
|----|----|---|------|----|---|
| +  | ০  | ২ | ৩    | ০  |   |
| ধা | ধা | । | দিন্ | তা | । |
| ১  | ২  |   | ৩    | ৪  |   |
|    |    |   | ৫    | ৬  |   |
|    |    |   | ৭    | ৮  |   |
|    |    |   |      | ৯  |   |
|    |    |   |      | ১০ |   |

## তেওরা

মাত্রা=৭ : তালী=৩ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্র : ছন্দ=৩১২১

|    |      |      |   |
|----|------|------|---|
| +  | ২    | ৩    |   |
| ধা | গেনে | নাগ্ | । |
| ১  | ২    | ৩    |   |
|    |      | ৪    |   |
|    |      | ৫    |   |
|    |      | ৬    |   |
|    |      | ৭    |   |

## অথবা

|    |      |    |   |
|----|------|----|---|
| +  | ২    | ৩  |   |
| ধা | দিন্ | তা | । |
| ১  | ২    | ৩  |   |
|    |      | ৪  |   |
|    |      | ৫  |   |
|    |      | ৬  |   |
|    |      | ৭  |   |

## পঞ্চম সওয়ারী (বিলম্বিত)

মাত্রা=৩০ : তালী=৫ : ফাঁক=৩ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্র : ছন্দ=৮৮৮৮৩০

|    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|---|
| +  | ০  | ২  | ০  |   |
| ধা | গে | ধা | গে | । |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  |   |
|    |    | ৫  | ৬  |   |
|    |    | ৭  | ৮  |   |
|    |    | ৯  | ১০ |   |
|    |    | ১১ | ১২ |   |
|    |    | ১৩ | ১৪ |   |
|    |    | ১৫ | ১৬ |   |

|    |     |      |   |
|----|-----|------|---|
| ৩  | ৪   | ৫    |   |
| ধা | দেং | ধাগে | । |
| ১৭ | ১৮  | ১৯   |   |
|    |     | ২০   |   |
|    |     | ২১   |   |
|    |     | ২২   |   |
|    |     | ২৩   |   |
|    |     | ২৪   |   |
|    |     | ২৫   |   |
|    |     | ২৬   |   |
|    |     | ২৭   |   |
|    |     | ২৮   |   |
|    |     | ২৯   |   |
|    |     | ৩০   |   |

[ উক্ত ঠেকার বোল সকল পাখোয়াজে বাদিত হয় ]

দেড়মাত্রা, সর্ব সাঝুলো সাড়ে তিন মাত্রা হয়। ইহা দ্বিগুণ করিলে ৭ ও চতুর্গুণ করিলে ১৪ মাত্রা হয় কিন্তু চতুস্তালের ছন্দরূপের সঙ্গে মিল নাই কারণ চতুস্তালের ছন্দ হইল এইরূপ :— ২১২১২১ এবং বর্তমান আড়াচৌতালের ছন্দ এইরূপ :— ১২১২১২, অথবা ২১৪১৪১, পূর্বের অধিকাংশ সঙ্গীতজ্ঞগণ ইহাকে ৭ মাত্রা যুক্ত তাল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, যেমন স্বর্গীয় রামসেবক মিশ্র তাঁহার “তবলা প্রকাশ” ও “তবলা বিজ্ঞান” গ্রন্থে বলিয়াছেন ইহা চারতালীযুক্ত এবং ৭

+ ২৩৪

মাত্রা, ফাঁকের ব্যবহার নাই। যেমন— ১২১২১২। কবি রাধা মোহন সেন উল্লেখ করিয়াছেন :— সাত মাত্রা আড়াচৌতাল।

কিন্তু লেখা নতে ব্যত্যয় আছে।



## হিন্দুস্থানী ঠেকা

৭১

[ নিম্নলিখিত ঠেকার বোল্ তব্‌লায় বাদিত হয় ]

## একতাল ১ম মত (ফত)

মাত্রা = ৬ : তালী = ৩ : কাক = ১ : পদ = সম : জাতি = ত্রিমাত্রিক : ছন্দ = ১২।১২।১২।১২

|    |    |    |  |    |    |    |  |    |    |    |  |    |    |    |  |  |  |  |  |
|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|--|--|--|--|--|
| +  |    |    |  |    |    |    |  |    |    |    |  |    |    |    |  |  |  |  |  |
| ধি | না | ধা |  | গে | তু | না |  | তে | টে | ধা |  | গে | তু | না |  |  |  |  |  |
| ২  | ২  | ২  |  | ২  | ২  | ২  |  | ২  | ২  | ২  |  | ২  | ২  | ২  |  |  |  |  |  |

## ১ম মত (মধ্য)

মাত্রা = ১২ : তালী = ৩ : কাক = ১ : পদ = সম : জাতি = ত্রিমাত্রিক : ছন্দ = ৩।৩।৩।৩

|      |      |    |  |      |      |    |  |    |    |      |  |          |      |    |  |  |  |  |  |
|------|------|----|--|------|------|----|--|----|----|------|--|----------|------|----|--|--|--|--|--|
| +    |      |    |  |      |      |    |  |    |    |      |  |          |      |    |  |  |  |  |  |
| ধিন্ | ধিন্ | ধা |  | ধাগে | তুন্ | না |  | কৎ | তে | ধাগে |  | ভেরেকেটে | ধিন্ | না |  |  |  |  |  |
| ১    | ২    | ৩  |  | ৪    | ৫    | ৬  |  | ৭  | ৮  | ৯    |  | ১০       | ১১   | ১২ |  |  |  |  |  |

## ২য় মত (মধ্য)

মাত্রা = ১২ : তালী = ৩ : পদ = সম : জাতি = চতুর্মাত্রিক : ছন্দ = ৪।৪।৪

|      |      |    |    |  |    |    |      |          |  |      |          |    |    |  |  |  |  |  |  |
|------|------|----|----|--|----|----|------|----------|--|------|----------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| +    |      |    |    |  |    |    |      |          |  |      |          |    |    |  |  |  |  |  |  |
| ধিন্ | ধিন্ | না | না |  | ধি | না | তাগি | ভেরেকেটে |  | ধাগি | ভেরেকেটে | ধি | না |  |  |  |  |  |  |
| ১    | ২    | ৩  | ৪  |  | ৫  | ৬  | ৭    | ৮        |  | ৯    | ১০       | ১১ | ১২ |  |  |  |  |  |  |

## ২য় মত (ফত)

মাত্রা = ৬ : তালী = ৩ : পদ = সম : জাতি = চতুর্মাত্রিক : ছন্দ = ২।২।২

|      |      |  |      |      |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|--|------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| +    |      |  |      |      |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ধিনি | ধাগ্ |  | তুনা | তেটে |  | ধাগ্ | তুনা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১    | ২    |  | ৩    | ৪    |  | ৫    | ৬    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

দুই গুরু এক লঘুর পরে ।

পুনঃ এক গুরু পিণ্ডিতে ধরে ॥

লঘুর উপরে আসিবে মান ।

পরেতে দেখহ তার বিধান । যেমন = ২।২।২।

বক্তার সিংহের স্বরতাল গ্রন্থে ইহা কৃত সঙ্গীত তাল নামে উল্লেখ হইয়াছে। কোন একটি হিন্দী গ্রন্থে ইহাকে ধৃতাল ও চপক্ তাল বলা হইয়াছে। ধম্মার অথবা ধম্মার—এই তালকে বর্তমানে অনেকে বিকৃতভাবে উচ্চারণ করেন যেমন—ধাম্মার, কিন্তু ইহার প্রকৃত উচ্চারণ হইবে ধম্মার অথবা ধম্মার। এই তালকেও অনেক সঙ্গীত গুণী প্রাচীন তাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এই তাল শ্রীকৃষ্ণের সময়ে হোরী তাল বলিয়া পরিচিত ছিল এবং বাবতীর গান হোরী খেলার ভাবার্থেই রচনা হইত, কিন্তু এর পরবর্তী যুগ থেকে এই তালের বিশেষ প্রচলন ছিলনা, এর পর ১৭৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মহম্মদ শাহ (২য়) সময়ে সদারঙ্গ এই তালকে ধম্মার নামে প্রচলন করেন। গোপেশ্বর বাবু বলেন 'ধম্' অর্থে শ্রীকৃষ্ণের রীতি, এই অর্থে ধম্মার নাম হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের যুগে এই তাল যে



## ৩য় মত (মধ্য)

মাত্রা=১২ : তালী=৪ : ঝাঁক=২ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=২২২২২২২২

+  
ধিন্ ধিন্ । ধা ধাগে । তুন্ না । কং তে । ধাগে তেরেকেটে । ধিন না  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

## ৩য় মত (বিলম্বিত)

মাত্রা=২৪ : তালী=৪ : ঝাঁক=২ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=৪৪৪৪৪৪৪৪

+  
ধিন্ -- ত্রেটে ধিন্ -- ত্রেটে । ধা ষেধে তেরে কেটে । তিন -- ত্রেটে না  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

না-নানা । দেং দেংদেং তা -- ত্রেটে । ধা ষেধে তেরে কেটে ।  
১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০

৪  
ধিন্ -- ত্রেটে ধা ধা-ধাধা ।  
২১ ২২ ২৩ ২৪

## ৩য় মত (যতি বিলম্বিত)

মাত্রা=৪৮ : তালী=৪ : ঝাঁক=২ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=৮৮৮৮৮৮৮৮

+  
ধিন্ --- ক্রে ধেং ধেং-তেটে ধিন্ --- ক্রে ধেং ধেং-তেটে । ধা -- ত্রেটে  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ধা -- ক্রে ধা-ধেধে তে রে কে টে । তিন্ --- ক্রে তেং তেং-তেটে না  
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১

০  
-- ত্রেটে না না-নানা । দেং --- দেং দেংদেং তা --- ক্রে তেং তেং-তেটে ।  
২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২

৪  
ধা -- ত্রেটে ধা -- ক্রে ধা-ধেধে তে রে কে টে । ধিন্ --- ক্রে ধেং  
৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩

ধেং-তেটে ধা -- ত্রেটে ধা ধা-ধাধা ।  
৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮

প্রচলিত ছিল তাহা হয়ত অনেকের বিশ্বাস না হইতেও পারে। কিন্তু ইহার যে হোরী তাল নাম অতি সঙ্গত হইয়াছে তাহা ধমারের গানেই প্রমানিত হয়, কারণ ধমারের প্রত্যেকটি গান শ্রীকৃষ্ণের হোরী খেলার ভাবে রচিত। সদারঙ্গের সময় হইতে এই তাল যে প্রচলিত হইয়াছে ইহাও খুবই সত্য, কারণ নায়ক গোপালের সময় হইতে তানসেনের সময় পর্যন্ত কোন ধমারের গান দেখা যায় নাই। এই তালকে অনেকে ধর্মতালও বলেন। পাঞ্জাবে এই তাল ৩৪৩৪ ছন্দে ব্যবহৃত হয়।







## বর্তমান প্রচলিত (জত)

মাত্রা=৮ : তালী=৩ : ফাঁক=১ : পদ=গম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=২।২।২।২

<sup>+</sup>ধাধি ধিনা । <sup>২</sup>নাধি ধিনা । <sup>০</sup>নাতি তিনা । <sup>৩</sup>নাধি ধিনা  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

## ভিলুআড়া (মধ্য)

মাত্রা=১৬ : তালী=৩ : ফাঁক=১ : পদ=গম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=৪।৪।৪।৪

<sup>+</sup>ধা ভেরেকটে ধিন্ - -ধিন্ধিন্ । <sup>২</sup>ধা ধাগে তিন্ তিন্ । <sup>০</sup>না ভেরেকটে ধিন্  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

<sup>৩</sup>--ধিন্ধিন্ । <sup>১</sup>ধা ধাগে ধিন্ ধিন্ ।  
১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

## আড়াঠেকা (মধ্য)

মাত্রা=৮ : তালী=৩ : ফাঁক=১ : পদ=গম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=২।২।২।২

<sup>+</sup>ধা- -কে ধিন্ধা । <sup>২</sup>-ধা তিন্ । <sup>০</sup>তা- -কে ধিন্ধা । <sup>৩</sup>-ধা ধিন্  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

## ২য়

<sup>+</sup>ধে ধাগে । <sup>২</sup>-গে তা । <sup>০</sup>কৎ- -কে তাগে । <sup>৩</sup>-ধে ধা  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

## ৩য়

<sup>+</sup>ধিন্ ধা- -গে । <sup>২</sup>ধাধিন্ না- -কে । <sup>০</sup>তিন্ তা- -কে । <sup>৩</sup>নাধিন্ ধা- -কে  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

অস্ত্যবকীড়ার ছন্দ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা তেওয়ার বিপরীত, যেমন অস্ত্যবকীড়া ছন্দ—২।২।৩ এবং তেওয়ার ছন্দ ৩।২।২। [ সুওয়ারী তালের আলোচনা পরবর্তী দ্রষ্টব্য ]

একতাল=বর্তমানে ইহা তিন প্রকার ছন্দে পরিবেশিত হয়, যথা=চতুর্মাত্রিক, ত্রিমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক এর মধ্যে চতুর্মাত্রিক ছন্দ পূর্বতন প্রথা, ত্রিমাত্রিক ছন্দ বাঙ্গলাদেশে প্রচলিত এবং দ্বিমাত্রিক ছন্দ হিন্দুস্থানী ওস্তাদগণ ব্যবহার করেন। এই তাল বর্তমানে বিলম্বিতে ২৪ অতিবিলম্বিতে ৪৮, মধ্যতে ১২ এবং ক্রততে ৬ মাত্রাভুযায়ী পরিবেশন হয়। প্রাচীন কোন তালের সঙ্গে এর বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই, সঙ্গীত রসাকরে একতালী নামে যাহা উল্লিখিত



## হিন্দুস্থানী ঠেকা

৭৫

## ভেওট্ট (বিলম্বিত)

মাত্রা=২৮ : তালী=৩ : ফাঁক=১ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্রমাত্রিক : ছন্দ=৬৮।৬৮

+  
ধিন্ - - ত্রেটে ধা - - ষে- তেরে কেটে । ধিন্ - - ত্রেটে ধিন্ - - ত্রেটে ধা  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

০  
ধেধে তেরে কেটে । তিন্ - - ত্রেটে তা - - কে- তেরে কেটে । ধিন্  
১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১

- - ত্রেটে ধিন্ - - ত্রেটে ধা ষেধে তেরে কেটে ।  
২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮

## ভেওট্ট (মধ্য)

মাত্রা=১৪ : তালী=৩ : ফাঁক=১ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্রমাত্রিক : ছন্দ=৩৪।৩৪

+  
ধিন্ ধা তেরেকেটে । ধিন্ ধিন্ ধাগে তেরেকেটে । তিন্ তা তেরেকেটে ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৩  
ধিন্ ধিন্ ধাগে তেরেকেটে ।  
১১ ১২ ১৩ ১৪

## জাড়াচৌতাল (মধ্য)

মাত্রা=১৪ : তালী=৪ : পদ=বিষম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=২।৪।৪।৪

+  
ধিন্ তেরেকেটে । ধি না ভু না । ক তা ধি ধি । না ধি ধি না ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

## ফরদোস্ত (মধ্য)

মাত্রা=১৪ : তালী=৫ : পদ=বিষম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=৪।৪।২।২।২

+  
ধিন্ ধিন্ ধা ত্রেকে । ভু না ক তা । ধাত্রে ফেধি । নাক্ ধাত্রে ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫  
ফেধি নাক্ ।  
১৩ ১৪

হইয়াছে তাহা একটি ক্রতমাত্রা ও একতালমাত্রায় যুক্ত। তবলা ও সুদঙ্গ দর্পন গ্রন্থে ইহার আরও তিনটি নাম উল্লেখ করা হইয়াছে যথা=চন্দক, নিগুয়ানন্দ ও মক্কাতাল। তিন্তাল=ইহা কোন শাস্ত্রীয় তাল নয়, অনেকে সংস্কৃত ত্রিতাল নামে ব্যবহার করেন বলিয়া অনেকের ধারণা এই তাল সংস্কৃত যুগ হইতে প্রচলিত। তুহফাৎ-উল-হিন্দ নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে মুসলমান যুগে এই তাল খাম্‌সা নামে পরিচিত ছিল। কবি রাধামোহন সেন তাঁহার সঙ্গীত তরঙ্গ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে :—

চিমা ত্রিতালকে তৃতীয়া কয়। তাল পিণ্ড চারি মাত্রাতে হয়।

তোক খোরপদ খ্যাল প্রকার। অনেকে ইতে করে ব্যবহার।

হুই লব্ব এক গুরু বিধান। দ্বিতীয় লব্বতে আসিবে মান।

গুরুর পরেতে বিরাম কাল। পরেতে দেখহ সেরূপ তাল। যেনন=১।১।২



## পঞ্চম সওয়ারী

মাত্রা=১৫ : তালী=৫ : পদ=বিষম : জাতি=নিশ্চমাত্রিক : ছন্দ=৪।৪।৪।১২।১২

<sup>+</sup> ধিন্-ভেরে কেটেধি- না তিন্ । <sup>২</sup> ধিধি নাধি ধিনা তিন্ । <sup>৩</sup> ধিনা ত্রেকেধুনা  
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

কেড়েনাক্ তেৎতা । <sup>৪</sup> ধিধি <sup>৫</sup> না।ধি ধিনা ।  
 ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

## চতুর্থ সওয়ারী

মাত্রা=১৪ : তালী=৪ : পদ=বিষম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=২।৪।৪।৪

<sup>+</sup> ধিন্-ভেরেকেটে ধিনা । <sup>২</sup> ধা ধিন্ ধাগে নাগে । <sup>৩</sup> তিন্-ভেরেকেটে তিনা  
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

তিনা,তা তিনা । <sup>৪</sup> কস্তা ধিধি নাধি ধিনা ।  
 ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

## তৃতীয় অথবা তাসেকে সওয়ারী

মাত্রা=১৪ : তালী=৩ : ফাঁক=১ : পদ=বিষম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=৪।৪।২।৪

<sup>+</sup> ধিন্ ধা তেরে কেটে । <sup>২</sup> ধিন্ ধা তেরে কেটে । <sup>৩</sup> ধিন্ ধা । <sup>০</sup> তি না তি না ।  
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

রাগ কল্লভ্রম গ্রহে এই তালের লক্ষণ বলা হইয়াছে :—“ক্রতা ক্রতো বিরানান্তৌ তৃতীয় তাল কথ্যতে। অর্থাৎ তিনটি ক্রত আঘাতের পর বিরাম থাকিলে।

তিনুআড়া=বিলম্বিত তিনতালকে কিছু আড় প্রতিপন্ন করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছে তিনুয়াড়া। আড়াঠেকা=ইহার বোল বিষম ছন্দ অষ্টমায়ী রচিত বলিয়া নাম হইয়াছে আড়াঠেকা। বর্তমানে এই তালে টপ্পা গানই অধিক গীত হয় কিন্তু পূর্বে ইহা খেয়ালেও ব্যবহৃত হইত। বাঙ্গলাদেশে ইহা আড়াঠেকা নামে পরিচিত কিন্তু হিন্দুস্থানী ওস্তাদগণ টপ্পা তাল নামে ব্যবহার করেন। তেওট=ইহার সংস্কৃত নাম ‘ত্রিষ্ট’ অপভ্রংশে তেওট নামে প্রচলিত হইয়াছে, হিন্দুস্থানী ওস্তাদগণের মধ্যে ইহা কুনরা নামে পরিচিত। ফরদোস্ত=ফরদোস্ত শব্দ ফার্সী ভাষার অন্তর্গত। কবি রাধাগোহন সেন তাঁহার সঙ্গীত তরঙ্গগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই তাল আনীর খস্ক দ্বারা রচিত এবং ইহার মাত্রা ৯, এবং ছন্দ হইবে এইরূপ ৩।৩।৩।২।২, কিন্তু বর্তমানে ফরদোস্ত বলিয়া বাহা পরিচিত তাহার মাত্রা সমষ্টি ১৪ এবং তালী ৫, এর মধ্যেও

+ ২ ৩ ৪ ৫

ছন্দের মতান্তর আছে, কোন কোন মতে ইহার ছন্দ বলা হইয়াছে ৪।৪।২।২।২, ২য় মতে + ০ ২ ০ ৩ ৪ ৫ + ২ ৩ ৪ ০ ৫ ০

২।২।২।২।২।২, ৩য় মতে ২।২।২।২।২।২, সওয়ারী=সওয়ারী একপ্রকার বাজেব নাম যথা—কাড়ানাকাড়া, তাসা ইত্যাদি, অনেকের মত এই প্রকার বাজ যন্ত্রে যে সকল তাল পূর্বে



## হিন্দুস্থানী ঠেকা

৭৭

## কয়েদ সওয়ারী

মাত্রা=২০ : তালী=৫ : ফাঁক=১ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্রমাত্রিক : ছন্দ=৩৩২৪৪৪৪

<sup>+</sup>ধি না কতা । <sup>০</sup>তি না তেরেকটে । <sup>২</sup>ধিন্ তেরেকটে ধিনা । <sup>৩</sup>ধা ধিন্ ধাগে  
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১  
 নাগে । <sup>৪</sup>তি তেরেকটে তিনা তিনা তিনা । <sup>৫</sup>কতা ধিধি নাধি ধিনা ।  
 ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০

## কাওয়াল সওয়ারী

মাত্রা=১৪ : তালী=৫ : ফাঁক=১ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্রমাত্রিক : ছন্দ=৩২১২৩২১২

<sup>+</sup>ধিন্ ধা তেরেকটে । <sup>২</sup>ধেধে নাগ্ । <sup>৩</sup>ধেধে নাগ্ । <sup>৪</sup>তাগে নেতা গেনে ।  
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০  
<sup>৫</sup>ভিন্ ভিন্ । <sup>০</sup>তাগে তেরেকটে  
 ১১ ১২ ১৩ ১৪

## কুর্ক সওয়ারী

মাত্রা=১৭ : তালী=১২ : ফাঁক=১ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্রমাত্রিক :  
ছন্দ=২১১১১১৩১১১১১২১১১১

<sup>+</sup>ধে । <sup>২</sup>টে । <sup>৩</sup>ধা । <sup>৪</sup>— । <sup>৫</sup>ধে টে ধা । <sup>৬</sup>— । <sup>৭</sup>তে । <sup>৮</sup>টে । <sup>৯</sup>ক ।  
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  
 ১০ ১১ ১২ ০  
 তা গে । দি । গে । নে  
 ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

বাদিত হইত তাহাকে সওয়ারী তাল নামেই উল্লেখ করা হইত। প্রায় ১৮ প্রকার সওয়ারী তালের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—কয়েদ সওয়ারী, কাওয়াল সওয়ারী, কুর্ক সওয়ারী, চতুর্ধসওয়ারী, চপকসওয়ারী, শেরকীসওয়ারী, তৃতীয়সওয়ারী, তাসেকেসওয়ারী, জেনানীসওয়ারী, বসারীসওয়ারী, সর্দানীসওয়ারী, মঞ্জরীসওয়ারী, লছন সওয়ারী, ষষ্ঠ সওয়ারী, সপ্তম সওয়ারী, সিতা সওয়ারী, ছোট সওয়ারী, শুদ্ধ সওয়ারী। এর মধ্যে পঞ্চম সওয়ারী ব্যতীত সবই প্রায় বর্তমানে অপ্রচলিত। এই প্রস্থে কয়েক প্রকার সওয়ারী তাল প্রদত্ত হইল। আন্ধা=আন্ধা শব্দ পাঞ্জাবী ভাষার অন্তর্গত এবং পাঞ্জাব দেশ হইতেই এই তালের প্রচলন হইয়াছে। অনেকে কাওয়ালী তালকে আন্ধা বলিয়া থাকেন এবং ইহাদের মতে কাওয়ালীর মাত্রা তিন তালের অর্দ্ধ বলিয়া ইহার প্রকারান্তর নাম হইল আন্ধা। কিন্তু বর্তমান আন্ধার ছন্দে কাওয়ালী তালের কোন সাদৃশ্য নাই, কাওয়ালী দুইটি তালাঘাত যুক্ত এবং ছন্দ



## জেনানী সওয়ারী

মাত্রা=১৫ : তালী=৬ : ফাঁক=১ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্রমাত্রিক : ছন্দ=২২২২২২২২২২

<sup>+</sup>ধিন্ ধা । <sup>২</sup>ধিন্ ধিন্ । <sup>৩</sup>ধা ধিন্ । <sup>৪</sup>ধিন্ ধা । <sup>৫</sup>ধিন্ ধিন্ না ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

<sup>৬</sup>ধাগে তেরেকটে । <sup>০</sup>ধুন্ না  
১২ ১৩ ১৪ ১৫

## বসারী সওয়ারী

মাত্রা=১৬ : তালী=৪ : ফাঁক=৪ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=২২২২২২২২২২

<sup>+</sup>ধিন্ ধা । <sup>০</sup>ধিন্ ধিন্ । <sup>২</sup>ধা ধিন্ধিন্ । <sup>৩</sup>ধাধিন্ ধিন্ধা । <sup>৪</sup>তি, তেরেকটে  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

<sup>০</sup>তিনা । <sup>০</sup>তিনা তিনা । <sup>৪</sup>কৎতা ধিন্ধিন্ । <sup>০</sup>ধা, ধিন্ ধিন্না  
১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

## অথমঙ্গরী সওয়ারী

মাত্রা=১৬ : তালী=৫ : ফাঁক=৩ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=২২২২২২২২২২

<sup>+</sup>ধা তেরেকটে । <sup>২</sup>ধিন্ ধা । <sup>০</sup>তা তেরেকটে । <sup>৩</sup>ধিন্ ধা । <sup>৪</sup>ধাগে তেরেকটে ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

<sup>০</sup>তিন্ না । <sup>৫</sup>ধাগে তেরেকটে । <sup>০</sup>ধুন্ নানা  
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

হইল ৪।৪ কিন্তু আন্ধা তিন তালী ও এক ফাঁক যুক্ত এবং ছন্দ হইল ২২২২২ অতএব কাওয়ালীর আন্ধা নাম দেওয়া সম্ভব নয়। **সেতারখানি**=ইহা আন্ধারই প্রকার ভেদ মাত্র। **ইকওয়ারী**=কোন কোন হিন্দী গ্রন্থে এই তালের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু বাঙ্গালাদেশে ইহার প্রচলন নাই, এই তালের ছন্দ প্রায় আড়াঠেকারই অল্পরূপ। **ষৎ**=অনেকের মতে শাস্ত্রীয় যতি নামের অপভ্রংশে যৎ নামের উদ্ভব, 'যৎ' তাল বলিতে দুই প্রকার যথা—মোল অথবা আট মাত্রা এবং চৌদ্দ অথবা সাত মাত্রা। চৌদ্দ অথবা সাত মাত্রার যৎ কে হিন্দুস্থানী ওস্তাদগণ **দ্বীপচণ্ডী** নামে ব্যবহার করেন, বাঙ্গালাদেশে ইহা সাত মাত্রার যৎ অথবা চাঁচর নামে পরিচিত, পূর্বে এই তালে হোরীগানই অধিক গীত হইত এই জন্ত এর অপর নাম **হোরীতাল** বর্তমানে এই তাল সাধারণতঃ ঠুংরী গানেই অধিক ব্যবহৃত হয়। **ঠুংরী**=ইহা কাওয়ালীর মত দুইটি তালী ব্যবহৃত হয়না, একটি তালী ও একটি ফাঁক দেওয়া হয়। পূর্বে এই তাল লক্ষী ঠুংরী নামে পরিচিত ছিল, কোন কোন হিন্দী গ্রন্থে দেখা যায় সম্যমানের অল্পরূপ একটি তালকে ঠুংরী বলা হইয়াছে। **ছেপ্কা**=এই তাল দেশ ভেদে দুই প্রকার ছন্দে ব্যবহৃত হয়, কহরবার দুই আবর্তনে একটি তালী ও একটি ফাঁক প্রদর্শন করিলে যাহা হয় বাঙ্গালা



## হিন্দুস্থানী ঠেকা

৭৯

## বাঁপতাল (বিলম্বিত)

মাত্রা = ২০ : তালী = ৩ : ফাঁক = ১ : পদ = বিষম : জাতি = মিশ্রমাত্রিক : ছন্দ = ৪৬৪৬৬

<sup>+</sup>ধিন্ — নাগে ত্রেটে । <sup>২</sup>ধিন্ -কে ধিন্ — নাগে ত্রেটে । <sup>০</sup>ভিন্ — নাগে  
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  
 ত্রেটে । <sup>৩</sup>ধিন্ -কে ধিন্ — নাগে ত্রেটে  
 ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০

## বাঁপতাল (জ্যত)

মাত্রা = ১০ : তালী = ৩ : ফাঁক = ১ : পদ = বিষম : জাতি = মিশ্রমাত্রিক : ছন্দ = ২১৩১৩

<sup>+</sup>ধি না । <sup>২</sup>ধি ধি না । <sup>০</sup>ভি না । <sup>৩</sup>ধি ধি না ।  
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

## সুরফাঁক (মধ্য)

মাত্রা = ১০ : তালী = ৩ : পদ = বিষম : জাতি = চতুর্মাত্রিক : ছন্দ = ৪১২৪

<sup>+</sup>ধিন্ — নাগে তেটে । <sup>২</sup>ধিন্ না । <sup>৩</sup>ধিন্ ধিন্ ধাগে তেরেকেটে  
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

## তেওরা

মাত্রা = ৭ : তালী = ৩ : পদ = বিষম : জাতি = মিশ্রমাত্রিক : ছন্দ = ৩১২২

<sup>+</sup>ধি ধি না । <sup>২</sup>ধি না । <sup>৩</sup>ধি নানা  
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

## আদ্রা

মাত্রা = ৮ : তালী = ৩ : ফাঁক = ১ : পদ = সম : জাতি = চতুর্মাত্রিক : ছন্দ = ২১২১২

<sup>+</sup>ধাধিন্ -ধা । <sup>২</sup>নাধিন্ -ধা । <sup>০</sup>নাধিন্ -তা । <sup>৩</sup>নাধিন্ -ধা  
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

দেশে তাহাট ছেপ্কা নামে পরিচিত। কোন কোন হিন্দী প্রদেশে এই তালকে 'হুট' এর বিভাগে পরিণত করিয়া তিনটি তালী ও একটি ফাঁক দেওয়া হইয়াছে। কাওয়ালী = অথবা করালী কাওয়াল ভারতীয় একাংশের লোক তাহাদের প্রাণ্য সঙ্গীতে এই তাল ব্যবহার কনিত বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে কাওয়ালী। ধুমালী = এই তালের রূপ হুট প্রকার, প্রথমটি ঠুংরীর আয় কিন্তু ঠুংরীর মত একতালী ও একফাঁক ব্যবহার না হইয়া তিন তালী একফাঁক ব্যবহার হয়। দ্বিতীয়টি সাত মাত্রা ও চারিটি তালী দেওয়া হয়। কহরবা রওয়ানী কাহার প্রভৃতি ভারতীয় লোক তাহাদের সঙ্গীতে এই তাল অধিক ব্যবহার করে বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে কহরবা



## সেভারখানি

মাত্রা=৮ : তালী=৩ : ঝাঁক=১ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=২১২১২

<sup>+</sup>ধা - -ধিন্ - -ধা- । <sup>২</sup>না - -ধিন্ - -ধা- । <sup>০</sup>না - -তিন্ - -তা- । <sup>৩</sup>না - -ধিন্ - -ধা-  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

## ইকুয়াই

মাত্রা=৮ : তালী=৩ : ঝাঁক=১ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=২১২১২

<sup>+</sup>তা ঘেঘে । <sup>২</sup>তাঘে -ঘে । <sup>০</sup>তা কেকে । <sup>৩</sup>তাঘে -ঘে  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

## ষৎ (বিলম্বিত)

মাত্রা=১৬ : তালী=৩ : ঝাঁক=১ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=৪৪৪৪৪

<sup>+</sup>ধা - -ত্রেটে ধিন্ - -ক্ষে । <sup>২</sup>ধা ধা-ধাধা তিন্ - -ত্রেটে । <sup>০</sup>না - -ত্রেটে তিন্ - -ক্ষে ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  
<sup>৩</sup>ধা ধা-ধাধা ধিন্ তেরেকেকেটে  
১৩ ১৪ ১৫ ১৬

## ষৎ (সধা)

মাত্রা=৮ : তালী=৩ : ঝাঁক=১ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=২১২১২

<sup>+</sup>ধা ধিন্ । <sup>২</sup>ধাধা তিন্ । <sup>০</sup>না তিন্ <sup>৩</sup>ধাধা ধিন্  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

## দ্বীপচণ্ডী, চাঁচর, অথবা ষৎ

মাত্রা=১৪ : তালী=৩ : ঝাঁক=১ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্রমাত্রিক : ছন্দ=৩৪১৩৪

<sup>+</sup>ধা ধিন্ — । <sup>২</sup>ধা ধা তিন্ — । <sup>০</sup>না তিন্ — । <sup>৩</sup>ধা ধা ধিন্ —  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

অনেকে কহরুবা বা কাফী নামে ব্যবহার করেন, এই তাল চকুল প্রকৃতির ইহা দ্রুতগতির মধ্যেই পরিবেশন হয়, কাহারবা প্রকৃতপক্ষে চার মাত্রার তাল কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আটমাত্রায় পরিবেশন করা হয়। দাদরা—দাদ্রা নামে একপ্রকার গান আছে, অনেকের ধারণা এই তাল বোধ হয় ঐ গানের সঙ্গেই মাত্র ব্যবহার হয়, কিন্তু তাহা নয়, দাদ্রা লঘু সঙ্গীতের তাল, ভারতীয় লঘু সঙ্গীতে এই তাল ব্যবহার হয়, একতালের অর্ধ বলিয়া ইহাকেও অনেকে আছা বলেন। কাশ্মিরী খেমটা—ইহা দাদ্রার প্রকারান্তর ছন্দ মাত্র, দাদ্রার দ্বিতীয় মাত্রার



## হিন্দুস্থানী ঠেকা

৮১

## ঝংরী

মাত্রা=৮ : তালী=১ : কাঁক=১ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=৪।৪

|   |    |     |      |      |   |   |    |     |      |      |
|---|----|-----|------|------|---|---|----|-----|------|------|
| + | ধা | ধিন | নাগে | তেটে | । | ০ | ধা | খুন | নানা | তেটে |
| ১ | ২  | ৩   | ৪    |      |   | ৫ | ৬  | ৭   | ৮    |      |

## ছেপ্কা

মাত্রা=৮ : তালী=১ : কাঁক=১ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=৪।৪

|   |      |      |      |     |   |   |      |      |      |     |
|---|------|------|------|-----|---|---|------|------|------|-----|
| + | ধাগ্ | তেটে | নাগ্ | ধিন | । | ০ | ভাগ্ | তেটে | নাগ্ | ধিন |
| ১ | ২    | ৩    | ৪    |     |   | ৫ | ৬    | ৭    | ৮    |     |

## ২য় মত

মাত্রা=৮ : তালী=৩ : কাঁক=১ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=২।২।২।২

|   |      |       |   |   |       |      |   |   |      |        |   |   |       |      |
|---|------|-------|---|---|-------|------|---|---|------|--------|---|---|-------|------|
| + | ধিন্ | তধিন্ | । | ২ | -তিন্ | নাগ্ | । | ০ | তিন্ | তাতিন্ | । | ৩ | -তিন্ | তাক্ |
| ১ | ২    |       |   | ৩ |       | ৪    |   | ৫ | ৬    |        |   | ৭ | ৮     |      |

## কাওয়ালী

মাত্রা=৮ : তালী=২ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=৪।৪

|   |    |    |    |    |   |   |      |    |      |      |
|---|----|----|----|----|---|---|------|----|------|------|
| + | ধি | ধি | ধা | তি | । | ২ | ভাগ্ | ধি | তাক্ | তাক্ |
| ১ | ২  | ৩  | ৪  |    |   | ৫ | ৬    | ৭  | ৮    |      |

## ধুমালী

মাত্রা=৮ : তালী=৩ : কাঁক=১ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=২।২।২।২

|   |    |      |   |   |    |      |   |   |      |      |   |   |      |          |
|---|----|------|---|---|----|------|---|---|------|------|---|---|------|----------|
| + | ধা | ধিন্ | । | ২ | ধা | তিন্ | । | ০ | তাক্ | ধিন্ | । | ৩ | ধাগে | ভেরেকেটে |
| ১ | ২  |      |   | ৩ |    | ৪    |   | ৫ | ৬    |      |   | ৭ | ৮    |          |

অক্ষর বাদ্ দেওয়ার জগ্ ছন্দের ভিন্নতা প্রকাশ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন কাশ্মিরের লোক-সঙ্গীতে এই তাল ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে কাশ্মিরী খেম্টা, বাঙ্গালা দেশে ইহাকে কেহ কেহ ভরতঙ্গা নাম দিয়াছেন। খেম্টা—ইহা দ্রুত একতালের অনুরূপ কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই তাল ত্রিমাত্রিক জাতীয় হইলেও ঠেকার বাণীতে প্রথম পড়ে চার'এর ছন্দে।

আড় খেম্টা—খেম্টা কে আড়্ প্রতিপন্ন করিবার জগ্ ইহার নাম হইয়াছে আড়্ খেম্টা। এই তালের বৈশিষ্ট্য হইল প্রত্যেক পদের তৃতীয় মাত্রার বাণীতে প্রথম থাকে ও গতি ধীর হয়, এই তালের গান সাধারণতঃ কাঁক পদের ২য় কিম্বা শেষ তালের ২য় মাত্রায় আরম্ভ হয়।



## ২য় মত

মাত্রা=৭ : তালী=৪ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্রমাত্রিক : ছন্দ=১।১।২।৩

|    |    |    |    |                |
|----|----|----|----|----------------|
| +  | ২  | ৩  | ৪  |                |
| ধা | ধি | না | তি | ত্রেকে ধিন্ না |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  | ৫ ৬ ৭          |

## কাহারবা

মাত্রা=৪ : তালী=১ : পদ=সম : জাতি=চতুর্মাত্রিক : ছন্দ=৪

|    |    |    |      |   |
|----|----|----|------|---|
| +  |    |    |      |   |
| ধা | ধা | না | ধিন্ | । |
| ১  | ২  | ৩  | ৪    |   |

## দাদরা

মাত্রা=৬ : তালী=১ : ফাঁক=১ : পদ=সম : জাতি=ত্রিমাত্রিক : ছন্দ=৩।৩

|    |    |    |    |       |
|----|----|----|----|-------|
| +  |    |    | ০  |       |
| ধা | ধি | না | না | তি না |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  | ৫ ৬   |

## কাশ্মিরী খেমটা অথবা ভরতঙ্গ

মাত্রা=৬ : তালী=১ : ফাঁক=১ : পদ=সম : জাতি=ত্রিমাত্রিক : ছন্দ=৩।৩

|    |   |    |    |       |
|----|---|----|----|-------|
| +  |   |    | ০  |       |
| ধি | — | না | ধা | তি না |
| ১  | ২ | ৩  | ৪  | ৫ ৬   |

## খেমটা

মাত্রা=১২ : তালী=৩ : ফাঁক=১ : পদ=সম : জাতি=ত্রিমাত্রিক : ছন্দ=৩।৩।৩।৩

|    |    |    |    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| +  |    |    | ২  |    | ০  |    | ৩  |            |
| ধা | তে | টে | না | ধি | না | তে | টে | ধি না      |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  | ৫  | ৬  | ৭  | ৮  | ৯ ১০ ১১ ১২ |

আড়খেমটা বাঙ্গালা দেশেই বেশী প্রচলিত এবং পুরাতন গানেই ইহার ব্যবহার বেশী দেখা যায়।

রূপক—সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার লক্ষন দেওয়া হইয়াছে:—“রূপকেভু বিরামান্ত-  
দ্রুতদ্বন্দ্ব মুদাহৃতঃ।” অর্থাৎ শাস্ত্র সম্মত ইহার রূপ বর্ণনা করিতে হইলে, এই বলা  
যায় যে একটি দ্রুত অর্থে দুই অক্ষর এবং পরবর্তী দ্রুত ও অস্তে বিরাম লইয়া তিন অক্ষর,  
সম্পূর্ণ তালে পাঁচটি অক্ষর হয়। এই পাঁচটি অক্ষর যদি পাঁচটি মাত্রা স্বীকার করা যায়  
তাহা হইলে ইহা পাঁচ মাত্রা এবং ছন্দ হইবে প্রথমে দুই পরে তিন, এবং তিন্ এর

শেষ মাত্রা বিরাম থাকিবে। যেমন—১ ২ ৩ ৪ ৫ কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপক  
তালের রূপ বিভিন্ন, যেমন কীর্তনাদ ও মনিপুরি পদ্ধতিতে ২।৪, কর্ণাটক পদ্ধতিতে জাতি ভেদে  
পাঁচ প্রকার রূপ বাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে ৩।২।২ ছন্দে ব্যবহৃত  
হইয়া থাকে এবং সমস্থানে ফাঁক প্রদর্শন করা হয়।



## হিন্দুস্থানী ঠেকা

৮৩

## আড়খেমটা

মাত্রা—১২ : তালী=৩ : কাঁক=১ : পদ=সম : জাতি=ত্রিশাত্তিক : ছন্দ=৩৩৩৩

+  
ধা তেরেকেটে ধিন্ । ধা ধা তিন্ । তা তেরেকেটে ধিন্ । ধা ধা ধিন্  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২য়

+  
ধা -ক্রে ধিন্ । ধা ধা তিন্ । তা -ক্রে ধিন্ । ধা ধা ধিন্  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

## রূপক্

মাত্রা=৭ : তালী=২ : কাঁক=১ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্রমাত্রিক : ছন্দ=৩১২২

০  
তিন্ তিন্ না । ধিন্ ধিন্ । ধাগে তেরেকেটে  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

২য়

০  
তিন্ তিন্ না । ধিন্ ধিন্ ধা, তেরেকেটে ধিন্ ধিন্ ধা, তেরেকেটে  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

## পোস্তা

মাত্রা=৭ : তালী=২ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্রমাত্রিক : ছন্দ=৩৪

+  
তিন্ — তাক্ । ধিন্ — ধা গে  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

২য় মত

মাত্রা=৫ : তালী=১ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্রমাত্রিক : ছন্দ=২১৩

+  
তিন্ তাক্ । ধিন্ ধা গে  
১ ২ ৩ ৪ ৫

পোস্তা অথবা পোস্ত—পোস্তা শব্দ পারস্য ভাষার অন্তর্গত। এই তাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মতান্তর আছে, প্রথমতঃ ইহার মাত্রা কেহ পাঁচ এবং কেহ সাত উল্লেখ করিয়াছেন, দ্বিতীয়ত

ইহার ছন্দ মতভেদানুযায়ী যথাক্রমে—  
+ ০ + ২০ + ২ + ০ + ২  
২১৩, ২১১২, ২১৩, ২২১২২, ৩৪,  
+ ০ ০ ২ ৩  
৩৪, ৩২১২ এই তাল গজল ইত্যাদি গানেই অধিক ব্যবহৃত হয়।



## রাবীন্দ্রিক ঠেকা

## নবপঞ্চতাল (পাখোয়াজ)

মাত্রা=১৮ : তালী=৫ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্র : ছন্দ=২৪।৪।৪।৪

+  
ধা গে । ধা গে দিন্ তা । কং তাগে দিন্ তা । তেটে ধা দিন্ তা ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

তেটে কতা গদি ঘেনে ।  
১৫ ১৬ ১৭ ১৮

## একাদশী (পাখোয়াজ)

মাত্রা=১১ : তালী=৪ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্র : ছন্দ=৩২।২।৪

+  
ধা দিন্ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে । ধাগে তেটে তাগে তেটে ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

## ২য়

+  
ধা দিন্ তা । কং তাগে । দিন্ তা । তেটে কতা গদি ঘেনে ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

## একাদশী (তব্‌লা)

+  
ধি ধি না । ধি না । ধি না । ধি ধি নাগে তেটে ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

## অর্ধকাঁপ (তব্‌লা)

মাত্রা=৫ : তালী=২ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্র : ছন্দ=২।৩

+  
ধি না । ধি ধি না ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫

## নবতাল (পাখোয়াজ)

মাত্রা=২ : তালী=৪ : পদ=বিষম : জাতি=মিশ্র : ছন্দ=৩২।২।২

+  
ধা দিন্ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে । ধাগে তেটে ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

## ২য়

+  
ধা দিন্ তা । কং তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯



## সাবীন্দ্রিক ঠেকা

৮৫

### নবতাল (তব্‌লা)

+  
ধি ধি না । ধি না । ধি ধি । নাগে তেটে ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

### রূপকড়া (পাখোয়াজ)

মাত্রা = ৮ : তালী = ৩ : পদ = বিষম : জাতি = মিশ্র : ছন্দ = ৩২।৩

+  
ধা দিন্ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে নাগ্ ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৮

### রূপকড়া (তব্‌লা)

+  
ধি ধি না । ধি না । ধি ধি না ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

### ষষ্ঠীতাল

মাত্রা = ৬ : তালী = ২ : পদ = বিষম : জাতি = মিশ্র : ছন্দ = ২।৪

+  
ধি না । ধি ধি নাগে তেটে  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

### ষষ্ঠীতাল (ধ্রুত)

মাত্রা = ৩ : তালী = ২ : পদ = বিষম : জাতি = মিশ্র : ছন্দ = ১।২

+  
ধিনা । ধিধি নাতি  
১ ২ ৩

### বাম্পকতাল

মাত্রা = ৫ : তালী = ২ : পদ = বিষম : জাতি = মিশ্র : ছন্দ = ৩।২

+  
ধি ধি না । ধি নানা ।  
১ ২ ৩ ৪ ৫



## ছন্দ

মানুষ প্রথম ছন্দকে উপলব্ধি করে গতিশীল বা প্রবহমান বস্তুর গতিভঙ্গী হইতে, অনেকের মতে শব্দ গত ধ্বনিই হইল ছন্দের উৎপত্তি স্থল। ছন্দ বলিতে বুঝায় গতি সৌন্দর্য্য, কাব্যাদিতে ধ্বনি বা ভাষা বৈশিষ্ট্য এবং সঙ্গীতে সুর বা কোন বাস্তবজাত ধ্বনির সাহায্যে এই সৌন্দর্য্য নিয়ন্ত্রিত হয়। সৌন্দর্য্য বিকাশ করাই ছন্দের একমাত্র ক্রিয়া, এই জন্য ছন্দ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যাহার সৌন্দর্য্য বোধ আছে তাহার ছন্দ বোধও আছে। মানুষ প্রথমে ছন্দকে উপলব্ধি করে অনিবদ্ধ ভাবে, কিন্তু ভাষাসৃষ্টি ও কাব্যসঙ্গীতাদির রচনার সঙ্গে সঙ্গে এই অনিবদ্ধ ছন্দকে একটা নিয়মের মধ্যে নিবদ্ধ করা হয়, এবং এই নিবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত ছন্দই সঙ্গীতে তাল ও কবিতায় ছন্দ নামে পরিচিত। ছন্দ শাস্ত্রকে ভালভাবে বুঝিতে হইলে সঙ্গীত এবং কাব্য উভয় ছন্দের সঙ্গেই পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

## কাব্য ছন্দ

কাব্য ছন্দ গঠনের উপাদান হইল অক্ষর, মাত্রা, যতি ইত্যাদি। অক্ষরের লঘু গুরু ও প্রবল দুর্বল উচ্চারণভঙ্গী এবং দ্বয় দীর্ঘ যতির সাহায্যে কাব্য ছন্দের বিভিন্নতা প্রকাশ হয়। সংস্কৃত বর্ণমালায়—য, ই, উ, ঋ, ৯ ইহার। দ্বয় অর্থাৎ লঘু, এবং আ, ঈ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ এবং অল্পস্বার বিসর্গযুক্ত বর্ণ সকল দীর্ঘ অর্থাৎ গুরু, যেমন ক, কি, কু, ক্ব, লঘু অক্ষর এবং কা, কী, কু, কে, কৈ, কো, কৌ, কং, কঃ ইত্যাদি গুরু অক্ষর। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী বর্ণ গুরু হয়\* সংযুক্ত অক্ষর হইল দ্র, প্র, ধ্য, ণ, ইহাদের পূর্বে যদি লঘু অক্ষর থাকে যেমন—অদ্র, বিপ্র, কধ্য, বর্ণ, এখানে অ, বি, ক, ব গুরু বিবেচিত হয়। প্র ও হ শব্দের পূর্ববর্তী বর্ণ বিশেষ সূত্র বলে বিকল্প দ্বয় হয়। কাব্য ছন্দে চরণের শেষে প্রয়োজনানুসারে লঘু অক্ষর বিকল্পে গুরু এবং গুরু অক্ষর বিকল্পে লঘু হইয়া থাকে। বাঙ্গলা কাব্য ছন্দে স্বাভাবিক অবস্থায় আ, ঈ, ঊ, প্রভৃতি বর্ণ এক মাত্রা বা এক অক্ষর অল্পস্বারীই উচ্চারিত হয়। যেমন—কা, কী, কু, ইত্যাদি।

কাব্য ছন্দে অক্ষরের মানদণ্ড হিসাবে মাত্রার ব্যবহার হয়, ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকার যথা—লঘু ও গুরু। ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে লঘু মাত্রায় দ্বয় স্বর, গুরু মাত্রায় দীর্ঘ স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণকে অর্দ্ধ মাত্রা বলা হয়†। এর মধ্যে ব্যঞ্জন ধ্বনি ছন্দ শাস্ত্রে অক্ষর পদবাচ্য নয় বলিয়া মাত্রা ও বর্ণ সংখ্যার মধ্যে পরিগণিত হয়না, কাব্যছন্দে ইহা পূর্বস্থিত দ্বয় স্বরের গুরুতা সম্পাদন করে মাত্র।

\* সাহস্বারঃ দীর্ঘঃ বিসর্গী চ গুরুভবেৎ।

বর্ণঃ সংযোগপূর্বঃ তথা পাদান্ত গোহপি বা। (ছন্দোমঞ্জরী) ১১১

† দ্বয় স্বরঃ একমাত্রঃ ভবেৎ। দীর্ঘ স্বরঃ দ্বিমাত্রঃ। ব্যঞ্জনং অর্দ্ধমাত্রকম্। (শ্রুতবোধ)



ছন্দ শাস্ত্রে জিহ্বার বিশ্রাম স্থানকে বলা হইয়াছে যতি, যতির অপর নাম বিচ্ছেদ, বিরাম প্রভৃতি,\* যতির যথাযথ ব্যবহারে গণ্ডেরই কি পণ্ডেরই কি তার বাক্যাংশের অর্থ, ভাব ও ছন্দরূপ ইত্যাদি সব নির্ভর করে, যেমন :— ভুমি চলিয়া যাও, না যাইলে দণ্ড পাইবে, এবং ভুমি চলিয়া যাওনা, যাইলে দণ্ড পাইবে। এই বাক্যাংশের যতি পরিবর্তনে অর্থ হইয়াছে ভিন্ন। সংস্কৃত ছন্দে পদান্তের মধ্যেই যতির প্রধান স্থান, কারণ এই স্থানেই বিরতির আকাঙ্ক্ষা হয় এই জিহ্বা স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। এই জন্য সংস্কৃত ছন্দে প্রায় সর্বত্রই পদান্তের মধ্যে একটি দীর্ঘস্বর থাকে যেমন :—

শশিবদনা ছন্দ :—ইহার প্রথম চারিটি লঘু, শেষের দুইটি গুরু বা দীর্ঘস্বর,

যেমন :— শ শি ব দ না নাং । অ জ ত রু নী নাং । বাদলা কাব্য ছন্দের মধ্যেও এইরূপ যতি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়,

যেমন :— ঝটি পড়ে : টাপুর টুপুর

নদী এল : বান্ ।

শিব ঠাকুরের : বিয়ে হল

তিন্ কননে : দান্ ॥ (রবীন্দ্রনাথ)

উক্ত কবিতার পর্বান্তে বান্ 'ও দান্' ই যতির প্রকৃত স্থান, অবশ্য বাদলা কাব্যছন্দ আলোচনায় ছন্দ-বিজ্ঞান গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে বাদলা কাব্যছন্দে যতির দ্বন্দ্ব দীর্ঘতা ভেদে চারি প্রকার ব্যবহার হয়, যথা পর্বান্তিক্ যতি দ্বন্দ্বতম, পদান্তিক্ যতি দ্বন্দ্ব, চরণান্তিক্ যতি দীর্ঘ, স্তবকান্তিক্ যতি দীর্ঘতম। বাদলা কাব্যছন্দে পর্ব, পদ, চরণ ও স্তবক এই চারিটি ভাগ আছে, যেমন—

পুরী হতে দূরে : গ্রামে নির্জনে । শিলাগয় ঘাট : চম্পক বনে ।

স্নানে চলেছেন : সব সখী সনে । কাশীর মহিষী : করুণা ।

(ছন্দোবিজ্ঞান গ্রন্থ হইতে প্রদত্ত)

এখানে ‘পুরী হতে দূরে’ একটি পর্ব, এই প্রকার দুইটি পর্ব একটি পদ, চারিটি পদে একটি চরণ এবং এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি চরণ সংযোগে এক একটি স্তবক গঠিত হয়।

সংস্কৃত (পাঠ্য) গদ্য ও পদ্য ভেদে দুই প্রকার, এর মধ্যে যাহাতে চারিটি পদ থাকে তাহার নাম পদ্য । ॥ মাতৃকশ্চ চতুর্ভাগঃ পাদ ইত্যভিধীয়তে ॥ (ছন্দোমঞ্জরী)

সংস্কৃত কবিতার প্রত্যেকটি শ্লোক চারিটি পদে অর্থাৎ চরণে গঠিত। তালের মধ্যে যেমন সম, অর্দ্ধসম ও বিষম পদ আছে সেই প্রকার সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্রেও সম, অর্দ্ধসম ও বিষম পদ উল্লিখিত হইয়াছে। যে শ্লোকের চারিটি পদই সমান অক্ষরে গঠিত তাহাকে বলা হয় সমবৃত্ত, যাহার অর্ধেক অপর অর্ধেকের তুল্য তাহাকে অর্দ্ধসমবৃত্ত, যাহার চারিটি চারি প্রকার তাহাকে বিষমবৃত্ত বলা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছন্দ আলোচনায় বলিয়াছেন :— “কাব্য ছন্দের আবর্তনের মধ্যে

\*যতি জিহ্বেষ্টে বিশ্রাম স্থানং কবিভিরুচ্যতে ।

স। বিচ্ছেদ বিরামা তৌঃ পদৈ বাচ্যা নিজেচ্ছয়া । ছন্দোমঞ্জরী ১।১৮

জিহ্বায়া ইষ্টং যৎ বিশ্রাম স্থানং কবিভিঃ সা যতিরুচ্যতে নির্দিষ্টতে ।

বিচ্ছেদবিরামবিরতিপ্রভৃতয়ঃ শব্দাঃ যতিপর্যায়াজ্ঞাতব্যঃ । (ছন্দোমঞ্জরী)



দুইটি অক্ষ আছে, একটি বড় একটি ছোট, বড়কে বলা হয় চাল, ছোটকে বলা হয় চলন,” কবিগুরুর মতে চাল হইল প্রদক্ষিণ এবং চলন হইল পদক্ষেপ—তিনি আরও বলিয়াছেন চলনের ভেদেই ছন্দের প্রকৃতি ভেদকে বুঝা যায় যেমন দুই মাত্রার চলন ক্ষিপ্ত, তিন মাত্রার চলন চঞ্চল, চারমাত্রার চলন মহর, আটনামাত্রার চলন গম্ভীর।

কবিগুরুর মতে সম, অসম ও বিষমচলন হইবে এইরূপ :—

সমচলন— ফি রে । ফি রে । আঁ থি । নী রে । পি ছু । পা নে । চা য় ।

অসমচলন— ন য় ন । ধা রা য় । প থ সে । হা রা য় । চা রে সে । পি ছ ন । পা নে ।

বিষমচলন— না হি । গো য় দি । সে রু । প জ্যো তি ।

সংস্কৃত মতে প্রথম দুইটি কবিতা সম ও তৃতীয়টি অর্দ্ধসম এবং ২, ৩, ৪ মিশ্রিত পদকে সংস্কৃত মতে বিষম বলা হয়। সঙ্গীতে যেমন মাত্রার সাহায্যে ছন্দ নিক্রপিত হয় সেই প্রকার কাব্য ছন্দে “গণ” দ্বারা ছন্দ নিক্রপিত হইয়া থাকে। গণ অর্থে সমূহ, অর্থাৎ একত্রিত ভাবে তিনটি মাত্রা বা অক্ষর সন্নিবেশকে গণ বলা হয়। গণ দুই প্রকার যথা বর্ণগণ ও মাত্রাগণ। তিনটি লঘু গুরু বর্ণ সংযোগে অথবা লঘু গুরু স্বতন্ত্রভাবে তিনটি বর্ণ সংযোগে একটি বর্ণ গণ হয়। এই প্রকার চারি বর্ণ গণ আছে, যথা—ম-গণ, য-গণ, র-গণ, স-গণ, ত-গণ, জ-গণ, ভ-গণ, ন-গণ। উক্ত গণগুলির লক্ষণ হইল এইরূপ :—

মস্ত্রি গুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো

ভাদিগুরু: পুনরাতি লঘুর্ধ্ব: ।

ভো গুরু মধ্যগতো রলমধ্য:

সোহস্তগুরু: কথিতোহস্ত লঘুস্ত: ॥ (ছন্দোমঞ্জরী) ১৮

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাহুয়ারী গণ গুলির রূপ হইবে এই প্রকার যথা—মগণ=তিনটি গুরু। নগণ=তিনটি লঘু। ভগণ=আদিতে গুরু পরে দুইটি লঘু। স্বগণ=আদিতে লঘু পরে দুইটি গুরু। জগণ=আদি অস্তে লঘু মধ্যস্থানে গুরু। রগণ=আদি অস্তে গুরু মধ্যস্থানে লঘু। সগণ=আদিতে দুইটি লঘু অস্তে একটি গুরু। তগণ=আদিতে দুইটি গুরু অস্তে একটি লঘু।

এই বর্ণ গণ গুলিকে সেতার ও তব্‌লার বাণী এবং গানের স্বর দ্বারা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যেমন—

| মগণ |     |    | নগণ |    |    | ভগণ |    |    | স্বগণ |     |    |
|-----|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|-------|-----|----|
| S   | S   | S  | ।   | ।  | ।  | S   | ।  | ।  | ।     | S   | S  |
| সা  | রে  | সা | স   | র  | স  | সা  | র  | স  | স     | রে  | সা |
| ডা  | রা  | ডা | ডি  | রি | ডি | ডা  | ডি | রি | ডি    | ডা  | রা |
| ধা  | ধিন | না | ধি  | ধি | ধি | না  | ধি | ধি | ধি    | ধিন | না |



| জ গণ |    |    | র গণ |    |    | স গণ |    |    | ত গণ |    |    |
|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|
| ।    | S  | ।  | S    | ।  | S  | ।    | ।  | S  | S    | ।  | ।  |
| স    | রে | স  | সা   | র  | সা | স    | র  | সা | সা   | রে | স  |
| ডি   | রা | ডি | ডা   | রি | ডা | ডি   | রি | ডি | ডা   | রা | ডি |
| ধি   | না | ধি | ধা   | ধি | না | ধি   | ধি | না | ধিন্ | না | ধি |

[ উক্ত বা নিম্নলিখিত যে সকল গণ ও ছন্দ উদাহরণ দেওয়া হইল তাহার মধ্যে (S) এইরূপ চিহ্নিত অক্ষর গুরু এবং (।) এইরূপ চিহ্নিত অক্ষর লঘু বুঝিতে হইবে ]

ছন্দো মঞ্জরী প্রভে সাধারণতঃ দুইটি মাত্রা গণের উল্লেখ হইয়াছে, যথা— গণ গণ (গুরু মাত্রা), ল গণ (লঘু মাত্রা) কিন্তু সঙ্গীত রত্নাকর প্রবন্ধাধ্যায়ে এক মাত্রা বা দুই মাত্রা গণ ব্যতীত আরও চারিটি মাত্রা গণের উল্লেখ হইয়াছে। একমাত্রা লঘু নামে পরিচিত এবং দুই, তিন, চার, পাঁচ ও ছয় একত্রিত ভাবে ‘পঞ্চমাত্রাগণাঃ’ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই পঞ্চ মাত্রা গণের লক্ষণ হইল :— বড়মাত্রায়ুতচ্চগণঃ। পঞ্চমাত্রায়ুতঃ পগণঃ। চতুর্মাত্রায়ুতচ্চগণঃ। ত্রিমাত্রায়ুতচ্চগণঃ। দ্বিমাত্রায়ুতোদগণঃ। অর্থাৎ ছ-গণ=ছয় মাত্রা, প-গণ=পাঁচ মাত্রা, চ-গণ=চার মাত্রা, ত-গণ=তিন মাত্রা ও দ-গণ=দুই মাত্রা বুঝায়। উক্ত গণ গুলির নিশ্চয়নে বিভিন্ন প্রস্তারের রীতি ছিল, এই বিভিন্ন গণ প্রস্তারকে যথাক্রমে বাসগণ, কামগণ, ও রতিগণ নামে উল্লেখ করা হইত।

আর্য্যাদি ছন্দের লক্ষণে চার মাত্রায়ুক্ত পাঁচটি গণের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা— সর্বগুরু, অন্তগুরু, মধ্যগুরু, আদিগুরু ও চতুর্লঘু। যেমন :—

|            |    |      |            |            |    |    |            |    |    |    |
|------------|----|------|------------|------------|----|----|------------|----|----|----|
| সর্বগুরু = | S  | S    | মধ্যগুরু = | ।          | S  | ।  | অন্তগুরু = | ।  | ।  | S  |
|            | ক। | লী   |            | গ          | নে | শ  |            | ক  | ম  | লা |
|            | সা | সা   |            | নি         | রে | নি |            | নি | নি | সা |
|            | ডা | রা   |            | ডি         | রা | ডি |            | ডি | রি | ডা |
|            | ধা | ধিন্ |            | ধি         | না | ধি |            | ধি | ধি | না |
| আদিগুরু =  | S  | ।    | ।          | চতুর্লঘু = | ।  | ।  | ।          | ।  |    |    |
|            | শ  | ফ    | র          |            | ন  | ট  | ব          | র  |    |    |
|            | সা | নি   | নি         |            | নি | নি | নি         | নি |    |    |
|            | ডা | ডি   | রি         |            | ডি | রি | ডি         | রি |    |    |
|            | না | ধি   | ধি         |            | ধি | গ  | ধি         | গ  |    |    |

সংস্কৃত ছন্দ বৃত্ত ও জ্ঞাতি তেদে দ্বিবিধ—অক্ষর গণনা নিয়মে নিবদ্ধ ছন্দের নাম বৃত্ত অথবা অক্ষর বৃত্ত এবং মাত্রার সংখ্যানুসারে রচিত ছন্দের নাম জ্ঞাতি অথবা মাত্রা বৃত্ত। মাত্রা বৃত্ত ছন্দের লক্ষণ হইল, লঘু অক্ষর একমাত্রিক ও গুরু অক্ষর দ্বিমাত্রিক ভাবে উচ্চারিত হয় এবং ছন্দের পূর্ব চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রা অনুযায়ী গঠিত থাকে যেমন :—

S । S । S । । । ।  
দে শ দে শ । ন দি ত ক রি ।

S । । । । S S  
ম স্মি ল ত ব । ভে রি ।

S । । । । S । S ।  
আ সি ল ত ব । বী র য় ন্দ ।

S । । । । S S  
আ স ন ত ব । ঘে রী ।



অক্ষর বৃত্ত ছন্দের লক্ষণ হইল লঘু গুরু দুই অক্ষরই একমাত্রিক ভাবে উচ্চারিত হয়। ইহার পর্ব্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, পাঠ্য ভঙ্গীও অপেক্ষাকৃত গম্ভীর। ইহার মূল পর্ব্ব ৮ অথবা ১০ অক্ষরে গঠিত থাকে।

যেমন :—বো | লে | চা | লে | গে | ল | দি | বা | বি | ভা | ব | রী | ষ্ | মে |

অথবা | পু | ছে | পা | পে | স্বে | খে | হুঃ | খে | প | ত | নে | উ | খা | নে |

একই কবিতা অক্ষর বৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত পাঠ্যভঙ্গী কি প্রকার হইতে পারে কোন একটি কবিতা উদাহরণ দ্বারা বুঝান বাইতে পারে যেমন :—

অক্ষর বৃত্ত :— অ | চি | রে | ন | গ | রে | উ | প | নী | ত | স | বে

মাত্রা বৃত্ত :— অ | চি | রে | ন | গ | রে | উ | প | নী | ত | স | বে

সংস্কৃত ছন্দের শ্রেণী বিভাগ :—

সংস্কৃত ছন্দে ২৬টি শ্রেণী আছে, ইহাদিগকে বলা হয় উক্তাদি, সংস্কৃত ছন্দ সকল সবই এই উক্তাদির অন্তর্গতঃ। এই ২৬টি শ্রেণীর নাম যথাক্রমে—উক্তা, অতুক্তা, মধ্যা, প্রতিষ্ঠা, স্প্রতিষ্ঠা, গায়ত্রী, উষিক্, অনুরূপ, বৃহতি, পঙ্ক্তি, তির্যুপ, জগতী, অতিজগতী, শর্করী, অতিশর্করী, অষ্ট, অত্যাষ্ট, ধৃতি, অতিধৃতি, কৃতি, প্রকৃতি, আকৃতি, বিকৃতি, সংস্কৃতি, অতিকৃতি, উৎকৃতিঃ।

যে ছন্দ এক অক্ষর বিশিষ্ট পদ তাহা উক্তার অন্তর্গত\* যেনন 'শ্রী' ছন্দঃ—শ্রী, স্তে; সা, স্তান্ । এই প্রকার যে ছন্দ দুই অক্ষর বিশিষ্ট পদ তাহা অতুক্তার অন্তর্গত। যেনন 'স্ত্রী' ছন্দ :— গোপ, স্ত্রীভিঃ, কৃষো, রেনে।

এইরূপ পর পর অক্ষরবৃদ্ধির দ্বারা ছাব্বিশটি শ্রেণীকে বুঝা যায়। উক্ত উক্তাদির মধ্যে ঋগ্বেদে সাতটি ছন্দ প্রধান ছিল যথা—গায়ত্রী, উষিক্, অনুরূপ, বৃহতি, পঙ্ক্তি, তির্যুপ, জগতি। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত ভেদে উক্ত ছন্দগুলির রূপ আবার ভিন্ন। বৈদিক সংস্কৃতিতে গায়ত্রী ছন্দ আট অক্ষর যুক্ত তিন চরণ হয় এবং লৌকিক সংস্কৃতিতে গায়ত্রী ছন্দ ছয় অক্ষর যুক্ত চার চরণ হয়। সংস্কৃত ছন্দে চার চরণযুক্ত শ্লোকই অধিক প্রচলিত। উক্ত সাতটি ছন্দের অন্তর্গত আরও বিভিন্ন ছন্দ আছে যেমন—গায়ত্রী অন্তর্গত তনুমধ্যা, শশিবদনা, সোমরাজি ইত্যাদি, উষিক্‌র অন্তর্গত মধুমতী, কুমার ললিতা, মদলেখা ইত্যাদি। অনুরূপ ছন্দ—চিত্রপদা, মানবক, গম্ভগতি ইত্যাদি। বৃহতি ছন্দে—ভূজগশিশুভূতা, ভূজঙ্গসদৃতা, মনিমধ্য ইত্যাদি। পঙ্ক্তি ছন্দে—তড়িৎগতি, মম্বা, চম্পকমালা ইত্যাদি।

\* একক্ষরের রচিত পাদস্ত বৃত্তস্ত নাম উক্তা।

• অক্ষরদ্বয়ের রচিত পাদস্ত নাম অতুক্তা।



তুপ ছন্দ—ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা ইত্যাদি।

জগতি ছন্দ—ভোটক, দ্রতবিলম্বিত, ভূজদ্রপয়াত, বংশস্থবিল ইত্যাদি। এই প্রকার বহু সংস্কৃত ছন্দ আছে। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ছন্দের চরণ শ্লোক এবং তৎসহ তবলা গেতারের বোল ও গানের স্বর দ্বারা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। [ নিম্নলিখিত ছন্দের উদাহরণে আংশিক ভাবে যে শ্লোক চরণগুলি উল্লিখিত হইতেছে তাহা একমাত্র ছন্দ বুঝাইবার জন্ত, অর্থ বুঝাইবার জন্ত নয় ]

### সংস্কৃত ছন্দের রূপ

ছন্দ = পঙক্তি : গণ = ভ, গ, ন

|    |     |    |      |      |
|----|-----|----|------|------|
| S  | I   | I  | S    | S    |
| ত  | র্গ | ক  | পজ্জ | ক্তি |
| ধা | ধি  | ধি | না   | ধিন্ |
| সা | স   | র  | গা   | মা   |
| ডা | ডি  | রি | ডা   | রা   |

ছন্দ = তনুমধ্যা : গণ = ত, য

|     |      |    |    |    |      |
|-----|------|----|----|----|------|
| S   | S    | I  | I  | S  | S    |
| নিং | তং   | ত  | হু | ম  | ধ্যা |
| ধা  | ধিন্ | ধি | ধি | না | তিন্ |
| সা  | সা   | র  | গ  | মা | পা   |
| ডা  | রা   | ডি | রি | ডা | রা   |

ছন্দ = শশিবদনা : গণ = ন, য

|    |    |    |    |    |        |
|----|----|----|----|----|--------|
| I  | I  | I  | I  | S  | S      |
| শ  | শি | ব  | দ  | না | নাং    |
| ধি | ধি | ধি | গ  | ধা | স্তিন্ |
| স  | র  | গ  | র  | সা | মা     |
| ডি | রি | ডি | রি | ডা | রা     |

ছন্দ = ভোটক : গণ = স, স, স, স

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| I  | I  | S  | I  | I  | S  | I  | I  | S  | I  | I  | S   |
| ব  | দ  | তো | ট  | ক  | ম  | ছি | স  | কা | র  | যু | তন্ |
| ধি | ধি | না | ধি | ধি | না | তি | তি | না | ধি | ধি | না  |
| স  | র  | গা | গ  | ম  | পা | ম  | প  | ধা | ধ  | নি | সাঁ |
| ডি | রি | ডা | ডি | রি | ডা | ডি | রি | ডা | ডি | রি | ডা  |



ছন্দ = বসন্ততিলক : গণ = ত, ভ, জ, গ, গ

|      |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| S    | S   |    | S  |     |    |    | S  |    |    | S  |    | S  | S  |
| স্বে | য়ং | ব  | স  | স্ত | তি | ল  | কং | ত  | ভ  | জা | জ  | গৌ | গঃ |
| ধা   | ধা  | তি | ধা | ধি  | ধি | গ  | ধা | ধি | গ  | ধা | তি | ধা | ধা |
| সা   | গা  | গ  | মা | ধ   | প  | ধ  | মা | গ  | ম  | পা | ম  | গা | সা |
| ডা   | ডা  | রি | ডা | রি  | ডি | রি | ডা | ডি | রি | ডা | রি | ডা | রা |

ছন্দ = মালিনী : গণ = ন, ন, ন, য, য

|    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|
|    |    |    |    |    |    | S  | S   | S   |    | S  | S  |    | S  | S   |
| ন  | ন  | ন  | য  | য  | যু | তে | য়ং | মা  | লি | নী | ভো | গি | লো | কৈ  |
| ঝি | ঝি | ঝি | নি | ঝি | নি | তা | খেই | তা  | ঝি | না | তা | ঝি | না | খেই |
| স  | গ  | ম  | প  | গ  | ম  | ধা | পা  | সাঁ | নি | ধা | গা | ম  | রে | সা  |
| ডি | রি | ডি | রি | ডি | রি | ডা | রা  | ডা  | রি | ডা | ডা | রি | ডা | রা  |

ছন্দ = ভুজঙ্গপ্রয়াত : গণ = য, য, য, য

|    |      |      |     |     |      |    |      |      |     |    |      |
|----|------|------|-----|-----|------|----|------|------|-----|----|------|
|    | S    | S    |     | S   | S    |    | S    | S    |     | S  | S    |
| ভু | জ    | ঙ্গ  | প্র | য়া | তং   | চ  | তু   | ভি   | র্ষ | কা | রৈঃ  |
| ধি | ধিন্ | ধিক্ | ক্র | ধা  | তিন্ | ভি | তিন্ | তিক্ | ক্র | ধা | ধিন্ |
| স  | গা   | গা   | প   | ধা  | সাঁ  | স' | ধা   | পা   | গ   | রে | সা   |
| ডি | রা   | ডা   | রি  | ডা  | রা   | ডি | রা   | ডা   | রি  | ডা | রা   |

ছন্দ = গজগতি : গণ = ন, ভ, ল, গ

|    |    |    |      |    |    |    |      |
|----|----|----|------|----|----|----|------|
|    |    |    | S    |    |    |    | S    |
| ন  | ভ  | ল  | গা   | গ  | জ  | গ  | তিঃ  |
| ধি | ধি | ন  | ধিন্ | ভি | ভি | ন  | তিন্ |
| স  | র  | গ  | পা   | গ  | প  | ধ  | সাঁ  |
| রি | ডি | রি | ডা   | রি | ডি | রি | ডা   |

ছন্দ = তুনক : গণ = র, ভ, র, জ, র

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |      |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|------|----|-----|
| S  |    | S  |    | S  |    | S  |    | S  |     | S  |    | S    |    |     |
| প  | ধ  | বা | ন  | বা | ন  | জা | ল  | পু | র্গ | হে | ম  | তু   | ন  | কম্ |
| ধা | ধি | না | ধি | না | তি | না | ধি | ধা | ধি  | না | ধি | না   | তি | না  |
| সা | গ  | রে | ম  | গা | প  | মা | ধ  | পা | নি  | ধা | স' | র্গা | র' | সাঁ |
| ডা | রি | ডা | রি | ডা | রি | ডা | রি | ডা | রি  | ডা | রি | ডা   | রি | ডা  |



নিম্নলিখিত ছন্দগুলি গানের স্বর ও বোলের দ্বারা লিখিত হইল।

ছন্দ = ব্রজভগতি : গণ = ন, জ, ন, গ

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ঝি | নি | ঝি | নি | S  | তি | নি | তি | S  |
| স  | র  | গ  | ম  | ঝা | র  | গ  | ম  | ঝা |
| ডি | রি | ডি | রি | ডা | রি | ডি | রি | ডা |

ছন্দ = মানবক : গণ = ভ, ত, ল, গ

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| S  | ধি | ধি | S  | S  | তি | S  |
| ধা | র  | গ  | না | ধা | ধ  | ধা |
| সা | রি | ডি | গা | পা | রি | সা |
| ডা |    |    | রা | ডা |    | ডা |

ছন্দ = রুক্মবতী : গণ = ভ, ন, স, স

|    |    |    |    |      |      |    |    |    |      |
|----|----|----|----|------|------|----|----|----|------|
| S  | ধি | ধি | S  | S    | S    | ধি | ধি | S  | S    |
| ধা | গ  | গ  | না | ধিন্ | ধা   | নি | নি | না | তিন্ |
| সা | ডি | রি | না | পা   | সর্গ | ডি | রি | ধা | পা   |
| ডা |    |    | ডা | রা   | ডা   |    |    | ডা | রা   |

ছন্দ = মনিসধ্য : গণ = ভ, ম, স

|    |    |    |    |      |    |    |    |      |
|----|----|----|----|------|----|----|----|------|
| S  | ধি | ধি | S  | S    | S  | ধি | ধি | S    |
| ধা | ম  | ম  | না | ধিন্ | ধা | নি | নি | না   |
| সা | ডি | রি | গা | না   | ধা | ডি | রি | সর্গ |
| ডা |    |    | ডা | রা   | ডা |    |    | ডা   |

উক্ত ছন্দগুলি একচরণ বিশিষ্ট, ইহা চারবার আবৃত্তি হইলে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্লোক ছন্দ গঠিত হয়। নিম্নে চার চরণ যুক্ত দুইটি ছন্দেরও উদাহরণ দেওয়া হইল।

ছন্দ = বৃগী : গণ = র

|    |    |    |   |    |    |    |   |      |    |    |   |    |    |    |
|----|----|----|---|----|----|----|---|------|----|----|---|----|----|----|
| S  | ধি | না | : | S  | ধি | না | : | S    | তি | না | : | S  | ধি | না |
| ধা | র  | গা | : | গা | ধ  | পা | : | সর্গ | ধ  | পা | : | গা | র  | সা |
| ডা | রি | ডা | : | ডা | রি | ডা | : | ডা   | রি | ডা | : | ডা | রি | ডা |

ছন্দ = সতী : গণ = ন, গ

|    |    |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| ধি | ধি | ধি | S  | ধি | ধি | ধি | S    | তি   | তি | তি | S  | ধি | ধি | ধি | S  |
| না | র  | গ  | না | প  | ধ  | নি | সর্গ | সর্গ | নি | ধ  | পা | ম  | গ  | র  | সা |
| ডি | রি | ডি | রা | ডি | রি | ডি | রা   | ডি   | রি | ডি | রা | ডি | রি | ডি | রা |



## সঙ্গীত ছন্দ

কাব্যে যেমন লঘু গুরু অক্ষর বিভাগে ছন্দ গঠিত হয় সেইরূপ সঙ্গীতে লঘু গুরু ইত্যাদি মাত্রা বিভাগে ছন্দের বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। কাব্যে স্বল্প দীর্ঘ অক্ষর উচ্চারণে মাত্রাও স্বল্প দীর্ঘ হয় কিন্তু সঙ্গীতে দীর্ঘ মাত্রার লঘু ও স্বল্প মাত্রার গুরু অক্ষর উচ্চারণ হইতে পারে অর্থাৎ সঙ্গীতের মাত্রা অক্ষরের স্বল্প দীর্ঘতার অপেক্ষা করে না, সে তাহার গতি নিজস্ব সময়ের মধ্যেই আবদ্ধ রাখে। কাব্য ছন্দের ও সঙ্গীত ছন্দের আর একটি পার্থক্য এই যে পাঠ্য কবিতা তাহার নিদিষ্ট ছন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ যে ছন্দে প্রথম আরম্ভ হয় তাহাতেই শেষ হয় কাব্য ছন্দের ইহাই নিয়ম। সঙ্গীতেও নিদিষ্ট একটি ছন্দ স্থির করা আছে যাহাকে বলা হয় 'তাল' এই তাল সঙ্গীত ক্রিয়ার একটি নির্ভরযোগ্য ছন্দ বা সময় মাত্র। এই সময়কে সঙ্গীত সর্বদাই অনুসরণ করে এবং সঙ্গীতের প্রথম আরম্ভও হয় এই নিদিষ্ট সময় ও ছন্দের মধ্যে, কিন্তু সঙ্গীতে বিভিন্ন আলঙ্কারিক ক্রিয়া যখন হয় তখন নিদিষ্ট সময়কে মানিয়া চলিলেও সবক্ষেত্রে নিদিষ্ট ছন্দকে অনুসরণ করা হয় না, কারণ সঙ্গীত ছন্দের বৈশিষ্ট্য হইল বিভিন্ন ছন্দান্তর দ্বারা আলঙ্কারিক ক্রিয়াগুলির অভিনবতা ও বিচিত্রতা সম্পাদন। মাত্রার সমপরিমাণানুসারে যে কোন নিয়মিত ক্রিয়া দ্বারা একপ্রকার ছন্দ প্রকাশ হয় কিন্তু ছন্দের আরও একটু বিশেষ বলিবার আছে যে পরপর যখন ছন্দের পঙ্ক্তিগুলি রূপান্তর হইতে থাকে তখনই ছন্দকে অধিক উপলব্ধি করা যায়। এই প্রকার ছন্দ ক্রিয়াই মনের উৎকলিতা আনয়ন করে ও প্রীতিদায়ক হয়।

ছন্দের যদি সর্বদা একই সমতা রক্ষা করা যায় তাহা হইলে সে হয় বৈচিত্র্যহীন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাহার ছন্দ আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছেন যে "ছন্দে পদে পদে ঠিক সমান ওজন দাবি করা কানের যেন একটা বাঁধা মোতাভের মত দাঁড়ায়, সেইটি ভেঙ্গে দিলে ছন্দের গৌরব আরও বাড়ে"। সঙ্গীত ছন্দ সম ও বিষম ভেদে দুই প্রকার, এরমধ্যে বিষম ছন্দের মধুর্য্যই বেশী ও আকর্ষণীয় হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই বিষম ছন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "বিষম মাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্ছে তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি আর একঅংশে বাধা, এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তার মূর্ত্য" এবং আরও বলিয়াছেন "এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হইত তাহা হইলে ছন্দই হইত না এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরও উন্মিয়ে দেয় এবং বিচিত্রতায় করে তোলে। এই ভ্রম অথ ছন্দের চেয়ে বিষম মাত্রার ছন্দে গতিকে যেন আরও বেশী অনুভব করা যায়"।

কবিগুরু এই উক্তি যে কতখানি সত্য তাহা ছন্দ রসিক ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিবেন।

## ছন্দ বৈচিত্র্য

সঙ্গীতে ছন্দবৈচিত্র্য আনয়ন হয় নিম্নলিখিত ক্রিয়াদ্বারা যথা—গতিপরিবর্তন, তালান্ত-পরিবর্তন, মাত্রার বিরাম অথবা অক্ষর উচ্চারণের স্থায়িত্ব এবং স্বর বা বোলের প্রবল উচ্চারণ ভঙ্গী। সঙ্গীত ছন্দের গতি পরিবর্তন বহুভাবে করা যায়, কিন্তু সাধারণতঃ সোওয়া, দেড়ী, পৌনে-দুই ও দুই গুণ গতির ব্যবহারই বেশী হয়, অনেক ক্ষেত্রে উক্ত গতিগুলি দ্বিগুণ বা চতুর্গুণও হয়,



যেমন সোওয়ার দ্বিগুণ আড়াইয়া, চতুঃগুণ পাঁচ, এই প্রকার দেড়ীর দ্বিগুণ তিন চতুঃগুণ ছয়, পৌনেছই' এর দ্বিগুণ গাড়ে তিন চতুঃগুণ সাত, ছই এর দ্বিগুণ চার চতুঃগুণ আট [ আটগুণ কে অনেকে পরছন বলেন ] সঙ্গীত পরিভাষায় দেড়গুণ গতির ছন্দকে বলা হয় আড়ী সোওয়াগুণ গতির ছন্দকে বলা হয় কুআড়ী এবং পৌনেছই গতির ছন্দকে বলা হয় বিভাড়ী।

তালাঘাত পরিবর্তন বলিতে বুঝায়—কোন তাল যদি ২৩ ছন্দে তালী দেওয়ার রীতি থাকে সেখানে ৩২ ছন্দে তালী দেওয়া, এইরূপ ৩৪ ছন্দের তালী পরিবর্তন করিয়া ৪১৩ ছন্দে তালী দেওয়া, উদাহরণ স্বরূপ কোন একটি তাল দ্বারা বুঝান যাইতে পারে যেমন "সুরক্ষাক" ইহা দশ মাত্রা, ইহার প্রকৃত ছন্দ হইল ৪২১৪, ইহাকে ২৪১৪, ৪৪১২, ৩৩৪৪, ৩৪১৩, ৪১৩৩ এই ভাবে আঘাত পরিবর্তনে ছন্দ বৈচিত্র্য করা হয়। বিরাম বলিতে বুঝায় কোন মাত্রায় অক্ষর উচ্চারণে বিরতি থাকা, এই প্রকার ছন্দকে সঙ্গীত পরিভাষায় বলা হয় দম্‌দার বা দম্‌শ্বাস ছন্দ, এর মধ্যে মাত্রার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরতিকে বলা হয় ক্ষম্‌ এবং দীর্ঘ মাত্রার বিরতিকে বলা হয় দম্‌। দম্‌ বলিতে প্রকৃত পক্ষে বুঝায় উচ্চারণের পূর্ববর্তী মাত্রার বিরতিকে, উচ্চারণের পরবর্তী মাত্রার বিরতিকে ঠিক "দম্‌" বলা যাইতে পারে না, ইহাকে কাব্য ছন্দের যতির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, অবশ্য সঙ্গীতে ইহা দম্‌দার ছন্দ নামেই পরিচিত। অক্ষর সন্নিবেশের মধ্যে কোন কোন অক্ষর যদি প্রবল ভঙ্গীর উচ্চারণ দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাহাতেও এক প্রকার ছন্দের উদ্ভব হয় ইহাকে বলা হয় প্রস্থান যুক্ত ছন্দ ( প্রস্থান অর্থে জোর বা বৌক )।

ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে সঙ্গীত ছন্দ সম ও বিষম ভেদে দুই প্রকার। সম বলিতে বুঝায় যে ছন্দে মাত্রা, অক্ষর অথবা স্বর সমভাবে বা যুগ্মভাবে গঠিত থাকে তাহাকে সম ছন্দ বলে যেমন দুইগুণ, চারগুণ, আটগুণ ইত্যাদি। বিষম ছন্দ বলিতে বুঝায় যাহা অযুগ্ম বা বক্র গতি দ্বারা গঠিত যেমন সোওয়াগুণ, দেড়গুণ ইত্যাদি গতি, অযুগ্ম মাত্রা সমন্বয়ে প্রস্থান এবং যে ছন্দে দম্‌, ক্ষম্‌ এর ব্যবহার থাকে তাহাকে বিষম ছন্দ বলা হয়।

নিম্নে বিভিন্ন ছন্দ বৈচিত্র্যের কিছু উদাহরণ দেওয়া হইল। ছন্দের মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা মাত্রা চিহ্ন দেওয়া থাকিবে। লিপিতে এইরূপ ( — ) চিহ্ন বিরাম হিসাবে ব্যবহৃত হইবে, একমাত্রার অক্ষর সমন্বয়ের মধ্যে এইরূপ চিহ্ন থাকিলে তাহারই এক অংশ বুঝিতে হইবে যেমন ধা-ধি ঠে বিরাম, - ধা ঠে বিরাম ইত্যাদি।

গতি পরিবর্তনে ছন্দের বিকাশ [ উদাহরণে প্রত্যেকটি গতি বৈচিত্র্য চার মাত্রায় লিখিত হইতেছে ]

|         |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|
| সমগুণ = | ধা | ধি | ধি | না |
|         | সা | রে | গা | মা |
|         | ডা | রা | ডা | রা |
|         | ১  | ২  | ৩  | ৪  |



|                |                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| সোওয়াগুণ =    | ধি - - - না<br>সা - - - রে<br>ডা - - - রা<br>১                   | - - - ধি -<br>- - - গা -<br>- - - ডা -<br>২                      | - - - ধি - -<br>- - - মা - -<br>- - - রা - -<br>৩                  | - না - - -<br>- পা - - -<br>- ডা - - -<br>৪                   |
| দেড়গুণ =      | ধা - ধি<br>সা - রে<br>ডা - রা<br>১                               | - না -<br>- গা -<br>- ডা -<br>২                                  | না - তি<br>মা - পা<br>রা - ডা<br>৩                                 | - না -<br>- ধা -<br>- রা -<br>৪                               |
| পৌনে দুইগুণ =  | ধি - - - - ধি - -<br>সা - - - - রে - -<br>ডা - - - - রা - -<br>১ | - না - - - - ধি -<br>- গা - - - - মা -<br>- ডা - - - - ডা -<br>২ | - - না - - - - ধি<br>- - পা - - - - ধা<br>- - রা - - - - ডা<br>৩   | - - - না - - -<br>- - - নি - - -<br>- - - রা - - -<br>৪       |
| দুইগুণ =       | ধাধি<br>সারে<br>ডারা<br>১                                        | ধিনা<br>গামা<br>ডারা<br>২                                        | নাধি<br>পাধা<br>ডারা<br>৩                                          | ধিনা<br>নিসর্গ<br>ডারা<br>৪                                   |
| আড়াইগুণ =     | ধি - না - ধি<br>সা - রে - গা<br>ডা - রা - ডা<br>১                | - ধি - না -<br>- না - পা -<br>- র - ডা -<br>২                    | ধি - না - ধি<br>মা - পা - ধা<br>ডা - রা - ডা<br>৩                  | - ধি - না -<br>- নি - সা -<br>- রা - ডা -<br>৪                |
| তিনগুণ =       | ধাধিনা<br>সারেগা<br>ডারাডা<br>১                                  | নাতিনা<br>মাপাধা<br>রাডারা<br>২                                  | ধাধিনা<br>গামাপা<br>ডারাডা<br>৩                                    | নাতিনা<br>ধানিসর্গ<br>রাডারা<br>৪                             |
| সাড়ে তিনগুণ = | ধি - ধি - না - ধি<br>সা - রে - গা - মা<br>ডা - রা - ডা - ডা<br>১ | - না - ধি - না -<br>- পা - নি - নি -<br>- রা - ডা - রা -<br>২    | ধি - ধি - না - ধি<br>সর্গ - নি - ধা - পা<br>ডা - রা - ডা - ডা<br>৩ | - না - ধি - না -<br>- মা - গা - রে -<br>- রা - ডা - রা -<br>৪ |
| চারগুণ =       | ধাধিধিনা<br>সারেগামা<br>ডারাডারা<br>১                            | নাধিধিনা<br>পাধানিসর্গ<br>ডারাডারা<br>২                          | নাতিতিনা<br>সর্গনিধাপা<br>ডারাডারা<br>৩                            | নাধিধিনা<br>মাগারেসা<br>ডারাডারা<br>৪                         |
| পাঁচগুণ =      | ধিনাধিধিনা<br>সারেগামাপা<br>ডারাডারাডা<br>১                      | ধিনাধিধিনা<br>রেগামাপাধা<br>ডারাডারাডা<br>২                      | ধিনাধিধিনা<br>গামাপাধানি<br>ডারাডারাডা<br>৩                        | ধিনাধিধিনা<br>মাপাধানিসর্গ<br>ডারাডারাডা<br>৪                 |
| ছয়গুণ =       | ধাধিনানাতিনা<br>সারেগামাপাধা<br>ডারাডারাডারা<br>১                | ধাধিনানাতিনা<br>গামাপাধানিসর্গ<br>ডারাডারাডারা<br>৩              | ধাধিনানাতিনা<br>সর্গনিধাপামাগা<br>ডারাডারাডারা<br>৪                | ধাধিনানাতিনা<br>ধাপামাগারেসা<br>ডারাডারাডারা<br>৪             |



|         |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| সাতগুণ= | ধিধিনাধিনাধিনা<br>সারেগামাপাধানি<br>ডারাডারাডারা | ধিধিনাধিনাধিনা<br>রেগামাপাধানিসা<br>ডারাডারাডারা | ধিধিনাধিনাধিনা<br>সানিধাপামাগারে<br>ডারাডারাডারা | ধিধিনাধিনাধিনা<br>নিধাপামাগারেসা<br>ডারাডারাডারা |
|         | ১                                                | ২                                                | ৩                                                | ৪                                                |

|        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| আটগুণ= | ধাধিধিনাধিনাধিনা<br>সারেগামাপাধানিসা<br>ডারাডারাডারাডারা | ধাধিধিনাধিনাধিনা<br>সানিধাপামাগারেসা<br>ডারাডারাডারাডারা | ধাধিধিনাধিনাধিনা<br>সারেগামাপাধানিসা<br>ডারাডারাডারাডারা | নাতিতিনানাধিধিনা<br>সানিধাপামাগারেসা<br>ডারাডারাডারাডারা |
|        | ১                                                        | ২                                                        | ৩                                                        | ৪                                                        |

উক্ত গতি ক্রিয়া পর পর ক্রমভে পরিণত হয়, কিন্তু ছন্দ বৈচিত্র্যের মধ্যে গতিকে বিলম্বিতও পরিণত করিবার রীতি আছে, নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গতিকে বিলম্বিত করা হয়। নিম্নলিখিত গতিক্রিয়া আট মাত্রায় লিখিত হইতেছে।

|        |              |         |              |         |         |            |         |         |
|--------|--------------|---------|--------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| ৩ গুণ= | ধিন্ - - - - | - - - - | ধিন্ - - - - | - - - - | - - - - | ধা - - - - | - - - - | - - - - |
|        | সা - - - -   | - - - - | রে - - - -   | - - - - | - - - - | গা - - - - | - - - - | - - - - |
|        | ডা - - - -   | - - - - | রা - - - -   | - - - - | - - - - | ডা - - - - | - - - - | - - - - |
|        | ১            | ২       | ৩            | ৪       | ৫       | ৬          | ৭       | ৮       |

|        |            |         |            |         |            |         |            |         |
|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| ৪ গুণ= | ধা - - - - | - - - - | ধি - - - - | - - - - | ধি - - - - | - - - - | না - - - - | - - - - |
|        | সা - - - - | - - - - | রে - - - - | - - - - | গা - - - - | - - - - | মা - - - - | - - - - |
|        | ডা - - - - | - - - - | রা - - - - | - - - - | ডা - - - - | - - - - | রা - - - - | - - - - |
|        | ১          | ২       | ৩          | ৪       | ৫          | ৬       | ৭          | ৮       |

|        |            |         |            |         |         |            |         |            |
|--------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|------------|
| ৫ গুণ= | ধি - - - - | - - - - | না - - - - | - - - - | - - - - | ধি - - - - | - - - - | ধি - - - - |
|        | সা - - - - | - - - - | রে - - - - | - - - - | - - - - | গা - - - - | - - - - | মা - - - - |
|        | ডা - - - - | - - - - | রা - - - - | - - - - | - - - - | ডা - - - - | - - - - | রা - - - - |
|        | ১          | ২       | ৩          | ৪       | ৫       | ৬          | ৭       | ৮          |
|        | - - - -    | - - - - | না - - - - | - - - - | - - - - | - - - -    | - - - - | - - - -    |
|        | - - - -    | - - - - | পা - - - - | - - - - | - - - - | - - - -    | - - - - | - - - -    |
|        | - - - -    | - - - - | ডা - - - - | - - - - | - - - - | - - - -    | - - - - | - - - -    |
|        | ৬          | ৭       | ৮          |         |         |            |         |            |

|        |              |         |              |         |            |         |            |         |              |         |            |         |
|--------|--------------|---------|--------------|---------|------------|---------|------------|---------|--------------|---------|------------|---------|
| ৬ গুণ= | ধিন্ - - - - | - - - - | ধিন্ - - - - | - - - - | ধা - - - - | - - - - | ধা - - - - | - - - - | তিন্ - - - - | - - - - | না - - - - | - - - - |
|        | সা - - - -   | - - - - | রে - - - -   | - - - - | গা - - - - | - - - - | মা - - - - | - - - - | পা - - - -   | - - - - | ধা - - - - | - - - - |
|        | ডা - - - -   | - - - - | রা - - - -   | - - - - | ডা - - - - | - - - - | রা - - - - | - - - - | ডা - - - -   | - - - - | রা - - - - | - - - - |
|        | ১            | ২       | ৩            | ৪       | ৫          | ৬       | ৭          | ৮       |              |         |            |         |

|        |              |            |              |              |            |            |              |         |  |  |  |  |
|--------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------|--|--|--|--|
| ৭ গুণ= | ধিন্ - - - - | - - - -    | ধিন্ - - - - | - - - -      | না - - - - | - - - -    | ধিন্ - - - - | - - - - |  |  |  |  |
|        | সা - - - -   | - - - -    | রে - - - -   | - - - -      | গা - - - - | - - - -    | মা - - - -   | - - - - |  |  |  |  |
|        | ডা - - - -   | - - - -    | রা - - - -   | - - - -      | ডা - - - - | - - - -    | ডা - - - -   | - - - - |  |  |  |  |
|        | ১            | ২          | ৩            | ৪            |            |            |              |         |  |  |  |  |
|        | - - - -      | না - - - - | - - - -      | ধিন্ - - - - | - - - -    | না - - - - | - - - -      | - - - - |  |  |  |  |
|        | - - - -      | পা - - - - | - - - -      | ধা - - - -   | - - - -    | নি - - - - | - - - -      | - - - - |  |  |  |  |
|        | - - - -      | রা - - - - | - - - -      | ডা - - - -   | - - - -    | রা - - - - | - - - -      | - - - - |  |  |  |  |
|        | ৫            | ৬          | ৭            | ৮            |            |            |              |         |  |  |  |  |



এই প্রকার গতিক্রিয়া কোন নির্দিষ্ট তালের মধ্যেও অভ্যাস করা বাইতে পারে, যেমন কোন তালের সোওয়াগুণ করিতে হইলে চারি আবর্তনের মধ্যে সেই তাল পাঁচবার আবর্ত্তি হইবে, এই প্রকার দেড়গুণে দুই আবর্ত্তনে তিনবার, ছইগুণে এক আবর্ত্তনে দুইবার, তিনগুণে এক আবর্ত্তনে তিনবার ইত্যাদি। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ তিনতাল বাঁপতাল, একতাল ও ঝুম্বার দেড়গুণ সমগতি সংযোগে লিখিত হইল।

## তিনতাল

|        |       |      |       |      |       |      |       |      |
|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| সম =   | +     |      |       |      | ২     |      |       |      |
| দেড় = | ধা    | ধি   | ধি    | না   | না    | ধি   | ধি    | না   |
|        | ধা-ধি | -ধি- | না-না | -ধি- | ধি-না | -না- | তি-তি | -না- |
|        | ১     | ২    | ৩     | ৪    | ৫     | ৬    | ৭     | ৮    |
| সম =   | ০     |      |       |      | ৩     |      |       |      |
| দেড় = | না    | তি   | তি    | না   | না    | ধি   | ধি    | না   |
|        | না-ধি | -ধি- | না-ধা | -ধি- | ধি-না | -না- | ধি-ধি | -না- |
|        | ৯     | ১০   | ১১    | ১২   | ১৩    | ১৪   | ১৫    | ১৬   |
| সম =   | +     |      |       |      | ২     |      |       |      |
| দেড় = | ধা    | ধি   | ধি    | না   | না    | ধি   | ধি    | না   |
|        | না-তি | -তি- | না-না | -ধি- | ধি-না | -ধা- | ধি-ধি | -না- |
|        | ১     | ২    | ৩     | ৪    | ৫     | ৬    | ৭     | ৮    |
| সম =   | ০     |      |       |      | ৩     |      |       |      |
| দেড় = | না    | তি   | তি    | না   | না    | ধি   | ধি    | না   |
|        | না-ধি | -ধি- | না-না | -তি- | তি-না | -না- | ধি-ধি | -না- |
|        | ৯     | ১০   | ১১    | ১২   | ১৩    | ১৪   | ১৫    | ১৬   |

## বাঁপতাল

|        |       |       |       |       |       |       |       |  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| সম =   | +     |       | ২     |       |       | ০     |       |  |
| দেড় = | ধি    | না    | ধি    | ধি    | না    | তি    | না    |  |
|        | ধি-না | -ধি-  | ধি-না | -তি-  | না-ধি | -ধি-  | না-ধি |  |
|        | ১     | ২     | ৩     | ৪     | ৫     | ৬     | ৭     |  |
| সম =   | ৩     |       |       | +     |       | ২     |       |  |
| দেড় = | ধি    | ধি    | না    | ধি    | না    | ধি    | ধি    |  |
|        | -না-  | ধি-ধি | -না-  | তি-না | -ধি-  | ধি-না | -ধি-  |  |
|        | ৮     | ৯     | ১০    | ১     | ২     | ৩     | ৪     |  |
| সম =   | ০     |       |       | ৩     |       |       |       |  |
| দেড় = | না    | তি    | না    | ধি    | ধি    | না    | না    |  |
|        | না-ধি | -ধি-  | না-তি | -না-  | ধি-ধি | -না-  | -না-  |  |
|        | ৫     | ৬     | ৭     | ৮     | ৯     | ১০    | ১১    |  |



## একতাল

|        |           |      |          |      |       |       |          |
|--------|-----------|------|----------|------|-------|-------|----------|
|        | +         |      |          | ২    |       |       | ০        |
| সম =   | ধিন্      | ধিন্ | ধা       | ধাগে | খুন্  | না    | কৎ       |
| দেড় = | ধিন্-ধিন্ | -ধা- | ধাগেখুন্ | -না- | কৎ-তে | -ধাগে | তেটেধিন্ |
|        | ১         | ২    | ৩        | ৪    | ৫     | ৬     | ৭        |

|        |      |           |   |      |          |      |       |
|--------|------|-----------|---|------|----------|------|-------|
| সম =   | তে   | ধাগে      | ৩ | তেটে | ধিন্     | না   | +     |
| দেড় = | -না- | ধিন্-ধিন্ |   | -ধা- | ধাগেখুন্ | -না- | ধিন্  |
|        | ৮    | ৯         |   | ১০   | ১১       | ১২   | কৎ-তে |
|        |      |           |   |      |          |      | ১     |
|        |      |           |   |      |          |      | ২     |

|        |          |      |           |      |          |      |    |    |
|--------|----------|------|-----------|------|----------|------|----|----|
| সম =   | ধা       | ২    | ধাগে      | খুন্ | না       | ০    | কৎ | তে |
| দেড় = | ভেটেধিন্ | -না- | ধিন্-ধিন্ | -ধা- | ধাগেখুন্ | -না- |    |    |
|        | ৩        | ৪    | ৫         | ৬    | ৭        |      |    |    |

|        |       |       |          |      |
|--------|-------|-------|----------|------|
| সম =   | ধাগে  | তেটে  | ধিন্     | না   |
| দেড় = | কৎ-তে | -ধাগে | তেটেধিন্ | -না- |
|        | ৯     | ১০    | ১১       | ১২   |

## স্বাম্ভরা

|       |         |       |           |      |          |      |
|-------|---------|-------|-----------|------|----------|------|
|       | +       |       |           | ২    |          |      |
| সম=   | ধিন্    | ধা    | তেটে      | ধিন্ | -ধিন্    | ধা   |
| দেড়= | ধিন্-ধা | -তেটে | ধিন্-ধিন্ | -ধা- | তেটেতিন্ | -তা- |
|       | ১       | ২     | ৩         | ৪    | ৫        | ৬    |

|        |          |        |       |         |       |         |         |
|--------|----------|--------|-------|---------|-------|---------|---------|
| সম =   | ০        |        |       |         | ৩     |         |         |
| দেড় = | তেটে     | তিন    | তা    | তেটে    | ধিন্  | ধিন্    | ধা      |
|        | তেটেধিন্ | -ধিন্- | ধা-তে | টেধিন্- | ধা-তে | টেধিন্- | ধিন্-ধা |
|        | ৭        | ৮      | ৯     | ১০      | ১১    | ১২      | ১৩      |

|       |       |         |       |           |      |          |      |
|-------|-------|---------|-------|-----------|------|----------|------|
|       |       | +       |       |           | ২    |          |      |
| সম=   | তেটে  | ধিন্    | ধা    | তেটে      | ধিন্ | ধিন্     | ধা   |
| দেড়= | -তেটে | তিন্-তা | -তেটে | ধিন্-ধিন্ | -ধা- | তেটেধিন্ | -ধা- |
|       | ১৪    | ১       | ২     | ৩         | ৪    | ৫        | ৬    |

|        |          |        |       |         |
|--------|----------|--------|-------|---------|
| সম =   | ০        |        | ৩     |         |
| দেড় = | তেটে     | তিন্   | তা    | তেটে    |
|        | তেটেধিন্ | -ধিন্- | ধা-তে | টেতিন্- |
|        | ৭        | ৮      | ৯     | ১০      |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |
|        |          |        |       |         |

এই সকল গতি অভ্যাসকালে অনেকের কঠিন মনে হইতে পারে, তবে এখানে যদি কর্ণাটক ক্রিয়াগুলি প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে সাধনার বিশেষ সহায়তা পাওয়া যায়।

|                |    |      |      |   |
|----------------|----|------|------|---|
| যেমন দেড়গুন = | ক  | অ    | ক    | অ |
|                | ধা | — ধি | — না | অ |
|                | সা | — রে | — গা | — |
|                | ডা | — রা | — ডা | — |
|                | ১  |      | ২    |   |



|            |    |    |   |    |   |    |    |   |
|------------|----|----|---|----|---|----|----|---|
| সোওয়াগুণ= | ক  | অ  | ম | ত  | ক | অ  | ম  | ত |
|            | ধি | —  | — | না | — | —  | ধি | — |
|            | সা | —  | — | রে | — | —  | গা | — |
|            | ডা | —  | — | রা | — | —  | ডা | — |
|            | ১  |    |   |    | ২ |    |    |   |
|            | ক  | অ  | ম | ত  | ক | অ  | ম  | ত |
| —          | —  | ধি | — | —  | — | না | —  | — |
| —          | —  | সা | — | —  | — | পা | —  | — |
| —          | —  | রা | — | —  | — | ডা | —  | — |
|            | ৩  |    |   |    | ৪ |    |    |   |

## মিশ্রগতির ছন্দ

চারমাত্রা বিভাগে সম ও দেড় মিশ্রিত ছন্দ

|       |      |    |      |       |      |    |      |        |      |    |      |
|-------|------|----|------|-------|------|----|------|--------|------|----|------|
| ধা-ধি | -না- | ধা | তিন্ | ধা-ধি | -না- | ধা | তিন্ | না-তি  | -না- | না | তিন্ |
| সা-গা | -রে- | গা | মা   | পা-নি | -ধা- | নি | সাঁ  | সাঁ-ধা | -নি- | ধা | পা   |
| ডা-রা | -ডা- | রা | ডা   | ডা-রা | -ডা- | রা | ডা   | ডা-রা  | -ডা- | রা | ডা   |
| ১     | ২    | ৩  | ৪    | ১     | ২    | ৩  | ৪    | ১      | ২    | ৩  | ৪    |
| না-ধি | -না- | ধা | ধিন্ | না-ধি | -না- | ধা | ধিন্ | না-তি  | -না- | না | তিন্ |
| সা-রে | -গা- | গা | সা   | পা-নি | -ধা- | নি | সাঁ  | সাঁ-ধা | -নি- | ধা | পা   |
| ডা-রা | -ডা- | রা | ডা   | ডা-রা | -ডা- | রা | ডা   | ডা-রা  | -ডা- | রা | ডা   |
| ১     | ২    | ৩  | ৪    | ১     | ২    | ৩  | ৪    | ১      | ২    | ৩  | ৪    |

সম ও দুইগুন মিশ্রিত ছন্দ

|     |    |      |    |      |    |      |    |      |     |      |    |      |
|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|-----|------|----|------|
| (ক) | ধা | ধিধি | না | ধিন্ | ধা | ধিধি | না | ধিন্ | ধা  | ধিধি | না | ধিন্ |
|     | সা | রেরে | গা | মা   | পা | ধাধা | নি | সাঁ  | সাঁ | নিনি | ধা | পা   |
|     | ডা | ডিরি | ডা | রা   | ডা | ডিরি | ডা | রা   | ডা  | ডিরি | ডা | রা   |
|     | ১  | ২    | ৩  | ৪    | ১  | ২    | ৩  | ৪    | ১   | ২    | ৩  | ৪    |

|     |    |      |      |      |    |      |      |      |     |        |      |      |
|-----|----|------|------|------|----|------|------|------|-----|--------|------|------|
| (খ) | ধা | নাধি | ধিনা | ধিন্ | ধা | নাধি | ধিনা | ধিন্ | না  | ন্যাতি | তিনা | তিন্ |
|     | সা | রেরে | গাগা | মা   | পা | ধাধা | নিনি | সাঁ  | সাঁ | নিনি   | ধাধা | পা   |
|     | ডা | ডিরি | ডিরি | ডা   | ডা | ডিরি | ডিরি | ডা   | ডা  | ডিরি   | ডিরি | ডা   |
|     | ১  | ২    | ৩    | ৪    | ১  | ২    | ৩    | ৪    | ১   | ২      | ৩    | ৪    |

|    |      |      |      |
|----|------|------|------|
| না | নাধি | ধিনা | ধিন্ |
| সা | গাগা | রেরে | সা   |
| ডা | ডিরি | ডিরি | ডা   |
| ১  | ২    | ৩    | ৪    |

|     |      |    |    |       |      |    |    |       |       |    |    |      |
|-----|------|----|----|-------|------|----|----|-------|-------|----|----|------|
| (গ) | ধিনা | ধি | না | ধিনা  | ধিনা | ধি | না | ধিনা  | তিনা  | তি | না | তিনা |
|     | সারে | গা | রে | গায়া | পাধা | নি | ধা | নিসাঁ | সাঁনি | ধা | নি | ধাপা |
|     | ডারা | ডা | রা | ডারা  | ডারা | ডা | রা | ডারা  | ডারা  | ডা | রা | ডারা |
|     | ১    | ২  | ৩  | ৪     | ১    | ২  | ৩  | ৪     | ১     | ২  | ৩  | ৪    |
|     | ধিনা | ধি | না | ধিনা  | ধিনা | ধি | না | ধিনা  | তিনা  | তি | না | তিনা |
|     | মাগা | রে | গা | রেসা  | পাধা | নি | ধা | নিসাঁ | সাঁনি | ধা | নি | ধাপা |
|     | ডারা | ডা | রা | ডারা  | ডারা | ডা | রা | ডারা  | ডারা  | ডা | রা | ডারা |
|     | ১    | ২  | ৩  | ৪     | ১    | ২  | ৩  | ৪     | ১     | ২  | ৩  | ৪    |



## সম ও তিন্গুণ মিশ্রিত ছন্দ

|     |                      |                                  |                                  |                                 |  |                     |                                 |                                 |                                  |
|-----|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| (ক) | ধা<br>সা<br>ডা<br>১  | ধাধিনা<br>সারেগা<br>ডারাদা<br>২  | ধাধিনা<br>সারেগা<br>ডারাদা<br>৩  | ধা<br>না<br>ডা<br>৪             |  | ধা<br>পা<br>ডা<br>১ | ধাধিনা<br>পাধানি<br>ডারাদা<br>২ | ধাধিনা<br>পাধানি<br>ডারাদা<br>৩ | ধা<br>সাঁ<br>ডা<br>৪             |
|     | না<br>সাঁ<br>ডা<br>১ | নাভিনা<br>সাঁনিধা<br>ডারাদা<br>২ | নাভিনা<br>সাঁনিধা<br>ডারাদা<br>৩ | না<br>পা<br>ডা<br>৪             |  | ধা<br>না<br>ডা<br>১ | ধাধিনা<br>মাগারে<br>ডারাদা<br>২ | ধাধিনা<br>মাগারে<br>ডারাদা<br>৩ | ধা<br>সা<br>ডা<br>৪              |
| (খ) | ধা<br>সা<br>ডা<br>১  | ধাধিনা<br>সারেগা<br>ডারাদা<br>২  | ধা<br>রে<br>ডা<br>৩              | ধাধিনা<br>রেগামা<br>ডারাদা<br>৪ |  | ধা<br>পা<br>ডা<br>১ | ধাধিনা<br>পাধানি<br>ডারাদা<br>২ | ধা<br>ধা<br>ডা<br>৩             | ধাধিনা<br>ধানিসাঁ<br>ডারাদা<br>৪ |
|     | না<br>সাঁ<br>ডা<br>১ | নাভিনা<br>সাঁনিধা<br>ডারাদা<br>২ | না<br>নি<br>ডা<br>৩              | নাভিনা<br>নিধাপা<br>ডারাদা<br>৪ |  | ধা<br>না<br>ডা<br>১ | ধাধিনা<br>মাগারে<br>ডারাদা<br>২ | ধা<br>গা<br>ডা<br>৩             | ধাধিনা<br>গারেসা<br>ডারাদা<br>৪  |

## সম ও চারগুণ মিশ্রিত ছন্দ

|     |                      |                                       |                                       |                     |  |                     |                                       |                                       |                      |
|-----|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| (ক) | ধা<br>সা<br>ডা<br>১  | তেরেকেটে<br>রেরেরে<br>ডিরিডিরি<br>২   | ধিন্<br>গা<br>ডা<br>৩                 | না<br>না<br>রা<br>৪ |  | ধা<br>পা<br>ডা<br>১ | তেরেকেটে<br>ধাধাধাধা<br>ডিরিডিরি<br>২ | ধিন্<br>নি<br>ডা<br>৩                 | না<br>সাঁ<br>রা<br>৪ |
|     | না<br>সাঁ<br>ডা<br>১ | তেরেকেটে<br>নিিনিিনি<br>ডিরিডিরি<br>২ | তিন্<br>ধা<br>ডা<br>৩                 | না<br>পা<br>রা<br>৪ |  | ধা<br>সা<br>ডা<br>১ | তেরেকেটে<br>গাগাগাগা<br>ডিরিডিরি<br>২ | ধিন্<br>রে<br>ডা<br>৩                 | না<br>গা<br>রা<br>৪  |
| (খ) | ধা<br>সা<br>ডা<br>১  | তেরেকেটে<br>রেরেরে<br>ডিরিডিরি<br>২   | তেরেকেটে<br>গাগাগাগা<br>ডিরিডিরি<br>৩ | তা<br>মা<br>ডা<br>৪ |  | ধা<br>পা<br>ডা<br>১ | তেরেকেটে<br>ধাধাধাধা<br>ডিরিডিরি<br>২ | তেরেকেটে<br>নিিনিিনি<br>ডিরিডিরি<br>৩ | তা<br>সাঁ<br>ডা<br>৪ |
|     | তা<br>সাঁ<br>ডা<br>১ | তেরেকেটে<br>নিিনিিনি<br>ডিরিডিরি<br>২ | তেরেকেটে<br>ধাধাধাধা<br>ডিরিডিরি<br>৩ | তা<br>পা<br>ডা<br>৪ |  | ধা<br>সা<br>ডা<br>১ | তেরেকেটে<br>গাগাগাগা<br>ডিরিডিরি<br>২ | তেরেকেটে<br>রেরেরে<br>ডিরিডিরি<br>৩   | তা<br>সা<br>ডা<br>৪  |

## তিন্ মাত্রা বিভাগে সম ও পাঁচগুণ মিশ্রিত ছন্দ

|                      |                                             |                     |  |                     |                                              |                      |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| ধা<br>সা<br>ডা<br>১  | ধিনাধিধিনা<br>রেগামারেগা<br>ডারাদারাদা<br>২ | ধা<br>না<br>রা<br>৩ |  | ধা<br>পা<br>ডা<br>১ | ধিনাধিধিনা<br>ধানিসাঁধানি<br>ডারাদারাদা<br>২ | ধা<br>সাঁ<br>রা<br>৩ |
| তা<br>সাঁ<br>ডা<br>১ | তিনাতিতিনা<br>নিধাপানিধা<br>ডারাদারাদা<br>২ | তা<br>পা<br>রা<br>৩ |  | ধা<br>সা<br>ডা<br>১ | ধিনাধিধিনা<br>গারেসাগারে<br>ডারাদারাদা<br>২  | ধা<br>সা<br>রা<br>৩  |



দুই মাত্রা বিভাগে সম ও ছয়গুণ মিশ্রিত ছন্দ

|    |               |    |              |
|----|---------------|----|--------------|
| ধা | ধাধিনানাধিনা  | ধা | ধাধিনানাধিনা |
| সা | সারেগারেগায়া | পা | পাধানিধানিসা |
| ডা | ডারাডারাডারা  | ডা | ডারাডারাডারা |
| ১  | ২             | ১  | ২            |

  

|    |              |    |              |
|----|--------------|----|--------------|
| ধা | ধাধিনানাধিনা | ধা | ধাধিনানাধিনা |
| পা | পানিধানিধাপা | মা | মাগারেগারেসা |
| ডা | ডারাডারাডারা | ডা | ডারাডারাডারা |
| ১  | ১            | ১  | ২            |

সম ও সাতগুণ মিশ্রিত ছন্দ

|                |    |                |     |
|----------------|----|----------------|-----|
| ধিধিনাধিনাধিনা | ধা | ধিধিনাধিনাধিনা | ধা  |
| নিসারেনিসারেগা | মা | নাপাধানাপাধানি | সপা |
| ডারাডারাডারা   | ডা | ডারাডারাডারা   | ডা  |
| ১              | ২  | ১              | ২   |

  

|                |    |                |    |
|----------------|----|----------------|----|
| ধিধিনাধিনাধিনা | ধা | ধিধিনাধিনাধিনা | ধা |
| রেপানিরেপানিধা | পা | পামাগাপামাগারে | সা |
| ডারাডারাডারা   | ডা | ডারাডারাডারা   | ডা |
| ১              | ২  | ১              | ২  |

সম ও আটগুণ মিশ্রিত ছন্দ

|    |                  |    |                  |
|----|------------------|----|------------------|
| ধা | ধাধিধিনানাধিধিনা | ধা | ধাধিধিনানাধিধিনা |
| সা | সাসারেগেগাপামা   | পা | পাপাধাধানিনিসাপা |
| ডা | ডিরিডিরিডিরিডিরি | ডা | ডিরিডিরিডিরিডিরি |
| ১  | ২                | ১  | ২                |

  

|     |                  |    |                  |
|-----|------------------|----|------------------|
| না  | নাতিতিনানাতিতিনা | ধা | ধাধিধিনানাধিধিনা |
| সপা | সাপানিধাধাপাপা   | মা | মামাগারেগারেসা   |
| ডা  | ডিরিডিরিডিরিডিরি | ডা | ডিরিডিরিডিরিডিরি |
| ১   | ২                | ১  | ২                |

এই প্রকার গতি মিশ্রনে বহু প্রকার ছন্দের সৃষ্টি হইতে পারে। নিম্নে আট মাত্রার মধ্যে দেড়গুণ হইতে আটগুণ প্রযুক্ত একটি ছন্দের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

|       |       |        |          |            |              |
|-------|-------|--------|----------|------------|--------------|
| ধি-না | ধিনা  | ধিধিনা | ধিনাধিনা | ধিনাধিধিনা | ধাধিনানাধিনা |
| সা-রে | গায়া | পামাগা | পামাগারে | সপানিসাপা  | গামাপাগামাপা |
| ডা-রা | ডারা  | ডারাডা | ডারাডারা | ডারাডারাডা | ডারাডারাডারা |
| ১     | ২     | ৩      | ৪        | ৫          | ৬            |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| ধিধিনাধিনাধিনা | ধাধিধিনানাধিধিনা  |
| নিসারেনিসানিসা | সপানিধাপামাগারেসা |
| ডারাডারাডারা   | ডারাডারাডারাডারা  |



## দম্ভদার (বিরাম) ছন্দ

৛ বিরাম :—

|     |       |       |       |     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| (ক) | ধিনা  | ধিনা  | ধিনা  | (খ) | ধি-না | ধি-না | ধি-না |
|     | -সারে | -গাপা | -ধাসী |     | সা-রে | গা-পা | ধা-সী |
|     | -ডারা | -ডারা | -ডারা |     | ডা-রা | ডা-রা | ডা-রা |
|     | ১     | ২     | ৩     |     | ১     | ২     | ৩     |

|     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| (গ) | ধিনা- | ধিনা- | ধিনা- |
|     | সারে- | গাপা- | ধাসী- |
|     | ডারা- | ডারা- | ডারা- |
|     | ১     | ২     | ৩     |

৛ ( সিকিমাত্রা ) বিরাম :—

|     |         |         |         |         |     |         |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| (ক) | ধিধিনা  | ধিধিনা  | ধিধিনা  | ধিধিনা  | (খ) | ধি-ধিনা | ধি-ধিনা | ধি-ধিনা | ধি-ধিনা |
|     | -সারেগা | -পাধাসী | -সীধাপা | -গারেসা |     | সা-রেগা | পা-ধাসী | সী-ধাপা | গা-রেসা |
|     | -ডারাডা | -ডারাডা | -ডারাডা | -ডারাডা |     | ডা-ডারা | ডা-ডারা | ডা-ডারা | ডা-ডারা |
|     | ১       | ২       | ৩       | ৪       |     | ১       | ২       | ৩       | ৪       |

|     |         |         |         |         |     |         |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| (গ) | ধিধি-না | ধিধি-না | ধিধি-না | ধিধি-না | (ঘ) | ধিধিনা- | ধিধিনা- | ধিধিনা- | ধিধিনা- |
|     | সারে-গা | পাধ-সী  | সীধা-পা | গারে-সা |     | সারেগা- | পাধাসী- | সীধাপা- | গারেসা- |
|     | ডারা-ডা | ডারা-ডা | ডারা-ডা | ডারা-ডা |     | ডারাডা- | ডারাডা- | ডারাডা- | ডারাডা- |
|     | ১       | ২       | ৩       | ৪       |     | ১       | ২       | ৩       | ৪       |

উক্ত ছন্দের বিরাম এবং বাণী যদি এক এক মাত্রা অনুযায়ী ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে একমাত্রা বিরাম ছন্দ হইবে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একমাত্রা অনুযায়ী অভ্যাস করাই উচিত, কারণ ৛ বা ৛ বিরাম সাধারণত একটু কঠিন মনে হয়। একমাত্রা অনুযায়ী কি ভাবে অভ্যাস করা যায় সংক্ষেপে তাহা বুঝান যাইতেছে যেমন :—

|            |   |    |    |            |   |    |    |    |
|------------|---|----|----|------------|---|----|----|----|
| ৛ বিরাম :— | — | ধি | না | ৛ বিরাম :— | — | ধি | ধি | না |
|            | — | সা | রে |            | — | সা | রে | গা |
|            | — | ডা | রা |            | — | ডা | রা | ডা |
|            | ১ | ২  | ৩  |            | ১ | ২  | ৩  | ৪  |

এই ভাবে মাত্রা দিয়ে অভ্যাস করিলে সহজ হয়। একমাত্রা বিরাম ছন্দ আরও অল্প ভাবেও অভ্যাস করা যায় যেমন :—

|   |    |   |      |   |      |   |    |   |      |   |    |
|---|----|---|------|---|------|---|----|---|------|---|----|
| — | ধা | — | ধিন্ | — | ধিন্ | — | ধা | — | ধিন্ | — | ধা |
| — | সা | — | রে   | — | গা   | — | মা | — | ধা   | — | সী |
| — | ডা | — | রা   | — | ডা   | — | রা | — | ডা   | — | রা |
| ১ | ২  | ৩ | ৪    | ১ | ২    | ৩ | ৪  | ১ | ২    | ৩ | ৪  |



ই (অর্ধ মাত্রা) বিরাম :—

|     |       |       |     |     |       |       |     |
|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|
| -ধা | -ধিন্ | -ধিন্ | -ধা | -না | -ধিন্ | -ধিন্ | -ধা |
| -সা | -রে   | -গা   | -মা | -পা | -ধা   | -নি   | -সা |
| -ডা | -রা   | -ডা   | -রা | -ডা | -রা   | -ডা   | -রা |
| ১   | ২     | ৩     | ৪   | ১   | ২     | ৩     | ৪   |

  

|     |       |       |     |     |       |       |     |
|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|
| -না | -তিন্ | -তিন্ | -তা | -না | -ধিন্ | -ধিন্ | -ধা |
| -সা | -নি   | -ধা   | -পা | -মা | -গা   | -রে   | -সা |
| -ডা | -রা   | -ডা   | -রা | -ডা | -রা   | -ডা   | -রা |
| ১   | ২     | ৩     | ৪   | ১   | ২     | ৩     | ৪   |

দুই মাত্রা বিরাম :—

|     |   |   |    |    |   |   |    |    |
|-----|---|---|----|----|---|---|----|----|
| (ক) | — | — | ধি | না | — | — | ধি | না |
|     | — | — | গা | রে | — | — | সা | গা |
|     | — | — | ডা | রা | — | — | ডা | রা |
|     | ১ | ২ | ৩  | ৪  | ১ | ২ | ৩  | ৪  |

  

|  |   |   |    |    |   |   |    |    |
|--|---|---|----|----|---|---|----|----|
|  | — | — | তি | না | — | — | ধি | না |
|  | — | — | পা | মা | — | — | ধা | পা |
|  | — | — | ডা | রা | — | — | ডা | রা |
|  | ১ | ২ | ৩  | ৪  | ১ | ২ | ৩  | ৪  |

  

|     |    |   |   |    |   |   |   |    |
|-----|----|---|---|----|---|---|---|----|
| (খ) | ধি | — | — | না | — | — | — | না |
|     | সা | — | — | রে | — | — | — | পা |
|     | ডা | — | — | রা | — | — | — | রা |
|     | ১  | ২ | ৩ | ৪  | ১ | ২ | ৩ | ৪  |

  

|  |    |   |   |    |   |   |   |    |
|--|----|---|---|----|---|---|---|----|
|  | ধি | — | — | না | — | — | — | না |
|  | রে | — | — | মা | — | — | — | পা |
|  | ডা | — | — | রা | — | — | — | রা |
|  | ১  | ২ | ৩ | ৪  | ১ | ২ | ৩ | ৪  |

  

|     |   |   |    |   |   |   |    |  |
|-----|---|---|----|---|---|---|----|--|
| (গ) | — | — | ধা | — | — | — | ধি |  |
|     | — | — | সা | — | — | — | রে |  |
|     | — | — | ডা | — | — | — | রা |  |
|     | ১ | ২ | ৩  | ১ | ২ | ৩ |    |  |

  

|  |   |   |    |   |   |   |    |  |
|--|---|---|----|---|---|---|----|--|
|  | — | — | ধি | — | — | — | না |  |
|  | — | — | গা | — | — | — | মা |  |
|  | — | — | ডা | — | — | — | রা |  |
|  | ১ | ২ | ৩  | ১ | ২ | ৩ |    |  |

  

|     |   |    |   |   |   |   |   |  |
|-----|---|----|---|---|---|---|---|--|
| (ঘ) | — | ধা | — | — | — | — | — |  |
|     | — | সা | — | — | — | — | — |  |
|     | — | ডা | — | — | — | — | — |  |
|     | ১ | ২  | ৩ | ১ | ২ | ৩ |   |  |

  

|  |   |    |   |   |   |   |   |  |
|--|---|----|---|---|---|---|---|--|
|  | — | ধি | — | — | — | — | — |  |
|  | — | গা | — | — | — | — | — |  |
|  | — | ডা | — | — | — | — | — |  |
|  | ১ | ২  | ৩ | ১ | ২ | ৩ |   |  |



## সঙ্গীত ছন্দ

১০৫

## ভিন্মাত্রা বিরাম :—

|     |    |   |    |    |    |   |   |    |
|-----|----|---|----|----|----|---|---|----|
| (ক) | —  | — | —  | ধা | —  | — | — | ধি |
|     | —  | — | —  | সা | —  | — | — | রে |
|     | —  | — | —  | ডা | —  | — | — | রা |
|     | ১  | ২ | ৩  | ৪  | ১  | ২ | ৩ | ৪  |
|     | —  | — | —  | ধি | —  | — | — | না |
|     | —  | — | —  | গা | —  | — | — | না |
|     | —  | — | —  | ডা | —  | — | — | রা |
|     | ১  | ২ | ৩  | ৪  | ১  | ২ | ৩ | ৪  |
| (খ) | ধা | — | —  | —  | ধি | — | — | —  |
|     | সা | — | —  | —  | রে | — | — | —  |
|     | ডা | — | —  | —  | রা | — | — | —  |
|     | ১  | ২ | ৩  | ১  | ২  | ৩ | — | —  |
|     | —  | — | না | —  | —  | — | — | —  |
|     | —  | — | গা | —  | —  | — | — | —  |
|     | —  | — | ডা | —  | —  | — | — | —  |
|     | ১  | ২ | ৩  | ১  | ২  | ৩ | — | —  |

## মিশ্রিত বিরাম ছন্দ

|     |    |   |      |      |   |    |    |   |
|-----|----|---|------|------|---|----|----|---|
| (ক) | ধা | — | —    | ধিন্ | — | —  | ধা | — |
|     | সা | — | —    | রে   | — | —  | গা | — |
|     | ডা | — | —    | রা   | — | —  | ডা | — |
|     | ১  | ২ | ৩    | ৪    | ১ | ২  | ৩  | ৪ |
|     | ধা | — | —    | ধিন্ | — | —  | ধা | — |
|     | পা | — | —    | ধা   | — | —  | সা | — |
|     | রা | — | —    | ডা   | — | —  | রা | — |
|     | ১  | ২ | ৩    | ৪    | ১ | ২  | ৩  | ৪ |
| (খ) | ধা | — | —    | ধিন্ | — | —  | ধা | — |
|     | সা | — | —    | রে   | — | —  | গা | — |
|     | ডা | — | —    | রা   | — | —  | ডা | — |
|     | ১  | ২ | ৩    | ৪    | ১ | ২  | ৩  | ৪ |
|     | ধা | — | —    | ধিন্ | — | —  | ধা | — |
|     | পা | — | —    | ধা   | — | —  | সা | — |
|     | রা | — | —    | ডা   | — | —  | রা | — |
|     | ১  | ২ | ৩    | ৪    | ১ | ২  | ৩  | ৪ |
| (গ) | ধা | — | ধিন্ | —    | — | ধা | —  | — |
|     | সা | — | রে   | —    | — | পা | —  | — |
|     | ডা | — | রা   | —    | — | ডা | —  | — |
|     | ১  | ২ | ৩    | ৪    | ১ | ২  | ৩  | ৪ |
|     | ধা | — | ধিন্ | —    | — | ধা | —  | — |
|     | পা | — | ধা   | —    | — | সা | —  | — |
|     | রা | — | ডা   | —    | — | রা | —  | — |
|     | ১  | ২ | ৩    | ৪    | ১ | ২  | ৩  | ৪ |



|     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (ঘ) | ধি<br>সাঁ<br>ডা<br>১               | —<br>—<br>—<br>২                   | না<br>সাঁ<br>রা<br>৩               | ধি<br>ধা<br>ডা<br>৪                | —<br>—<br>—<br>১                   | না<br>ধা<br>রা<br>২                 | ধি<br>পা<br>ডা<br>৩                 | —<br>—<br>—<br>৪                    | ধি<br>মা<br>ডা<br>১ | —<br>—<br>—<br>২    | না<br>মা<br>রা<br>৩ | ধি<br>রে<br>ডা<br>৪ | —<br>—<br>—<br>১ | না<br>রে<br>রা<br>২ | ধি<br>সা<br>ডা<br>৩ | —<br>—<br>—<br>৪    |
| (ঙ) | ধা<br>সা<br>ডা<br>১                | —<br>—<br>—<br>২                   | —<br>—<br>—<br>৩                   | —<br>—<br>—<br>৪                   | —<br>—<br>—<br>১                   | —<br>—<br>—<br>২                    | ধি<br>রে<br>ডা<br>৩                 | না<br>গা<br>রা<br>৪                 | ধা<br>রে<br>ডা<br>১ | —<br>—<br>—<br>২    | —<br>—<br>—<br>৩    | —<br>—<br>—<br>৪    | —<br>—<br>—<br>১ | —<br>—<br>—<br>২    | ধি<br>গা<br>ডা<br>৩ | না<br>রা<br>৪       |
|     | ধা<br>গা<br>ডা<br>১                | —<br>—<br>—<br>২                   | —<br>—<br>—<br>৩                   | —<br>—<br>—<br>৪                   | —<br>—<br>—<br>১                   | —<br>—<br>—<br>২                    | ধি<br>মা<br>ডা<br>৩                 | না<br>পা<br>রা<br>৪                 | ধা<br>মা<br>ডা<br>১ | —<br>—<br>—<br>২    | —<br>—<br>—<br>৩    | —<br>—<br>—<br>৪    | —<br>—<br>—<br>১ | —<br>—<br>—<br>২    | ধি<br>পা<br>ডা<br>৩ | না<br>ধা<br>রা<br>৪ |
| (চ) | ধি<br>সা<br>ডা<br>১                | ধি<br>রে<br>রা<br>২                | না<br>সা<br>ডা<br>৩                | —<br>—<br>—<br>৪                   | —<br>—<br>—<br>১                   | —<br>—<br>—<br>২                    | —<br>—<br>—<br>৩                    | ধা<br>গা<br>রা<br>৪                 | ধি<br>রে<br>রা<br>১ | ধি<br>গা<br>রা<br>২ | না<br>রে<br>ডা<br>৩ | —<br>—<br>—<br>৪    | —<br>—<br>—<br>১ | —<br>—<br>—<br>২    | —<br>—<br>—<br>৩    | ধা<br>মা<br>রা<br>৪ |
|     | ধি<br>গা<br>ডা<br>১                | ধি<br>মা<br>রা<br>২                | না<br>গা<br>ডা<br>৩                | —<br>—<br>—<br>৪                   | —<br>—<br>—<br>১                   | —<br>—<br>—<br>২                    | —<br>—<br>—<br>৩                    | ধা<br>পা<br>রা<br>৪                 | ধি<br>মা<br>ডা<br>১ | ধি<br>পা<br>রা<br>২ | না<br>মা<br>ডা<br>৩ | —<br>—<br>—<br>৪    | —<br>—<br>—<br>১ | —<br>—<br>—<br>২    | —<br>—<br>—<br>৩    | ধা<br>ধা<br>রা<br>৪ |
| (ছ) | -ধা<br>-সা<br>-ডা<br>১             | -ধিধিনা<br>-সারেগা<br>-ডারাডা<br>২ | -ধা<br>-গা<br>-ডা<br>৩             | -ধিধিনা<br>-গামাপা<br>-ডারাডা<br>৪ | -ধা<br>-মা<br>-ডা<br>১             | -ধিধিনা<br>-মাপাধা<br>-ডারাডা<br>২  | -ধা<br>-ধানিসাঁ<br>-ডারাডা<br>৩     | -ধিধিনা<br>-ধানিসাঁ<br>-ডারাডা<br>৪ |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |
| (জ) | ধিধিনা-<br>সারেগা-<br>ডারাডা-<br>১ | ধা-ধিনা<br>গা-রেগা<br>ডা-ডারা<br>২ | -ধা<br>-গা<br>-ডা<br>৩             | ধাধি-না<br>রেমা-গা<br>রাডা-রা<br>৪ | ধিধিনা-<br>পাধাপা-<br>ডারাডা-<br>১ | ধা-ধিনা<br>নি-ধাপা<br>ডা-ডারা<br>২  | -ধা<br>-নি<br>-ডা<br>৩              | ধাধি-না<br>ধাসাঁ-নি<br>রাডা-রা<br>৪ |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |
| (ঝ) | -ধিধিনা<br>-সারেগা<br>-ডারাডা<br>১ | ধি-ধিনা<br>রে-গামা<br>রা-ডারা<br>২ | ধিধি-না<br>গামা-পা<br>ডারা-ডা<br>৩ | ধিধিনা-<br>গামাপা-<br>ডারাডা-<br>৪ | -ধিধিনা<br>-পাধানি<br>-ডারাডা<br>১ | ধি-ধিনা<br>ধা-নিসাঁ<br>রা-ডারা<br>২ | ধিধি-না<br>ধানি-সাঁ<br>ডারা-ডা<br>৩ | ধিধিনা-<br>ধানিসাঁ-<br>ডারাডা-<br>৪ |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |

## প্রশ্ননযুক্ত ছন্দ †

|     |                     |                       |                       |                     |                     |                       |                       |                     |                     |                       |                       |                     |                     |                       |                       |                     |
|-----|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| (ক) | ধা<br>সা<br>ডা<br>১ | ধিন্<br>গা<br>রা<br>২ | ধিন্<br>রে<br>ডা<br>৩ | ধা<br>সা<br>রা<br>৪ | ধা<br>রে<br>ডা<br>১ | ধিন্<br>মা<br>রা<br>২ | ধিন্<br>গা<br>ডা<br>৩ | ধা<br>রে<br>রা<br>৪ | না<br>গা<br>ডা<br>১ | তিন্<br>পা<br>রা<br>২ | তিন্<br>মা<br>ডা<br>৩ | তা<br>গা<br>রা<br>৪ | না<br>সা<br>ডা<br>১ | ধিন্<br>ধা<br>রা<br>২ | ধিন্<br>পা<br>ডা<br>৩ | ধা<br>না<br>রা<br>৪ |
| (খ) | ধা<br>সা<br>ডা<br>১ | ধিন্<br>রে<br>রা<br>২ | ধিন্<br>মা<br>ডা<br>৩ | ধা<br>গা<br>রা<br>৪ | ধা<br>রে<br>ডা<br>১ | ধিন্<br>গা<br>রা<br>২ | ধিন্<br>পা<br>ডা<br>৩ | ধা<br>মা<br>রা<br>৪ | না<br>গা<br>ডা<br>১ | তিন্<br>মা<br>রা<br>২ | তিন্<br>ধা<br>ডা<br>৩ | তা<br>পা<br>রা<br>৪ | না<br>মা<br>ডা<br>১ | ধিন্<br>পা<br>রা<br>২ | ধিন্<br>নি<br>ডা<br>৩ | ধা<br>ধা<br>রা<br>৪ |

† অক্ষর সমন্বয়ের মধ্যে বড় অক্ষরগুলি প্রবল ভঙ্গীর দ্বারা উচ্চারণ হইবে।



## সঙ্গীত ছন্দ

১০৭

|        |      |      |    |    |      |      |    |    |      |      |    |    |      |      |    |
|--------|------|------|----|----|------|------|----|----|------|------|----|----|------|------|----|
| (গ) ধা | ধিন্ | ধিন্ | ধা | ধা | ধিন্ | ধিন্ | ধা | না | তিন্ | তিন্ | তা | না | ধিন্ | ধিন্ | ধা |
| সা     | রে   | গা   | পা | রে | গা   | মা   | ধা | গা | মা   | পা   | নি | মা | পা   | ধা   | সা |
| ডা     | রা   | ডা   | রা | ডা | রা   | ডা   | রা | ডা | রা   | ডা   | রা | ডা | রা   | ডা   | রা |
| ১      | ২    | ৩    | ৪  | ১  | ২    | ৩    | ৪  | ১  | ২    | ৩    | ৪  | ১  | ২    | ৩    | ৪  |

ইহা ব্যতীত প্রশ্নন দ্বারা আরও অল্প ভাবেও ছন্দ প্রকাশ করা যাইতে পারে যেমন চার বা দুই মাত্রার বিভাগে তিন্' এর প্রশ্নন, তিন্ মাত্রার বিভাগে চার অথবা দুই' এর প্রশ্নন ইত্যাদি।

দুই মাত্রার বিভাগে তিন্' এর প্রশ্নন—

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ধা | ধি | না | ধা | ধি | না | ধা | ধি | না | ধা | ধি | না |
| সা | রে | গা | রে | গা | মা | গা | মা | পা | মা | পা | ধা |
| ডা | রা | ডা | ডা | রা | ডা | ডা | রা | ডা | ডা | রা | ডা |
| ১  | ২  | ১  | ২  | ১  | ২  | ১  | ২  | ১  | ২  | ১  | ২  |

চার মাত্রার বিভাগে তিন্' এর প্রশ্নন—

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ধা | ধি | না | ধা | ধি | না | ধা | ধি | না | ধা | ধি | না |
| সা | রে | গা | রে | গা | মা | গা | মা | পা | মা | পা | ধা |
| ডা | রা | ডা | ডা | রা | ডা | ডা | রা | ডা | ডা | রা | ডা |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  | ১  | ২  | ৩  | ৪  | ১  | ২  | ৩  | ৪  |

তিন্ মাত্রার বিভাগে চার' এর প্রশ্নন—

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ধা | ধি | ধি | না | ধা | ধি | ধি | না | ধা | ধি | ধি | না |
| সা | রে | গা | মা | রে | গা | মা | পা | গা | মা | পা | ধা |
| ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা |
| ১  | ২  | ৩  | ১  | ২  | ৩  | ১  | ২  | ৩  | ১  | ২  | ৩  |

তিন্ মাত্রার বিভাগে দুই' এর প্রশ্নন—

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ধা | ধি | ধি | না | ধা | ধি | ধি | না | ধা | ধি | ধি | না |
| সা | রে | রে | গা | গা | মা | মা | পা | পা | ধা | ধা | নি |
| ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা |
| ১  | ২  | ৩  | ১  | ২  | ৩  | ১  | ২  | ৩  | ১  | ২  | ৩  |

চার মাত্রার বিভাগে পাঁচ' এর প্রশ্নন—

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ধি | না | ধি | ধি | না | ধি | না | ধি | ধি | না | ধি | ধি | না | ধি |
| সা | রে | গা | মা | পা | রে | গা | মা | পা | ধা | গা | মা | পা | ধা |
| ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  | ১  | ২  | ৩  | ৪  | ১  | ২  | ৩  | ৪  | ১  | ২  |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| না | ধি | ধি | না |
| পা | ধা | নি | সা |
| ডা | রা | ডা | রা |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  |

তিন্ মাত্রার বিভাগে পাঁচ' এর প্রশ্নন—

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ধি | না | ধি | ধি | না | ধি | না | ধি | ধি | না | ধি | ধি | না |
| সা | রে | গা | মা | পা | রে | গা | মা | পা | ধা | গা | মা | পা |
| ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা |
| ১  | ২  | ৩  | ১  | ২  | ৩  | ১  | ২  | ৩  | ১  | ২  | ৩  | ১  |



চার মাত্রার বিভাগে ছই ও তিন'এর মিশ্রিত প্রশ্ন—

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ধি | না | ধি | ধি | না | ধি | না | ধি | না | ধি | না | ধি | না | ধি | না | ধি | না |
| সা | রে | সা | রে | গা | রে | গা | রে | গা | মা | গা | না | গা | মা | পা | সা | ধি |
| ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  | ১  | ২  | ৩  | ৪  | ১  | ২  | ৩  | ৪  | ১  | ২  | ৩  | ৪  | ১  |

  

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| না | ধি | ধি | না |
| পা | মা | পা | ধা |
| রা | ডা | রা | ডা |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  |

এই প্রকার প্রশ্নের দ্বারা আরও বহু ভাবে ছন্দের বিভিন্নতা প্রকাশ হয়। নিম্নে যে প্রশ্নযুক্ত ছন্দটির উদাহরণ দেওয়া হইতেছে, তাহাতে পরপর ছইবার আট, ছইবার ছয়, ছইবার চার, চারবার তিন, চারবার ছই, চারবার দেড় ও চারবার এক'এর প্রশ্ন দ্বারা গঠিত। এই সম্পূর্ণ ছন্দটি তিনতালের মধ্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আট'এর প্রশ্ন—

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ধা | ধি | ধি | না | না | তি | তি | না | ধা | ধি | ধি | না | না | তি | তি | না |
| মা | গা | রে | সা | নি | সা | রে | সা | মা | গা | রে | সা | নি | সা | রে | সা |
| ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  | ৫  | ৬  | ৭  | ৮  | ১  | ২  | ৩  | ৪  | ৫  | ৬  | ৭  | ৮  |

ছয়'এর প্রশ্ন—

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ধা | ধি | ধি | না | ধি | না | ধা | ধি | ধি | না | ধি | না |
| মা | গা | রে | সা | নি | সা | মা | গা | রে | সা | নি | সা |
| ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  | ৫  | ৬  | ১  | ২  | ৩  | ৪  | ৫  | ৬  |

চার'এর প্রশ্ন—

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ধা | ধি | ধি | না | ধা | ধি | ধি | না |
| মা | গা | রে | সা | মা | গা | রে | সা |
| ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা |
| ১  | ২  | ৩  | ৪  | ১  | ২  | ৩  | ৪  |

তিন'এর প্রশ্ন—

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ধা | তি | না | ধা | তি | না | ধা | তি | না | ধা | তি | না |
| মা | গা | রে | মা | গা | রে | মা | গা | রে | মা | গা | রে |
| ডা | রা | ডা | ডা | রা | ডা | ডা | রা | ডা | ডা | রা | ডা |
| ১  | ২  | ৩  | ১  | ২  | ৩  | ১  | ২  | ৩  | ১  | ২  | ৩  |

ছই'এর প্রশ্ন—

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ধা | তি | ধা | তি | ধা | তি | ধা | তি |
| মা | গা | মা | গা | মা | গা | মা | গা |
| ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা | ডা | রা |
| ১  | ২  | ১  | ২  | ১  | ২  | ১  | ২  |



দেড়'এর প্রশ্ন—

|    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| ধা | — | তি | — | ধা | — | তি | — | ধা | — | তি | — |
| মা | — | গা | — | মা | — | গা | — | মা | — | গা | — |
| ডা | — | রা | — | ডা | — | রা | — | ডা | — | রা | — |
| ১  | ২ | ৩  | ৪ | ১  | ২ | ৩  | ৪ | ১  | ২ | ৩  | ৪ |

এক'এর প্রশ্ন—

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| ধা | ধা | ধা | ধা |
| মা | মা | মা | মা |
| রা | রা | রা | রা |
| ১  | ১  | ১  | ১  |

## দম্ভদার ও বে-দম্ভদার মিশ্রিত ছন্দ

|     |   |      |      |      |    |      |     |    |   |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|----|------|-----|----|---|------|------|------|
| (ক) | — | ধিনা | ধিনা | ধিনা | ধি | নাধি | -না | ধি | — | ধিনা | ধিনা | ধিনা |
|     | — | গা   | গা   | গা   | গা | গারে | -রে | সা | — | পাপা | গা   | পাপা |
|     | — | ডি   | ডি   | ডি   | ডা | বুডা | -বু | ডা | — | ডি   | ডি   | ডি   |
|     | ১ | ২    | ৩    | ৪    | ১  | ২    | ৩   | ৪  | ১ | ২    | ৩    | ৪    |

|    |      |     |    |
|----|------|-----|----|
| ধি | নাধি | -না | ধি |
| পা | পাগা | -গা | রে |
| ডা | বুডা | -বু | ডা |
| ১  | ২    | ৩   | ৪  |

|   |      |      |      |    |      |     |    |   |      |      |      |
|---|------|------|------|----|------|-----|----|---|------|------|------|
| — | ধিনা | ধিনা | ধিনা | ধি | নাধি | -না | ধি | — | ধিনা | ধিনা | ধিনা |
| — | সাসা | ধাধা | সাসা | ধি | সাসা | -ধা | পা | — | পাপা | গা   | পাপা |
| — | ডি   | ডি   | ডি   | ডা | বুডা | -বু | ডা | — | ডি   | ডি   | ডি   |
| ১ | ২    | ৩    | ৪    | ১  | ২    | ৩   | ৪  | ১ | ২    | ৩    | ৪    |

|    |      |     |    |
|----|------|-----|----|
| ধি | নাধি | -না | ধি |
| গা | গারে | -রে | সা |
| ডা | বুডা | -বু | ডা |
| ১  | ২    | ৩   | ৪  |

|      |      |    |      |     |    |      |      |    |      |     |    |
|------|------|----|------|-----|----|------|------|----|------|-----|----|
| ধিনা | ধিনা | ধি | নাধি | -না | ধি | ধিনা | ধিনা | ধি | নাধি | -না | ধি |
| গা   | গা   | গা | গারে | -রে | সা | পাপা | গা   | পা | পাগা | -গা | রে |
| ডি   | ডি   | ডা | বুডা | -বু | ডা | ডি   | ডি   | ডা | বুডা | -বু | ডা |
| ১    | ২    | ৩  | ৪    | ১   | ২  | ৩    | ৪    | ১  | ২    | ৩   | ৪  |

|      |      |      |      |     |    |      |      |    |      |     |    |
|------|------|------|------|-----|----|------|------|----|------|-----|----|
| ধিনা | ধিনা | ধি   | নাধি | -না | ধি | ধিনা | ধিনা | ধি | নাধি | -না | ধি |
| সাসা | ধাধা | সাসা | সাসা | -ধা | পা | গা   | গারে | গা | গারে | -রে | সা |
| ডি   | ডি   | ডা   | বুডা | -বু | ডা | ডি   | ডি   | ডা | বুডা | -বু | ডা |
| ১    | ২    | ৩    | ৪    | ১   | ২  | ৩    | ৪    | ১  | ২    | ৩   | ৪  |

|     |      |      |      |      |    |   |   |   |      |      |      |      |    |   |   |   |
|-----|------|------|------|------|----|---|---|---|------|------|------|------|----|---|---|---|
| (খ) | ধিনা | ধিনা | ধিনা | ধিনা | ধা | — | — | — | ধিনা | ধিনা | ধিনা | ধিনা | ধা | — | — | — |
|     | সাসা | সাসা | সাসা | সাসা | গা | — | — | — | রে   | রে   | রে   | রে   | পা | — | — | — |
|     | ডি   | ডি   | ডি   | ডি   | ডা | — | — | — | ডি   | ডি   | ডি   | ডি   | ডা | — | — | — |
|     | ১    | ২    | ৩    | ৪    | ১  | ২ | ৩ | ৪ | ১    | ২    | ৩    | ৪    | ১  | ২ | ৩ | ৪ |

|      |      |      |      |    |   |   |   |      |      |      |      |      |   |   |   |
|------|------|------|------|----|---|---|---|------|------|------|------|------|---|---|---|
| ধিনা | ধিনা | ধিনা | ধিনা | ধা | — | — | — | ধিনা | ধিনা | ধিনা | ধিনা | ধা   | — | — | — |
| গা   | গা   | গা   | গা   | ধা | — | — | — | পাপা | পাপা | পাপা | পাপা | সাসা | — | — | — |
| ডি   | ডি   | ডি   | ডি   | ডা | — | — | — | ডি   | ডি   | ডি   | ডি   | ডা   | — | — | — |
| ১    | ২    | ৩    | ৪    | ১  | ২ | ৩ | ৪ | ১    | ২    | ৩    | ৪    | ১    | ২ | ৩ | ৪ |



|      |      |    |   |   |   |      |      |    |   |   |   |      |      |    |   |
|------|------|----|---|---|---|------|------|----|---|---|---|------|------|----|---|
| ধিনা | ধিনা | ধা | — | — | — | ধিনা | ধিনা | ধা | — | — | — | ধিনা | ধিনা | ধা | — |
| সাসা | সাসা | গা | — | — | — | রেরে | রেরে | পা | — | — | — | গাগা | গাগা | ধা | — |
| ডিরি | ডিরি | ডা | — | — | — | ডিরি | ডিরি | ডা | — | — | — | ডিরি | ডিরি | ডা | — |
| ১    | ২    | ৩  | ৪ | ১ | ২ | ৩    | ৪    | ১  | ২ | ৩ | ৪ | ১    | ২    | ৩  | ৪ |

|   |   |      |      |     |   |   |   |
|---|---|------|------|-----|---|---|---|
| — | — | ধিনা | ধিনা | ধা  | — | — | — |
| — | — | পাপা | পাপা | সাঁ | — | — | — |
| — | — | ডিরি | ডিরি | ডা  | — | — | — |
| ১ | ২ | ৩    | ৪    | ১   | ২ | ৩ | ৪ |

|      |      |    |   |      |      |    |   |      |      |    |   |      |      |     |   |
|------|------|----|---|------|------|----|---|------|------|----|---|------|------|-----|---|
| ধিনা | ধিনা | ধা | — | ধিনা | ধিনা | ধা | — | ধিনা | ধিনা | ধা | — | ধিনা | ধিনা | ধা  | — |
| সাসা | সাসা | গা | — | রেরে | রেরে | পা | — | গাগা | গাগা | ধা | — | পাপা | পাপা | সাঁ | — |
| ডিরি | ডিরি | ডা | — | ডিরি | ডিরি | ডা | — | ডিরি | ডিরি | ডা | — | ডিরি | ডিরি | ডা  | — |
| ১    | ২    | ৩  | ৪ | ১    | ২    | ৩  | ৪ | ১    | ২    | ৩  | ৪ | ১    | ২    | ৩   | ৪ |

|      |    |   |      |    |   |      |    |   |      |     |   |
|------|----|---|------|----|---|------|----|---|------|-----|---|
| ধিনা | ধা | — | ধিনা | ধা | — | ধিনা | ধা | — | ধিনা | ধা  | — |
| সাসা | গা | — | রেরে | পা | — | গাগা | ধা | — | পাপা | সাঁ | — |
| ডিরি | ডা | — | ডিরি | ডা | — | ডিরি | ডা | — | ডিরি | ডা  | — |
| ১    | ২  | ৩ | ৪    | ১  | ২ | ৩    | ৪  | ১ | ২    | ৩   | ৪ |

|      |    |      |    |      |    |      |     |
|------|----|------|----|------|----|------|-----|
| ধিনা | ধা | ধিনা | ধা | ধিনা | ধা | ধিনা | ধা  |
| সাসা | গা | রেরে | পা | গাগা | ধা | পাপা | সাঁ |
| ডিরি | ডা | ডিরি | ডা | ডিরি | ডা | ডিরি | ডা  |
| ১    | ২  | ৩    | ৪  | ১    | ২  | ৩    | ৪   |

|         |         |       |         |         |        |         |         |
|---------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|
| ধিনাধা- | - -ধিনা | ধা- - | ধিনাধা- | - -ধিনা | ধা- -  | ধিনাধা- | - -ধিনা |
| সাসাগা- | - -রেরে | পা- - | গাগাধা- | - -পাপা | সাঁ- - | সাসাগা- | - -রেরে |
| ডিরিডা- | - -ডিরি | ডা- - | ডিরিডা- | - -ডিরি | ডা- -  | ডিরিডা- | - -ডিরি |
| ১       | ২       | ৩     | ৪       | ১       | ২      | ৩       | ৪       |

|         |         |         |          |
|---------|---------|---------|----------|
| ধা- - - | ধিনাধা- | - -ধিনা | ধা- - -  |
| পা- - - | গাগাধা- | - -পাপা | সাঁ- - - |
| ডা- - - | ডিরিডা- | - -ডিরি | ডা- - -  |
| ২       | ২       | ৩       | ৪        |

|     |       |        |        |        |         |        |        |        |
|-----|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| (গ) | ধি-না | ধিধিনা | ধিধিনা | ধিনা-  | - -ধি   | নাধিনা | ধিধিনা | ধিনা-  |
|     | সা-সা | রেরে   | গাগাগা | মাপা-  | - -রে   | গামাপা | গাগানা | রেসা-  |
|     | ডা-রা | ডাডাডা | ডাডাডা | ডা-রা- | - -ডা : | রাডাডা | ডাডাডা | ডা-রা- |
|     | ১     | ২      | ৩      | ৪      | ১       | ২      | ৩      | ৪      |

|     |      |       |   |      |   |          |    |      |
|-----|------|-------|---|------|---|----------|----|------|
| (ঘ) | ধিন্ | -ধিন্ | — | ধিন্ | — | ধিনাধিনা | ধি | ধিনা |
|     | সা   | -গা   | — | পা   | — | গাগাপাপা | গা | রেসা |
|     | ডা   | -ডা   | — | রা   | — | ডিরিডিরি | ডা | ডাডা |
|     | ১    | ২     | ৩ | ৪    | ১ | ২        | ৩  | ৪    |

|     |         |         |         |         |          |          |          |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| (ঙ) | -ধিধিনা | -ধিধিনা | -ধিধিনা | -ধিধিনা | ধিধিনাধি | ধিনাধিধি | নাধিধিনা | ধিধিনা- |
|     | -সারেগা | -রেগানা | -গামাপা | -মাপাধা | সারেগারে | গামাগানা | পামাপাধা | পাধাপা- |
|     | -ডাডাডা | -ডাডাডা | -ডাডাডা | -ডাডাডা | ডাডাডাডা | রাডাডাডা | ডাডাডাডা | ডাডাডা- |
|     | ১       | ২       | ৩       | ৪       | ১        | ২        | ৩        | ৪       |



এই প্রকার অসংখ্য ছন্দ বৈচিত্রের সৃষ্টি হইতে পারে।

একই গানের কথাকে বিভিন্ন ছন্দে বা তালে পরিবর্তন।

বে — দ র ট ত — | ক্কার ট ত | শং — ক র | আও রে শে — | ষ র ট ত |  
১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ |

না — র দ মু নি ব্যা — | স র ট ত | পা ও য়ে তে | না হি পা — | র জা — কো |  
১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ |

উক্ত ছন্দ যে কোন চতুর্মাত্রিক বা দ্বিমাত্রিক তালে ব্যবহার করা যায়। ইহাকে পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার তালে বা ছন্দে পরিবর্তন করিতে হইলে এইরূপ পাঠ্যভঙ্গী হইবে যথা :—  
পাঁচ অথবা দশ মাত্রার তালে ব্যবহৃত ছন্দ :—

বে দ র ট ত | ক্কার ট ত | শং ক র আও রে | শে ষ র ট ত | না র দ মু নি |  
১ ২ ৩ ৪ ৫ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ |

ব্যা স র ট ত | পা ও য়ে তে না হি | পা র জা — কো |  
১ ২ ৩ ৪ ৫ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ |

ছয় অথবা বার মাত্রার তালে ব্যবহৃত ছন্দ :—

বে — দ র ট ত | ক্কার ট ত | শং — ক র আও রে | শে — ষ র ট ত |  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ |

না — র দ মু নি | ব্যা — স র ট ত | পা ও য়ে তে না হি | পা — র জা — কো |  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ |

সাত অথবা চৌদ্দ মাত্রার তালে ব্যবহৃত ছন্দ :—

বে — দ র — ট ত | ক্কার — ট ত | শং — ক র — আও রে | শে — ষ র — ট ত |  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ |

না — র দ — মু নি | ব্যা — স র — ট ত | পা ও য়ে তে — না হি | পা — র জা — — কো |  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ | ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ |

এই প্রকার একই গানকে পাঠ্যভঙ্গীর বিভিন্নতা দ্বারা বিভিন্ন ছন্দে বা তালের মধ্যে প্রকাশ করা যায়। এই রীতি গানের সুর সংযোজন্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়।



## শুদ্ধিপত্র

| অশুদ্ধ                                     | শুদ্ধ                                         | পৃষ্ঠা | ছত্র |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------|
| তালহীনং তথাগীতং নাসাহীনং মুখং যথা।         | তালহীনং তথাগীতং নাসাহীনং মুখং যথা।            | ২      | ৩    |
| যৈদে কর্ণধার বিনা নৌকা তৈছেহয়।            | যৈছে কর্ণধার বিনা নৌকা তৈছেহয়।               | "      | ১৪   |
| ক্রত, মধ্য, ক্রতমধ্য, ক্রতবিলম্বিত,        | ক্রত, মধ্য, বিলম্বিত, ক্রতমধ্য, ক্রতবিলম্বিত, |        |      |
| মধ্যবিলম্বিত।                              | মধ্যবিলম্বিত।                                 | ১৬     | ৭    |
| বীর পঞ্চ ছন্দ=৪।২।৬।২।২                    | ৪।২।২।৪।২।২                                   | ৪৪     | ৭    |
| অথচিত্রতমশৈব যণমার্গোঃ এ প্রকীতিত।         | অথচিত্রতমশৈব যণমার্গোঃ ইত্র প্রকীতিত।         | ৮      | ৫    |
| বিক্সিপ্তাখ্যা পতাকা ৮ মাত্রা              | বিক্সিপ্তাখ্যা পতাকা ৮ মাত্রা                 |        |      |
| স্মাৎপতিতা ২ টমী।                          | স্মাৎপতিতা ২ টমী।                             | ৯      | ১৮   |
| ধ্রুবপাতে প্রযোজ্যাস্তা না ২ বা পাদো       | ধ্রুবপাতে প্রযোজ্যাস্তা না ২ বা পাদো          |        |      |
| কদাচন।                                     | কদাচন।                                        | ৯      | ২৬   |
| 'সমো ২ তীতো ২ নাগতশ্চ, গ্রহস্তালে          | 'সমো ২ তীতো ২ নাগতশ্চ, গ্রহস্তালে             |        |      |
| ত্রিধামতঃ' ॥                               | ত্রিধামতঃ' ॥                                  | ১১     | ১৫   |
| আন্তোন্তর ২ নিয়ম বিষমগ্রহ শব্দ ভাক্।      | আন্তোন্তর ২ নিয়ম বিষম গ্রহ শব্দ ভাক্।        | ১২     | ১৯   |
| বিষম গ্রহো ২ নিয়ম ( নিয়ম ) বিশেষঃ।       | বিষম গ্রহো ২ নিয়ম ( নিয়ম ) বিশেষঃ।          | ১৩     | ৮    |
| তকারঃ শঙ্করঃ প্রোক্তো লকারঃ শক্তিরূচ্যাতে। | তকারঃ শঙ্করঃ প্রোক্তো লকারঃ শক্তিরূচ্যাতে।    | ২      | ২৭   |

|                                         |                            |    |    |
|-----------------------------------------|----------------------------|----|----|
| মার্গতামের                              | মার্গতালের                 | "  | ২৩ |
| চতুর্মাত্রিক                            | চতুর্মাত্রিক               | "  | ২৬ |
| সঙ্গীতদ্ব                               | সঙ্গীতদ্ব                  | "  | ১  |
| ভদ্রবতী                                 | ভদ্রাবতী                   | ১৪ | ১১ |
| জাতিগুলি                                | জাতিগুলির                  | "  | ৯  |
| শুভ্র                                   | শুভ্র                      | "  | ১৫ |
| স্রোতগতা                                | স্রোতগতা                   | ১৬ | ২৩ |
| অঙ্কা                                   | আঙ্কা                      | ২৭ | ৬  |
| বৈজুবাওয়ার                             | বৈজুবাওয়ার                | ৬৭ | ১৭ |
| চতুস্তালের                              | চতুস্তালের                 | "  | ১৬ |
| চতুস্তালোগুরোঃ ত্রয়োক্রতা              | চতুস্তালোগুরোঃ ত্রয়োক্রতা |    |    |
| যগ্ধীতাল ( ক্রত )                       | যগ্ধীতাল ( ক্রত )          |    |    |
| ঐ গুণ উদাহরণে ॥ ডা পরিবর্তে             | -- ডা হইবে                 | ৯৭ | ২৪ |
| তিন্তাল দেড়গুণ উদাহরণে না-না- পরিবর্তে | না-না হইবে                 | ৯৮ | ১২ |

প্রাচীন তাল আলোচনায় যে সকল স্থানে "ত্রিষ" শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা "তিষ" হইবে।



८१

गोप



३  
भ